প্রকৃতির জয়

বীরু মুখোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র, ১৩৪৮

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

নিবেদন

এই নাটকখানি আল্ফ্রেড্ স্যাট্রো প্রণীত "The Walls Of Jericho" নামক গ্রন্থের রূপান্তর, সুতরাং পাত্রপাত্রী ও আখ্যান-বস্তু সমস্তই কাল্পনিক। বলা বাহুল্য, রূপান্তর করিতে মূলতঃ কিছু-না-কিছু পরিবর্তন করিতে হয়-ই—এ ক্ষেত্রেও তাহাই করিতে হইয়াছে।

গ্রন্থকার

প্রকৃতির জয়।

প্রথম অঙ্ক।

বালীগঞ্জ—রাজা গৌরীশঙ্করের বাটী।

নৃত্যমণ্ডপের পার্শ্বস্থ বিশ্রামগৃহ।

নৃত্যমণ্ডপে সাহিত্যরথীর **'জয়ন্তী'**-উপলক্ষে নৃত্যাভিনয় হইতেছে। "রাসলীলা" নামক বহু পুরাতন গীতিনাট্যকে আধুনিক রুচি ও ছাঁচে ঢালাই করিয়া বালীগঞ্জের অতি আধুনিক "বড় দল" স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া অভিনয় করিতেছিল। অনেক আধুনিক গীতি-নাট্যকে 'আমল' না দিয়া অতি-সেকেলে একখানি গীতিনাট্যের প্রতি ঈদৃশ অনুরাগের কারণ—অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের উপর Sir Beerbhom Treeর অতিরিক্ত প্রভাব। এই নাট্যাভিনয়ের প্রধান প্রযোজক ও প্রযোজিকাগণের নাম যথাক্রমে :— দি অনারেব্‌ল্ মিষ্টার অনুপচন্দ্র বাসু (বসু), মিস্ রাগিণী গুপ্তা, মিষ্টার চঞ্চলকুমার গাঙ্গুলী ও লেডী পম্পাবতী মুখার্জ্জি। গীতিনাট্যের পাত্রপাত্রীগণ পৌরাণিকযুগের হইলেও তাহাদের রূপসজ্জা, ভাবভঙ্গী সমস্তই আধুনিক রুচিসম্মত, অর্থাৎ না-সেকেলে না-একেলে, না-দেশী না-বিলাতী।

নৃত্যাভিনয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় যে যে ব্যক্তি যে যে রূপসজ্জায় অবতরণ করিবে তাহাদের সূচী :—

মিষ্টার অনুপচন্দ্র বাসু—শ্রীকৃষ্ণ
মিস্ রাগিণী গুপ্তা—শ্রীরাধা
মিষ্টার তড়িৎমোহন রায়চৌধুরী—সুদাম
মিস্ শেফালিকা ভট্টাচার্য্য—ললিতা
কুমারী চম্পাবতী ব্যানার্জ্জি—পার্ব্বতী ও Daphne
রায় জগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর—মহাদেব
লেডী পম্পাবতী মুখার্জ্জি—ইন্দ্রাণী
মিষ্টার চঞ্চলকুমার গাঙ্গুলী—ইন্দ্র
মিষ্টার রমণীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়—মদন

মিষ্টার রমণীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত কুমারী চম্পাবতীর রতির ভূমিকায় নৃত্যাভিনয় করিবার কথা, কিন্তু রাজা গৌরীশঙ্কর নৃত্যাভিনয়ের সময়ে অভিনয়সূচীর কিঞ্চিৎ অদল-বদল করায় তাহাকে প্রথমে পার্ব্বতী ও পরে Daphneর রূপসজ্জায় দর্শকগণ* দেখিতে পাইবেন।

রায় জগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুরকে দর্শকগণ সাধারণবেশেই দেখিতে পাইবেন, কারণ তাহার মনেই ছিল না যে তাহাকে রঙ্গভূমিতে মহাদেবের ভূমিকায় অবতরণ করিতে হইবে।

যবনিকা উঠিতেই দেখা গেল বিশ্রামগৃহের দ্বারদেশে সুদাম-বেশে মিষ্টার তড়িৎমোহন রায়চৌধুরী ও গৃহমধ্যে একটী বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে ললিতা-বেশে মিস্ শেফালিকা ভট্টাচার্য্য। অন্যান্য দু-চারিটী

---

* দর্শকগণ অর্থাৎ "প্রকৃতির জয়" নাটকের দর্শকগণ।

মহিলা শ্রীরাধার সখী-বেশে গৃহের এখানে-সেখানে চলা-ফেরা করিতে-ছিল। নৃত্যমণ্ডপে যন্ত্রসঙ্গীতের সুর উঠিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে শ্রীকৃষ্ণ-বেশে মিষ্টার অনুপচন্দ্র বাসু ও শ্রীরাধা-বেশে মিস্ রাগিণী গুপ্তা নাচিতে নাচিতে বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিল। সকলে নির্ব্বাক্‌বিস্ময়ে ইহাদের নৃত্যভঙ্গিমা নিরীক্ষণ করিতেছিল, কেবল মিস্ শেফালিকা ভট্টাচার্য্য এ বিষয়ে অনেকটা উদাসীন ছিল।

তড়িৎমোহন। (মিস্ রাগিণী গুপ্তাকে অভিবাদন করিয়া) মিস্ গুপ্তা, সত্যি বল্‌তে কি, আপনার নাচ দেখে আমি আজ বুঝ্‌লাম সৃষ্টির ক্রমোন্নতি বল্‌তে কি বোঝায়। ·········মরি মরি! হাত-পায়ের ছন্দ কি! যেন সব জোড়ে-জোড়ে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি নিয়ে একেবারে চোখের সাম্‌নে! ·· *এই হচ্ছে* তা হ'ল সেই সেকালের 'কাফ্রি' নৃত্য? বাঃ! চমৎকার! ·· মিষ্টার বাসু, আজ বুঝ্‌লাম আমাদের বৃন্দাবনই হ'চ্ছে এই evolution এর আদিভূমি।

শেফালিকা। বাঃ! কবিরাজ। Original conception (অরিজিন্যাল্ কন্‌সেপ্‌শন্) — মৌলিক গবেষণা। কালই 'দৈনিকে' আমি এটা বা'র করে' দিচ্ছি আপনার নামে।

তড়িৎমোহন। (শেফালিকার প্রতি একটু ব্যঙ্গের ছলে) ধন্যবাদ! ····· ····· (রাগিণীর প্রতি) মিস্ গুপ্তা, রাধা — পুরাণে তিনি যে-ই হোন্—আমার মনে হয় রাধা হচ্ছেন একটা process, যেটা নিয়ে আমাদের এই জীবজগতের ক্রমবিকাশ। ধরুন — প্রথমে মৎস্য, তার পর কূর্ম্ম, তার পর বরাহ, নৃসিংহ, বামন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের পুরাণটা রূপক — খুঁজ্‌লে তার ভেতরেই সব।

অনুপচন্দ্র। (শেফালিকার প্রতি) মিস্ ভট্টাচার্য্য, আপনি বলেছেন ঠিক। —একেবারে original conception !

শেফালিকা। এই তো ঠকে যাচ্ছেন।

অনুপচন্দ্র। কেন? ....আপনিও তো ঐ বল্লেন। ......বাঃ !

শেফালিকা। আমি বল্‌লাম বলে' কি আপনাকে বল্‌তে হবে? এইতেই তো কবিলোকগুলোকে আপনারা বড়-বেশী মাথায় তোলেন। ....Excuse me (এক্স্‌কিউজ্ মি), মিষ্টার বাসু! রাধা-রূপ process (প্রোসেস্) ধরে' কৃষ্ণত্বে হাজির হ'বার পূর্ব্ব অবস্থাটা কি, সেটা মনে করুন। সেটা কৃষ্ণের পক্ষে গৌরবের অবস্থা নয়, নিশ্চয়। ......বলুন ?

অনুপচন্দ্র। কেন গৌরবের নয়? আমি তো মিষ্টার রায়চৌধুরীর কথা খুব তারিফ কর্‌ছি।

শেফালিকা। না করে' উপায় নেই, যেহেতু মিষ্টার রায়চৌধুরী হচ্ছেন একটি বিশ্ব-রসিক, অন্ততঃ public (পব্‌লিক) তাঁকে এই ভাবেই বোঝে। তবে তিনি যা না-বলেন গুছিয়ে, তাতেই তিনি মাবেন অনেককে খুঁচিয়ে।

রাগিণী। সত্যি না কি?

শেফালিকা। I am sorry (আই অ্যাম্ সরি), মিষ্টার রায়-চৌধুরী! আপনি একটু nervous (নার্‌ভ্যস্) হ'য়ে পড়্‌ছেন। কিন্তু nervous (নার্‌ভ্যস্) হ'বার কি আছে? এ তো আমাদের everyday occurrence (এভ্‌রি-ডে অক্কারেন্স্)—নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

রাগিণী। ওঃ—আপনারা তা হ'লে দুজনে দুজনের opposite (অপোজিট্)। (উচ্চহাস্য)

তড়িৎমোহন। অথচ কোনও কালে যে দুজনে মিল্‌তে পার্‌বো সে বিষয়ে সন্দেহ খুব বেশীরকম।

শেফালিকা। (মৃদুহাস্যে) ঐ দেখুন কান্না সুরু হ'য়েছে। আপনার এত ভয় কেন? আমি আপনার মল্লিনাথ বই তো অপর কিছু নই। আর আপনার বাণীর কদর্থই যদি করি' তা হ'লেও জান্‌বেন public (পবলিক্) তা মেনে নেবে না, কারণ appreciate (এপ্রিসিয়েট্) কর্‌বার দলের অভাব আপনার কোন কালেই হবে না। Evolution (ইভল্যুশন্) এর process (প্রোসেস্) ধরে' বানর হাজির হ'চ্ছেন কৃষ্ণত্বে, আপনার এই অদ্ভুত তথ্যটা মিষ্টার বাসু appreciate (এপ্রিসিয়েট্) না করে' যাবেন কোথায়? কারণ, প্রথমতঃ তিনি আপনার bosom friend (বুজুম্ ফ্রেণ্ড), দ্বিতীয়তঃ তিনি এখন politics (পলিটিক্স্) ছেড়ে স্রেফ্ রসচর্চ্চা নিয়েই পড়ে' আছেন। দস্তুর মতো শিব-ভাব না হ'লে কি রসচর্চ্চা চলে? বলুন তো, মিষ্টার বাসু!

অনুপচন্দ্র। (হাস্যের সহিত) হা কপাল! আমাকে শেষে আপনি বানর সাজিয়ে দিলেন, মিষ্টার রায়চৌধুরী! (শেফালিকার প্রতি) তবে মিস্ ভট্টাচার্য্য! একটা কথা;—নাচ্‌তে গেলে প্রথমে লম্ফ-ঝম্প বাঁদুরে ভাব, এ সকলকেই শিখ্‌তে হবেই—কেমন কি না? হা—হা—হা—কেউ বাদ পড়্‌ছেন না।

রাগিণী। (কুপিতা হইয়া) মিষ্টার বাসু, আপনি হাস্‌ছেন? এ কি-রকম আপনাদের হাসি-ঠাট্টা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আপনার বন্ধু আপনাকে এই রকমভাবে খাটো কর্‌ছেন, অথচ —

(তড়িৎমোহন রাগিণীর দিকে অগ্রসর হইয়া এমন ভাব দেখাইল যাহার অর্থ —"আমার অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা করুন।")

অনুপচন্দ্র। (রাগিণীকে ঠাণ্ডা করিবার উদ্দেশে অতি নরম খোষামোদী সুরে) চট্‌ছেন কেন, মিস্ গুপ্তা? মিষ্টার রায়চৌধুরী একটু অলঙ্কারেই কথা ক'ন, মানে তার যাই হোক্—লোককে হাসাতে পারলেই উনি খুসী। ......আর কবিলোকের কথা—আঃ! —That's a mere airy trifle; ছন্দটাই কাণে শোনে, মাথায় নেয় তা' ক'জনে?

তড়িৎমোহন। (উল্লাসের ভাব দেখাইয়া অনুপচন্দ্রের প্রতি) Here you are! একেই বলে genius, তারিফ দিই সমঝ্‌দারির। France থেকে ঘুরে না এলে কি এমনটী হয়? রসের মানস-সরোবর হ'লো আমাদের France. একটী ডুব — একেবারে গুণীর শিরোমণি, যার নাম গুণমণি — A-1.

রাগিণী। (তড়িৎমোহনের প্রতি) আপনার খুব ready wit (রেডি উইট্)।

তড়িৎমোহন। ধন্যবাদ!

অনুপচন্দ্র। ঐ জন্যই উনি সকলের pet.

শেফালিকা। এমন কি আমারও — যদিও আমি opposite (অপোজিট্)

তড়িৎমোহন। ধন্যবাদ!

রাগিণী। আপনার সঙ্গে ভাল করে' আলাপ-পরিচয় কর্‌তেই হবে। আসুন—

তড়িৎমোহন। আপনার সৎসাহসকে ধন্যবাদ। (শেফালিকার

প্রতি একটু বক্র ইঙ্গিত করিল যাহার অর্থ "দেখ, আমার কদব কত"।—পরে রাগিণীর দিকে চাহিয়া প্রোগ্রাম-হস্তে বলিল) আপনাকে একটু পরেই আর একটা নৃত্য exhibit কর্‌তে হবে না?

রাগিণী। (Wrist-watch দেখিয়া) না, এখনো পনেরো মিনিট বাকী। এখন লেডী মুখার্জ্জির সঙ্গে মিষ্টার গাঙ্গুলীর duet (ডুয়েট্) চলেছে। ....ভাল কথা, মিষ্টাব রায়চৌধুরী! ঐ যে জেণ্টল্‌ম্যান্‌টী তখন হ'তে ঐ ঘবেব কোণে (পার্শ্বেব একটী ঘর দেখাইযা) কতকগুলো মাসিকপত্রের পাতার ভিতর মাথা গুঁজে বয়েছেন, উনি কি এ নাচের আসরের কেউ ন'ন?

তড়িৎমোহন। কেউ ন'ন! Great God! উনিই তো সব—ন্যাজা, মাঝা, মাথা—সবই। 'জয়ন্তীর' অর্দ্ধেক তহ্‌বিল তো ওঁর পকেট মেরেই। ব্যস্‌বে!—রাজা গৌরীশঙ্করেব লক্ষ্মী-পেঁচা! .... আমাদের বাবাজীবন, লেডী মুখার্জ্জির goodman—স্যর্ ভীমচন্দ্র মুখার্জ্জি — একখানি আস্ত গোলকুণ্ডা।

অনুপচন্দ্র। Millionaire — তবে আস্ত একটি prose.

না জানেন নাচ. না জানেন গান,
শুধু পয়সা বাজিযে যা'ন,
তাই গাজন যখন বসে তখন
ভাঙ্গেন বসে' ধান।

তড়িৎমোহন। আহা—হা—হা, ঠিক হ'লো না মিষ্টার বাসু, চাপান্‌টা ঠিক হলো না। আরও একটু রসান্—যদিও এটা আপনা-আপনির মধ্যে। Excuse us, মিস্ ভটাচার্য্য!

পম্পার চলে নাচ চঞ্চলভঙ্গীরে,
ভীম দেখে মরে রেগে, ছাড়ে সভা-সঙ্গীরে।
কুমীরের জেনে হাল, তবুও কেটেছে খাল,
এবে হায়! বে-সামাল, পিযে পানি বঙ্গীলে,
—পম্পার চলে নাচ চঞ্চলভঙ্গীরে!

(কবিতা-আবৃত্তির মুখে রায় জগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুব, তদীয পত্নী মিসেস্ সীমন্তিনী চক্রবর্ত্তী ও অন্য একটী মহিলাব প্রবেশ। ইহাদেব সকলেব রূপসজ্জা বালীগঞ্জের অতি-আধুনিক দলের মতো)।

শেফালিকা। (তড়িৎমোহনেব আবৃত্তি শেষ হইবামাত্র)

ভুবনভবা চাঁদের আলো — উলসে নদী যায উজান,
ঘেউ ঘেউ যে করে—কবে, কেই বা তা'তে দিচ্ছে কাণ?

সীমন্তিনী। ওঃ—এঁরা সব এখানে এখন কাব্য-চর্চ্চাই করছেন! তা ভাল। (সঙ্গিনী মহিলার প্রতি) চলুন, আমবা তা হ'লে ঐ পাশের ঘরটাতেই বসি।

(মহিলাটীকে লইয়া সীমন্তিনীর কক্ষান্তবে গমন)

শেফালিকা। (তড়িৎমোহনেব প্রতি অনুচ্চস্বরে) মিসেস্ চক্রবর্ত্তী আজ মস্ত বড় মক্কেল পাকৃড়েছেন।

জগদীশচন্দ্র। (রাগিণীর প্রতি) মিস্ গুপ্তা, আমাদের বালীগঞ্জে আপনার এই নতুন অভিযান। ....আমার একান্ত অনুরোধ, এই সব অনাবশ্যক অপ্রীতিকব চর্চ্চা করে' আপনার মনের স্বাস্থ্য নষ্ট করবেন না।

তড়িৎমোহন। (অনুপচন্দ্রের নিকট যাইয়া অনুচ্চস্বরে) এইবার

ধর্ম্মরাজের পালা সুরু। ধর্ম্মের ছালা বেধে দ্যাবা-দেবী দুজনেই ঘুরছেন বড রকমেব দাঁও মাব্‌তে।

জগদীশচন্দ্র। মিষ্টাব বায়চৌধুবী, এটা মনে করিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে বাহুল্যমাত্র, তবুও বলি — স্যর্‌ ভীমচন্দ্র আমাদের পবম আত্মীয। অথচ—

তডিৎমোহন। অথচ—কি, বলুন ?

জগদীশচন্দ্র। রহস্য আলাপ ভাল, কিন্তু একটু vulgar, যার নাম অশ্লীল, তাই হয়ে পড়্‌ছে না কি ?

শেফালিকা। (সহানুভূতি দেখাইবাব ভঙ্গীতে) আপনার এই moral courageএব (মব্যাল্‌ কবেজেব) জন্য ধন্যবাদ, রায় বাহাদুব ! কাল রাত্রে bridgeএ (বিজ্জে) বসে' যে অন্যায় রকম revoke (রিভোক্‌) করেছিলেন তাব দণ্ড মকুব—বুঝ্‌লেন ?

জগদীশচন্দ্র। স্যর্‌ ভীমচন্দ্রেব কোন vice নেই, মিস্‌ গুপ্তা। Drink ?—

তড়িৎমোহন। রামচন্দ্র !—এক tube well ছাডা।

জগদীশচন্দ্র। আব লেডী মুখার্জ্জি —

তড়িৎমোহন। অতি চমৎকার ! Superbly grand ! তাঁর তুলনা তিনি।

জগদীশচন্দ্র। একটু খেলাধুলা নাচগান ভালবাসেন—এই যা—

তড়িৎমোহন। (অন্যান্য সকলকে দেখাইয়া) তা এঁরা — আমরা — সকলেই তা ভালবাসি।

জগদীশচন্দ্র। আর মিষ্টার চঞ্চলকুমার গাঙ্গুলী ? —অতি সজ্জন,— যেমন আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি। তবে কৌতুকপরিহাস — flirting—

তড়িৎমোহন। ও একটু হ'তেই হবে—বিশেষ নাচের আসরে। আর তা না করলে জীবনটা এই machineএর যুগে নেহাৎ এঁদো পুকুরের মতো অকেজো হয়ে পড়ে।

জগদীশচন্দ্র। তবেই দেখুন—সত্যিকার যা, সেই ধারণাটাই মিস্ গুপ্তাকে করতে দেওয়া উচিত।

শেফালিকা। আপনি একটু ভুল বুঝ্ছেন, রায় বাহাদুর। মিষ্টার রায়চৌধুরী যে আপনাদের কবি, ওঁর licence (লাইসেন্স) আছেই। 'হাঁ' কে 'না' বলা ওঁর শোভা পাবে না তো কা'র পাবে বলুন ?

তড়িৎমোহন। দেখেছেন কি সমঝ্দার! "হংসৈর্যথা ক্ষীর-মিবাম্বুমধ্যাৎ"-- সার টুকু ঠিক বেছে নিয়েছেন। (শেফালিকার প্রতি) দুঃখের বিষয়, লোকে বলে আপনি আমার opposite ; কিন্তু সত্যি বল্তে কি রসচর্চ্চা কর্তে হয় তো আপনার মতো মল্লিনাথকে পাশে বসিয়ে। অবশ্য, রায় বাহাদুর! রসচর্চ্চার কথায় কোন offence নেবেন না। .... আপনারা সব হ'লেন খুব উঁচু থাকের লোক, ideals আপনাদের খুব উঁচু। Improved Sanitation, Labour Problem, অনাথা-আশ্রম এই সব নিয়েই আছেন ; এ সব কি যে-সে ব্যাপার ? আপনারা বলতে আমি mean করছি আপনাকে আর আমাদের বাবাজীবন—স্যর্ দ্বিতীয় পাণ্ডবকে।—

অনুপচন্দ্র। স্যর্ ভীমচন্দ্র এইবার বোধ হয় magazine থেকে বেরুচ্ছেন।

তড়িৎমোহন। তবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নয়, কাজেই আমরা নির্ভয়। দেখুন, মিস্ গুপ্তা, কি চাল! কি চাউনি! ....বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রশেখর, ডি. এল্. রায়ের দুর্গাদাস আর গিরিশ ঘোষের বুদ্ধদেব এই

তিনটী নিয়ে যদি একটী হ'ন, তবেই তা আমাদের বাবাজীবন।

শেফালিকা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আর ঐ সঙ্গে মিস্ গুপ্তা আর একটী wonderএর (ওয়ান্ডারের) খবর জেনে রাখুন। ......বাঙ্‌লা সাপ্তাহিকের বেহায়া সম্পাদক, Life Policyর (লাইফ পলিসির) না-ছোড়-বন্দা দালাল আর বোষ্টম ভিখিরীর ছেঁচ্‌কা বিড়াল — এই তিন মূর্ত্তি নিয়ে যদি একটী অদ্ভুত কিছু গড়া যায়, তা হ'লে দাঁড়ায় আপনাদের এই কপীশ্বর কবিরায়।

তড়িৎমোহন। (শেফালিকার হস্তামর্শন করিয়া) তারিফ করি, মিস্ ভট্টাচার্য্য। তবে সেই মূর্ত্তির সঙ্গে যদি ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী আচার্য্যকন্যার মিলনসম্প্রীতিরূপ অঘটন ঘটে, তা হ'লে কেমনটী হয় ?

শেফালিকা। হয় অতি অদ্ভুত — দীনবন্ধু মিত্রের মালতীর পাশে আস্ত একটী হোঁদলকুত্‌কুৎ।

(স্যর্ ভীমচন্দ্র মুখার্জ্জির প্রবেশ, শেফালিকা সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিল)।

শেফালিকা। নমস্কার, স্যর মুখার্জ্জি। আপনার অদ্ভুত কর্ম্ম-শক্তির গল্প কর্‌তে কর্‌তে এঁদের নাচের প্রসঙ্গ চাপা পড়্‌বার যোগাড়।

ভীমচন্দ্র। সেটা আমার পক্ষে মস্ত বড় প্রশংসার কথা হ'লেও আজকের আসরের পক্ষে নিতান্ত অশোভন—out of place and out of season. (তড়িৎমোহন ও অনুপচন্দ্রকে দেখিয়া) এই যে, কেমন আছেন ? (পরস্পরের নমস্কার ও প্রতিনমস্কার)।

তড়িৎমোহন। আপনার সঙ্গে মিস্ গুপ্তার পরিচয় করে' দেবার জন্য আমরা সকলেই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে দাঁড়িয়ে। ইনিই মিস্ রাগিণী গুপ্তা— ইনি স্যর্ ভীমচন্দ্র মুখার্জ্জি (ভীমচন্দ্র ও রাগিণীর নমস্কারবিনিময়)......

.........'জয়ন্তী' যে আজ cent. per cent. success সেটা জান্‌বেন এঁরই কৃপায়। "কাঞ্চি" নৃত্য সম্পূর্ণ oriental অথচ অত্যন্ত antique ; তা'কে এ যুগের উপযোগী কর্‌বার জন্য যে চেষ্টা—সে একটা herculean task বল্লেই হয়। কিন্তু মিস্ গুপ্তা আজ তা প্রমাণ করেছেন উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মধ্যে — সম্পূর্ণ সাফল্য-গৌরবে। (এই সময়ে অনুপচন্দ্র তড়িৎমোহন ও রাগিণীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল) মিস্ গুপ্তা! আমাদের স্যর্ মুখার্জ্জিও বড় কম ন'ন, তবে উনি শক্তির পরিচয় সাধারণে দিতে চান না—এই যা। (ভীমচন্দ্রের প্রতি) আপনিও ছেলেবেলায় খুব নাচতেন, না ?

ভীমচন্দ্র। (মৃদুহাস্যে) সে কবে একটু-আধটু, ছেলেবেলায় ছেলে-খেলা। না, না, মিস্ গুপ্তা, আমার এখন ও-সব আসে না ; তবে অপরে নাচে——সে মন্দ লাগে না। (অনুপচন্দ্রের প্রতি) মিষ্টার বাসু তো politics ছেড়ে এখন নাচে খুব shine কর্‌ছেন দেখ্‌ছি। কৃষ্ণ আপনাকে মানিয়েছে ভাল, যেন আপনারই line—যদিও একটু anglicised. ....ভাল, ভাল, আপনার স্বাস্থ্য বড় খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। নাচে শুনেছি স্বাস্থ্য ভাল থাকে. বিশেষতঃ oriental—

তড়িৎমোহন। (ভীমচন্দ্রের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া) হাঁ oriental—নিশ্চয়—একেবারে ইলোরার ইন্দ্রসভা।

ভীমচন্দ্র। (ভ্রূকুটীসহ) তাই না কি ? তবে বিলাসভঙ্গীর মাত্রাটা বেশী হ'লেই ও রঙ্গের অঙ্গহানি, জানেন তো ?

তড়িৎমোহন। ঠিক, খুব ঠিক। Better undo than over-do. রসের পরিবেষণ বড় কঠিন, তাও আবার দেশ কাল পাত্র বুঝে। বলে—

'অরসিকে রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।'

(ভীমচন্দ্রের অলক্ষ্যে পরস্পরের ভ্রূভঙ্গী ও ব্যঙ্গাত্মক মৃদুহাস্য)

(নৃত্যমণ্ডপে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল)

Fxcuse us, শুব্ মুখার্জ্জি !—ঐ calling bell. (প্রোগ্রাম হস্তে লইয়া) Ready মিস্ গুপ্তা, মিষ্টাব বাসু! (শেফালিকার প্রতি) অনুমতি কবেন তো my most honoured opposite, মিস্ ভট্টাচার্য্য ! আমাদেবও এই সঙ্গে — (রাগিণীব সহিত অনুপচন্দ্র এবং শেফালিকাব সহিত তড়িৎমোহনেব নৃত্যমণ্ডপে প্রবেশ)

(নেপথ্যে যন্ত্রসঙ্গীতেব মৃদু আওয়াজ উঠিতে লাগিল)

(জগদীশচন্দ্র সুযোগ বুঝিয়া ধীবে ধীরে ভীমচন্দ্রের দিকে অগ্রসব হইল)

জগদীশচন্দ্র। বাবাজীব একটু বিরক্ত-বিবক্ত ভাব দেখ্ছি, এ সব বোধ হয় ভাল লাগ্ছে না ?

ভীমচন্দ্র। না, মোটেই না, হাঁফিয়ে পড়েছি। আপনার লাগ্ছে কেমন ?

জগদীশচন্দ্র। আমাদের এ সব গা-সওয়া হ'য়ে গেছে, বাবাজী। আমি কিন্তু শীগ্গীরই সরে' পড়্ছি। Club এর দিকে একবার ঢুঁ মার্তে হ'বে। ......ওদিকে যাবে না কি, বাবাজী ?

ভীমচন্দ্র। আমার স্ত্রী যে এখানে আট্কা পড়েছেন।

জগদীশচন্দ্র। হুঁ—তাও তো বটে, আমার তা মনেই ছিল না। ....ভাল কথা, আমাদের যে আরও কিছু টাকার দরকার হ'য়ে পড়্ছে, নইলে দেওঘরের আশ্রমটীকে তো কাজের মতো খাড়া কর্তে পারা যাচ্ছে না।

ভীমচন্দ্র। বড়ই দুঃখের বিষয়, রায় বাহাদুর, আমার কাছে

আব-কিছুর প্রত্যাশা এক বকম দুরাশা। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যেব অবস্থা এখন যা, তা মোটেই নয় সুবিধেব। তাব উপব চার দিক থেকে দোহন আবম্ভ হযেছে।

জগদীশচন্দ্র। বাবাজী, তোমাব আছে, কাজে-কাজেই তোমাকেই চায় দোহন কব্‌তে। আব দেশের কাজ তো তোমাদেব নিযেই। দেওঘরের আশ্রমটী, বাবাজী, দশেব জন্যেই। বলো, তুমিই তা নিজ মুখে কতবার স্বীকার করেছ।

ভীমচন্দ্র। মেনে নিচ্ছি, খুবই ভাল — যদি আমরা সেখানে অষ্ট-প্রহর তদারক কর্‌তে পাব্‌তাম।

জগদীশচন্দ্র। বাবাজী, তুমি হ'লে ব্যবসায়ীব চূড়ামণি, কিন্তু আজ এ বুড়োকে যা বল্‌লে, সে তোমার উপযুক্ত হলো কি? তুমি কি বল্‌তে চাও, বাবাজী, সেখানে অষ্টপ্রহব হাজ্‌বে দিয়ে বাজমিস্ত্রীব পেছন ধরে' হিসেবের খাতায মাথা গুঁজ্‌ড়ে থাক্‌বো? তা হ'লে তো চাঁদা-আদায়, ক্যান্‌ভাসিং, প্রোপাগাণ্ডা ওয়ার্ক্‌ সবই খতম কব্‌তে হয়। এই দেখ না, বাবাজী, তুমিই কি চিবজীবন C. P.ব জঙ্গলে পড়ে' থাক্‌তে পার্‌তে?

ভীমচন্দ্র। বালীগঞ্জেও আমি চিরকাল বাস কর্‌ছি না, বায় বাহাদুর। ...... এটা মনে রাখ্‌বেন—কোন জিনিষকে পূর্ণভাবে পেতে হ'লে তপ কর্‌তে হয়, কৃচ্ছ্র সাধন কর্‌তে হয়। কথায় আছে—কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।

জগদীশচন্দ্র। ওই তো, বাবাজী, তোমার সঙ্গে তর্কে পার্‌বে কে? তুমি একেবারে মগ্‌ডালে উঠ্‌তে চাও। সব জিনিষের মাঝা-মাঝি ভাল নয় কি?

ভীমচন্দ্র। এই হ'ল আপনাদের আসল রোগ। ... ... যাক্, মগ্‌ডাল যা', তা' আমাব জন্যই থাক্। তবে আমি আর একটী পয়সাও খরচ করতে রাজী নই—অন্ততঃ যতক্ষণ না দেখ্‌ছি, সে পয়সাটীব পূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার হচ্ছে। দেশ এখন চাঁদায় চাঁদায় অতিষ্ঠ, অথচ যাদের ইষ্টির জন্য সে চাঁদার ছালা বাঁধা, তারা যে তিমিরে সেই তিমিরে।

(ভীমচন্দ্র আসন ত্যাগ করিল, জগদীশচন্দ্র অপ্রতিভভাবে মাথা চুলকাইতে লাগিল। ইতোমধ্যে পার্ব্বতীবেশে কুমারী চম্পাবতীর প্রবেশ।)

ভীমচন্দ্র। একি চম্পা দিদি! নাচ্‌ছো না? তোমার তো pair দেখ্‌ছি না—

(রাজা গৌরীশঙ্করের প্রবেশ)

চম্পাবতী। বাবাব যেমন কাণ্ড! প্রোগ্রাম কব্‌বার সময় আমি পৈ—পৈ বারণ করেছিলাম যে রায় বাহাদুব প্রাণীটাকে নেবেন না। লোকটী চিরকালই irregular (ইর্‌রেগুলার), ভয়ানক ভুলো-মন, আমাকে কি না ওঁর সঙ্গেই duetএ (ডুয়েটে) জুড়ে দিয়েছেন। ছি! ছি! ছি! মাত্র একটী দিন তো rehearsal (রিহার্স্যাল্) দিয়েছেন—

জগদীশচন্দ্র। গুণে একশো এক হাত নাকে খৎ, চম্পারাণী। অপরাধ মাফ করো। বাস্তবিকই বড় ভুলো-মন, হিসেব করে' কখনো চল্‌তে পারিনি, কখনো চল্‌তে পার্‌বোও না। আর এই দেওঘর অনাথা-আশ্রমের ভাবনাতেই আমার মাথা ঘুলিয়ে রয়েছে।· বল্‌ছি বাবাজীবনকে যাহোক্ করে' আমাকে এ দায় হ'তে উদ্ধার করো—

চম্পাবতী। উদ্ধারের ব্যবস্থা পরে. এখন নিজের মান বাঁচান। আঃ! — Make-up (মেক্-আপ্) পর্য্যন্ত বাকী আপনার, শীগ্‌গীর ready (রেডি) হোন্। (Wrist-watch দেখিয়া)—Five minutes

(ফাইভ্ মিনিট্স্)—বুঝ্লেন ? পিয়ানোর পাশেই আপনার জন্য wait (ওয়েট্) করছি।

(জগদীশচন্দ্র ও চম্পাবতীর প্রস্থান।)

গৌরীশঙ্কর। অনাথের নাথ পাণ্ডব-সখা !! হায় রে !!! ... ... আচ্ছা তোমাদের এই সব so-called আশ্রমের ব্যবসা মন্দ নয়, কি বলো ?

ভীমচন্দ্র। (প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া) ব্যবসা ? ... ... (সপ্রতিভভাবে) হাঁ ব্যবসা খানিকটা বটে, অন্ততঃ দু'চার জনের জন্যও বটে। তবে কি জানেন, আজকাল হ'ল ব্যবসার যুগ। এই যে 'জয়ন্তী' —এটাও একটা ব্যবসায় দাঁড়িয়েছে, ব্যক্তিগত স্বার্থ ছেড়ে কেউ একটী পা চলেন না, একটী কথা বলেন না।

গৌরীশঙ্কর। কথাটা কি একটু আমাকেই উদ্দেশ করে' বলা হচ্ছে না, বাবাজী ?

ভীমচন্দ্র। আজ্ঞে না, সকলকেই উদ্দেশ করে' ; জাত সকলকারই গিয়েছে, আমিও তাতে বাদ পড্ছি না।

গৌরীশঙ্কর। যাক্—ও নিয়ে মিছে তর্ক করা। (একটু ঝাঁঝালো সুরে) তবে তোমরা এই অনাথা-আশ্রমের নাম নিয়ে দু'চারটে পয়সাওয়ালী অভিনেত্রীর দরজায় রায় বাহাদুরের মতো লোককে পাঠাও চাঁদার খাতা বগলে ধর্ণা দিতে—সে খবরটা কেমন করে' ছড়িয়ে পড়েছে।

ভীমচন্দ্র। তা'তে ক্ষতিটা কি ? অনাথা-আশ্রমের advantage নেবার জন্য অনাথাদের আবেদনটাই যে বেশী আস্বে।

গৌরীশঙ্কর। ও নিয়ে তর্ক করা মিছে। ... ... তোমরা হ'লে সব নতুন বড়লোক, তোমরা হাই তুল্লে তুড়ি দেবার লোকের অভাব

হ'বে না। ... ... যাক্, এখন একটা কথা,—তা' স্বার্থই বলো, আর যাই বলো,—এই ডক্টর ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে জানো ?

ভীমচন্দ্র। ডক্টর ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়! —নাম যেন শুনেছি বলে' মনে হ'চ্ছে।

গৌরীশঙ্কর। বাজার গুজব—লোকটা না কি খনি খুঁড়েই পয়সার পাহাড়—মস্ত বড় সোণার খনি—গাঁথ্‌বার মতো লোক। আজ ক'দিন হ'লো বালীগঞ্জে এসেছে, বড় মহলে মিশ্‌তে চায়। মিসেস্ করুণা রায় তাকে সঙ্গে করে' আন্‌বেন বলেছেন, আমি তাকে special invitation পাঠিয়েছি। ... ... হ্যাঁ—ভাল কথা, এই করুণা রায়ের সম্বন্ধে তোমার ধারণা না কি তত সুবিধের নয় ?

ভীমচন্দ্র। এ বাজে-কথা আপনি কোথেকে পেলেন ? মিসেস্ রায়ের সঙ্গে লেডী মুখার্জ্জির পরিচয় আছে, কিন্তু আমি তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না বল্লেই হয়।

গৌরীশঙ্কর। অতি ভদ্রমহিলা, যদিও বিয়ের আগে—অন্ততঃ যখন তিনি ঔরঙ্গাবাদে শিক্ষয়িত্রী ছিলেন—তখন তাঁব নামে অনেক রকম গুজব উঠেছিল। তার পর হঠাৎ একদিন লক্ষ্ণৌএর মস্ত বড় ডাক্তার কে. এল্. রায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের যোগ এসে পড়্‌লো, অমনি খবরের কাগজগুলো তাঁর খোসামোদেই column ভর্ত্তি কর্‌তে লাগ্‌লো; এখন তিনি আদর্শমহিলা, আদর্শগৃহিণী—যার নাম নারীকুল-চূড়ামণি।

ভীমচন্দ্র। তাঁর সম্বন্ধে আগেও আমার কোন ধারণা ছিল না, এখনও নেই,—কারণ তাঁর সঙ্গে পরিচয় নেই বল্লেই হয় তবে তাঁর ভাইটীর সম্বন্ধে কথা স্বতন্ত্র।

গৌরীশঙ্কর। কে?—চঞ্চলকুমার?—ভারী চমৎকার ছোক্‌রা। যেমন আকৃতি তেমনি প্রকৃতি, সর্ব্বগুণাধার। এই জয়ন্তী উৎসবে কি কম খাটুনিটা খেটেছে হে? আমি কি জান্‌তাম? পম্পাই আমায় জানিয়ে দিলে—চঞ্চলকুমার দ্বিতীয় উদয়শঙ্কর।

ভীমচন্দ্র। তা জানি না, তবে লেডী মুখার্জ্জির যাঁরা সঙ্গী সহচর তিনি তাঁদেরই বিশিষ্ট একজন, আর মেয়ে-মহলের মনস্তুষ্টি করে' কথা কহাই তাঁর প্রধান কাজ।

গৌরীশঙ্কর। হা হা-হা, মনস্তুষ্টি—হা-হা-হা, বাবাজী বুঝেছ তো? এইজন্যে—ঠিক এইজন্যেই গাঙ্গুলীবংশের সৃষ্টি। মেয়েদের একটু আমোদ-প্রমোদ চাই ই। তোমরা তো দিনরাত্তির কুলীমজুর, দাঁড়ি-পাল্লা, shareএর বাজার আর exchange নিয়ে মেতে রয়েছ, মেয়েদের একটু-আধটু আমোদ দেয় কে? আর ওরা একটু আবটু আমোদ-তামাসা না পেলে তোমরা অফিস্ থেকে ফিরে এসে হয় তো দেখ্‌বে—কা'রো হয়েছে শুচি-বাই, কা'রো হয়েছে ঠাকুর-বাই, কা'রো মাথায় উঠেছেন পুরীর জগন্নাথ, কেউ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন সাত তীর্থের এঁটো পাত।—যেমন তোমার পূজনীয় শ্বাশুড়ী ঠাক্‌রুণ করে' বেড়াচ্ছেন। বলো বাবাজী, আমার পম্পা মা'কে কি সেই-রকম একটা গোঁয়ারতুমিতে নামাতে চাও? বলো?—

ভীমচন্দ্র। (মৃদুহাস্য) আজ্ঞে—

গৌরীশঙ্কর। হেসে উড়িয়ে দেবার কথা নয়, বাবাজী। প্রশ্নটা বড় কঠিন। আমাদের ঘরে ঘরে হাসি-আমোদের ঘাট্‌তি পড়ে যাচ্ছে, বুঝ্‌তে পার্‌ছো? সব যেন ছম্-ছম্ কর্‌ছে,—ঠিক যেন ভূতে পেয়েছে। Improved sanitation নিয়ে তোমরা তো মাথা ঘামাও, কিন্তু ঘরের

জীব-প্রবাহকে স্বাস্থ্যবান করে' রাখ্‌তে হ'লে হাসি-আমোদের ঠিক মত পবিবেবণ চাই। আব সে পরিবেষণের অধিকার তারই—যার আকৃতি প্রকৃতি দুই-ই সুন্দর। আমার কথাটা একটু ভাল view নিয়ে বুঝে দে'খো, বাবাজী।

ভীমচন্দ্র। কিন্তু আপনাব এই লোকটী তো একটী সোঁদোর গাধা বল্লেই হয়—A charming fool of the first water.

গৌরীশঙ্কর। কে ?—চঞ্চলকুমার ? সোঁদোর গাধা ? তবে তো আরো ভাল। কাজ-পাগ্‌লা গৃহস্বামীব পক্ষে এটা বড়ই সুখের বিষয়, বাবাজী। নির্ভাবনায় কাজের মধ্যেই ডুবে থাকুন স্বামী, তাঁর গৃহিণী ওদিকে গাধা নিয়ে যত নাচই নাচুন—ভয়ের কোন কারণ নেই।

ভীমচন্দ্র। আপনার মতো যদি আমার মত হ'তো !—But I am sorry—

গৌরীশঙ্কর। আহা — হা— মত করতে কতক্ষণ, বাবাজী ? করো—চেষ্টা করো—মত আপনিই চেহারা বদ্‌লে দাঁড়াবে। এইটী কেবল মনে রেখো—আমরা যে যুগে বাস করছি, সে যুগটী এমন, যেখানে "ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে"—হাওয়া বুঝে ধাওয়া, নইলে নিজের দুঃখে নিজেই বোঝাই। এ যেন রবার (rubber)—টান্‌তে চাও বাড়্‌বে, আর টিপে একটু ছোট কর্‌তে চাও, তা'তেও বশ মান্‌বে। যাক্, অনেক বেঁফাস কথায় তোমায় হয় তো বিরক্ত করছি। ... ... ভাল কথা, পম্পা-মা তোমাকে চিত্তহরণের বিষয়ে কিছু বলেছে ?

ভীমচন্দ্র। হাঁ।

গৌরীশঙ্কর। দেখ-দেখিন্ পাজী rascalএর কাণ্ড। আরে তোর ভালব জন্তেই আজ এ জয়ন্তীতে রাজা বাসবিহারীকে 'মাথাব

মণি' করে' আহ্বান করেছি।—যদি কোন রকমে তোর সঙ্গে তাঁর কন্যার গাঁটছড়াটা বেঁধে দিতে পারি—dowry একটা মোটারকমই আস্‌বে, আর তুই এই কেলেঙ্কারী করে' বস্‌লি! ছি—ছি—ছি! তোর ছোট বোনের music teacher—আর teacher হ'লেই বা কি হ'ল—ন জাত, ন ভাত, no locus standi—ছি-ছি-ছি — তার সঙ্গে এই ঢলাঢলি! বলো॰ বাবাজী, ঐ লক্ষ্মীছাড়ীকে আমি ঐ রকম করে' বিদেয় করতে justified কি না?

ভীমচন্দ্র। কিন্তু সব দোষ কি ঐ গরীব বেচারীর? ... ... এখন তার অবস্থাটা কি হবে? — শুনেছি নাকি তার আত্মীয়েরা তাকে জায়গা দিতে চায় না।

গৌরীশঙ্কর। ও সব সাজস্‌। আর না-ই যদি দেয় তা নিয়ে আমার মাথা ঘামালে চলে কই? ....কেন?—ওদের জাতে এরকম তো আকছার। রূপ তার অল্প নয়, আর জগৎটাও নেহাৎ স্বল্প নয়। সে আর কারো হাঁড়িতে চালের চেষ্টায় ঘুরুক্‌ — অবশ্য সে বিষয়ে আমি গোপনে সাহায্য কর্‌তে প্রস্তুত — তার বাহিরের সকল সম্ভ্রম বজায় রাখিয়ে। — তবে আমার ছেলের ঘাড়টা ভাঙ্গতে দেবো না —কিছুতেই না।

ভীমচন্দ্র। আপনার যুক্তি শুন্‌তে ভাল, কিন্তু—

গৌরীশঙ্কর। এতে আর 'কিন্তু' নেই, বাবাজী। যা বল্‌লাম তা ছাঁকা কথা — একেবারে যুক্তিযুক্ত। এর তারিফ কর্‌তেই হবে, শুধু তারিফ নয়, তোমাকেও এই ভাবে বল্‌তে হবে। ... যদিও আমার মন বল্‌ছে তুমি জিনিষটার ময়লা দিকটাই ভাব্‌ছো—

ভীমচন্দ্র। তা একটু বিশেষ রকমই ভাব্‌ছি, কারণ আপনার মতো মধুর স্বভাবটী তো কোন সূত্রেই নিয়ে আস্‌তে পারি নি।

গৌরীশঙ্কর। হা—হা—হা বাবাজী, খিট্‌কেল অমন ঘরে ঘরে। তবে তা' চাপা দিতে হবে, — শুধু চাপা নয়, সেই সঙ্গে ভাল যে-টুকু তা' ধর্‌তে হবে দশের নজরে। সেই হ'ল আসল কাজ, আর সেই কাজের বাহাদুরিই হ'ল আসল বাহাদুরি। যাক্, এ নিয়ে তর্ক করা মিছে। আমি চল্‌লাম রাজা রাসবিহারীকে গাঁথ্‌তে, তাঁর কন্যাটীর সঙ্গে একটা পাকাপাকি কর্‌তে পার্‌লেই আমি যেন নিশ্চিন্ত। কুমার যদি আসে তো তাকে নিয়ে একবার রাসবিহারীর boxএর দিকে ঢুঁ মেরো, তোমাদের জন্য আমি সেইখানেই wait কর্‌ছি।

(প্রস্থান)

(ইন্দ্রাণী-বেশে লেডী পম্পাবতী মুখার্জ্জি ও ইন্দ্র-বেশে মিষ্টার চঞ্চল-কুমার গাঙ্গুলীর প্রবেশ।)

চঞ্চলকুমার। গুরু মুখার্জ্জি একাই বসে'? মিস্ গুপ্তার 'কাৰ্ম্মি' নাচ দেখে মনে-মনে মহলা দিচ্ছেন না কি?

পম্পাবতী। এইবারেই গেছি। আপনি তো আচ্ছা মানুষ!— আমার ভীম নাচের মতো হাল্কা জিনিষ নিয়ে নাড়া-চাড়া কর্‌বেন?

চঞ্চলকুমার। আপনার গুরু হ'লেন একটী আস্ত philosopher — যার নাম Dr. Sakyamuni of Kapilavastu, জীবের উদ্ধার-চিন্তাতেই ভর্‌পুর। আমাদের মতো বিষয়-পাগ্‌লা লোককে বড় আমলেই আনেন না।

ভীমচন্দ্র। সে কি মিষ্টার গাঙ্গুলী, আমি শাক্যমুনি হলেও অহিংসা আমার ব্রত নয়—আপনাদের মতো প্রাণীর প্রতিই আমার বেশী হিংসা।

চঞ্চলকুমার। তাই না কি? বাঃ! এতো সুখের বিষয়। আসুন, পায়া বদ্‌লো-বদ্‌লি করি।

ভীমচন্দ্র। সে কি!—পেখম ছেড়ে নাচের ময়ূর হঠাৎ ঐরাবত!

চঞ্চলকুমার। (পম্পাবতীর প্রতি) দেখুন, আপনিই বিচার করুন। আমরা নাচি বা নাচ্‌তে পারি বলে' এতই অপদার্থ?—নাচের ময়ূর!

পম্পাবতী। সে কি মিষ্টার গাঙ্গুলী? আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আমার যথেষ্ট। আমার ধারণা — আপনি একজন যথার্থ গুণী, শুধু গুণী ন'ন — কর্ম্মী অথচ ভাবুক। ডিয়ার্ ভীম! আমার রুমালখানা যদি মেহেরবাণী করে' এনে দাও — stageএর (ষ্টেজের) left gate wingএর (লেফ্‌ট্ গেট্ উইংএর) পাশেই যে table (টেব্‌ল্) সেটা দে'খো।

(ভীমচন্দ্রের প্রস্থান। নৃত্যমণ্ডপে যন্ত্রসঙ্গীতের মৃদু সুর উঠিল।)

চঞ্চলকুমার। আপনার স্বামী আমার প্রতি চিরকালই বিরূপ।

পম্পাবতী। উনি চা'ন দুনিয়া-শুদ্ধ লোক ওঁর মতো গম্ভীর মেজাজে কাজ আর মত্‌লব নিয়েই পড়ে থাকুক, জীবনটা একটা লোহার কারখানার মতো ভয়ঙ্কর কঠিন আকার নিয়ে উঠুক। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার ভাগ্য!

চঞ্চলকুমার। সে কি! আপনার এত হাসির মধ্যে এতখানি বেদনা!

পম্পাবতী। সত্যি বলতে কি, এত গম্ভীর-মেজাজী লোক নিয়ে সংসারে চলা-ফেরা বড় কঠিন ব্যাপার। .... সুখের বিষয়, আপনাকে কখনো গম্ভীর দেখিনি।

চঞ্চলকুমার। এ-ও তবে একটা গুণ, কি বলেন?

পম্পাবতী। নিশ্চয়। জীবনের পথে বন্ধু-বান্ধবীরাও যদি serious (সিঁ্যরিয়স্) ভাবেই চলেন তবে স্বস্তি কোথায় বলুন?

চঞ্চলকুমার। সে কি। আমাদের বন্ধুজীবনের কোন serious-ness নেই — এই আপনি বলতে চান? ধরুন, আমি যখন যা' আপনাকে বলি তা' কি একেবারেই বাজে — তাতে কি কোন seriousness নেই?

পম্পাবতী। রঙ্গ বা ব্যঙ্গের ছলে অনেককেই তো আপনি অনেক কথা বলেন, কিন্তু সেগুলো যদি নিতান্ত serious (সিরিয়স্) বলে' ধরা হয় তবে আপনিও তো একটা অষ্টম আশ্চর্য্য।

চঞ্চলকুমার। আমার মধ্যে যেটা serious সেটা তাহ'লে এখনো জান্‌তে পারেন নি?

পম্পাবতী। এই না জানার দরুণই বোধ হয় আপনাকে এতখানি পছন্দ করি।

চঞ্চলকুমার। আপনি তা হ'লে আমাকে পছন্দ করেন?

পম্পাবতী। নিশ্চয়। চা'ন তো কাগজে কলমে certificate (সার্টিফিকেট) দিতে পারি।

চঞ্চলকুমার। মাত্র শুক্‌নো কাগজের শুক্‌নো certificate? লোকের মুখে শুনি—পুরুষের প্রতি নারীর প্রীতি

তার নিতুই নব ছন্দ গীতি।

পম্পাবতী। বাঃ! আপনার কবি তো বলেছেন বেশ।—কবি নিশ্চয়ই পুরুষমানুষ। আচ্ছা, নারীর প্রতি আপনাদের কবির যে প্রীতি, তারই গাওনা-গীতি কয় রাগ কয় সুর নিয়ে?—বল্‌তে পারেন?

চঞ্চলকুমার। মাত্র দুটী — হয় পছন্দ, নয় ভালবাসা।

পম্পাবতী। এক পছন্দ আর এক ভালবাসা?

চঞ্চলকুমার। হাঁ।

পম্পাবতী। আচ্ছা ভালবাসার যে রাগ, তারও তো রূপ অনেক, তানও অনেক ?

চঞ্চলকুমার। লোকে বলে বটে, আমি কিন্তু বল্‌বো তানের সংখ্যা ঠিক একটী, অসংখ্যের মধ্যেও আসল যে রূপটী—তা' মাত্র একটী।

পম্পাবতী। এইখানেই আপনার হার। আপনাব গানের শ্রোতা শুনেছি অনেক, তাদের কাণে আপনার রাগ তাহ'লে নিশ্চয় একই সুরে একই তানে বাজে ?

চঞ্চলকুমার। রাগ শোনাই অনেককেই, শোনেও তা অনেকেই কিন্তু খাঁটী সমঝদার মাত্র একটী—এ কথাটী আমি আপনার সাম্‌নে আজ এই রাত্রে খুব জোর-গলায় বল্‌তে প্রস্তুত আছি।

(পম্পাবতী এই কথা শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। দূবে যন্ত্র-সঙ্গীত। ইতোমধ্যে দেখা গেল ভীমচন্দ্র পম্পাবতীর রুমালহস্তে অগ্রসব হইতেছে।)

পম্পাবতী। আর জোর-গলায় বলে' দবকার নেই। আমার ভীম আস্‌ছেন যদিও রুমাল-হস্তে কিন্তু গদাধব হ'তে তাঁর বেশী দেরী হয় না। গম্ভীর-মেজাজী লোক ওঁবা,—জোর আওযাজটাব মোটেই তারিফ কবেন না। আপনার তো এইবার মিস্‌ ঘোষের সঙ্গে নাচের পালা ? দেখি, কোন্‌ রাগে বাঁশীর বাজ্‌তে সাধ এবার।

চঞ্চলকুমার। সেটা নয় অজানা মোটেই আপনার।

(দূরে অপ্সরার বেশে মিস্‌ শান্তা ঘোষের প্রবেশ এবং চঞ্চলকুমার তাহার সহিত মিলিয়া নৃত্যমণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইল। ভীমচন্দ্রের রুমালহস্তে প্রবেশ, সঙ্গে সঙ্গে একটী খানসামা তুইটী bowlএ ice-cream রাখিয়া গেল।)

ভীমচন্দ্র। এই তোমার হারাধন—খুঁজে পেয়েছো?

পম্পাবতী। নিশ্চয়, তোমার মত Robert Blakeকে (রবার্ট ব্লেককে) যখন case (কেস্) দিয়েছি ………একি, আইস্-ক্রীম! না, সত্যিই তুমি আমায় ভালবাসো।

ভীমচন্দ্র। তোমার-কি সন্দেহ হয়?

পম্পাবতী। আচ্ছা, অপরের সঙ্গে তুমি তো বেশ কথা কও, কেবল মিষ্টার গাঙ্গুলীকে দেখ্তে পারো না। তাঁর প্রতি বড্ড রুক্ষ—বেজায় রকম উগ্র।

ভীমচন্দ্র। তাই কি?

পম্পাবতী। অনেকটা ইচ্ছে করেই যেন তাঁর প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করো। সত্যি বলো—তোমার এ রুক্ষ ভাব পয়সার জন্যই নয় কি? জেনো, ওঁরাও এককালে বড ছিলেন।

ভীমচন্দ্র। আমার তো মনে হয়, পয়সার গুমোর কখনো করি না।

পম্পাবতী। কিন্তু তোমার চাল-চলনে লোক তো তা' বোঝে না।

ভীমচন্দ্র। নিরুপায়।

পম্পাবতী। গাঙ্গুলীরা তিন পুরুষ হ'তে বাঁড়ুয্যে-বংশের বন্ধু।

ভীমচন্দ্র। পম্পা! সত্যি বল্‌ছি, আমি যে মিষ্টার গাঙ্গুলীর প্রতি কড়া হয়েছিলাম এইটাই আমি বুঝ্‌তে পারছি না।

পম্পাবতী। না,——ও তোমাদের ব্যবসাদারী কথা। তুমি বাস্তবিকই বড় রুক্ষভাব নিয়ে থাকো,—যখন-তখন যার-তার প্রতি—বিশেষ করে' আমি যাদের খাতির যত্ন করতে চাই—

ভীমচন্দ্র। তাই কি?

পম্পাবতী। হাঁ—নিশ্চয়। আর এর একমাত্র কারণ—আমার

যে ক'টী পুরুষ-বন্ধু আছেন, তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ-সালাপ তুমি অত্যন্ত অপছন্দ করো, এই না? কিন্তু তোমারও যেমন স্ত্রী-বান্ধবী থাকৃতে পারে আমারও তো তেমনি পুরুষ-বন্ধু থাকৃতে পারে।

ভীমচন্দ্র। পম্পা!

পম্পাবতী। সত্যি বল্‌ছি — তুমি চাও আমাকে তুকি হারেমে বন্ধ করে' রাখ্‌তে, জগতের সকল সম্পর্ক ত্যাগ করাতে।

ভীমচন্দ্র। তুমি আমার প্রতি অবিচার কর্‌ছো।

পম্পাবতী। তুমি নিজের প্রতি অবিচার করো — ভেবে দেখ তুমি চাও ঘরের কোণে গোম্‌ড়া মুখে দিন কাটাতে, আমি চাই সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে হেসে-খেলে বেড়াতে।

ভীমচন্দ্র। তুমি ভুলে যাচ্ছো, ভুলে যাচ্ছো, আমরাও হেসেছি— প্রাণ ভরে' হেসেছি। মনে হয়?

পম্পাবতী। হাঁ — শুধু বিয়ের বছরটী। তার পর তোমার সকম সকম সবই গেল বদ্‌লে।

ভীমচন্দ্র। আমারই?.........শুধু আমারই?

পম্পাবতী। হাঁ — তোমারই। আমাদের মোটে পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে তুমি বুড়ো ঠাকুরদাদার মতো গম্ভীর হ'য়ে পড়েছ। আমাকেও তাই সাজাতে চাও —থুথ্‌ড়ী, ঠাটুবুড়ী।

(অটোম্যানের উপর গিয়া বসিল, ঐ সময়ে দেখা গেল একটী যুগল নারীপুরুষ নাচিতে নাচিতে কক্ষান্তরে গেল)

পম্পাবতী। ....আমার মনে হয়, আমার দু'খানা পছন্দসই কাপড়-চোপড় পরা, সাজগোজ করা — এ'ও তোমার আর ভাল লাগে না।

ভীমচন্দ্র। ভাল লাগে না! তোমাকে আমার এত ভাল লাগে যে ইচ্ছে করে, তোমাকে দিনরাত্রি এই বুকের মধ্যে নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে রাখি, আর বলি — 'তুমি আমারি, তুমি আমারি, মম জীবনগগন-বিহারী।'

(উন্মাদগতিতে পম্পাকে কোলের দিকে টানিয়া লইল)

পম্পাবতী। (ভীমচন্দ্রের আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্তি পাইবার বিফল চেষ্টা করিতে করিতে) Dearie (ডিয়ারী)! আমার এখনো একটা নাচের আসর বাকী যে। সাজগোজ খারাপ দেখ্‌লে লোকে কি ভাব্‌বে?

(ভীমচন্দ্র পম্পাবতীকে আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করিল)

পম্পাবতী। আজ হঠাৎ মিষ্টার গাঙ্গুলীর প্রতি উগ্র হ'লে কেন?

ভীমচন্দ্র। উগ্র হয়েছি, তাই কি? না—না—না। .... বেশ, আমার কথায় যদি ঝাঁঝ পেয়ে থাকো, তার জন্য আমি লজ্জিত, মিষ্টার গাঙ্গুলীর কাছে ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত।

পম্পাবতী। (ভীমের মাথার চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া সোহাগ প্রদর্শন করিতে করিতে) মিষ্টার গাঙ্গুলী তোমাকে বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করেন। জয়ন্তীর নাচে তিনি কি খাটুনিই না খেটেছেন - শুধু বাবা আর তুমি এর মধ্যে আছ বলে'। লোকটা আসল গুণী, গুণের আদর করা উচিত, — অন্ততঃ তোমার মত লোকের —। ..... আচ্ছা, তুমি নাচো না কেন?

ভীমচন্দ্র। ইচ্ছে তো নাচি, কিন্তু—

পম্পাবতী। আমার এইটী তাজ্জব মনে হয় — তুমি এত টাকা করলে কি করে'।

ভীমচন্দ্র। তোমার কি মনে হয়?— বুদ্ধিতে আমি এক নম্বরের বোকা তাঁতি?

পম্পাবতী। ঠিক তা' নয়। তবে তুমি নিতান্ত অসহায়, বন্ধুবান্ধব তোমার বিশেষ নেই। —যদিও তা'তে পয়সা রোজগারের কোন আটক দেখি না। কারণ সস্তায় C P'র (সি. পি'র) জঙ্গল জমা নিয়ে কাপাসের বীজ ছড়িয়ে যাওয়া আর গাছে তুলো ঝাম্‌রে পড়্‌লে টুক্‌রী বোঝাই করা — ভাড়াটে লোক দিয়ে যা' ঘরে বসে' সহজে সকলেই কর্‌তে পারে।

ভীমচন্দ্র। এটী কি তোমার মিষ্টার গাঙ্গুলীর আবিষ্কার?

পম্পাবতী। এইখানেই তোমার ম্যাধেষ্টারী বুদ্ধি দেখাচ্ছো। মিষ্টার গাঙ্গুলী তোমার নামে আমার সামনে এ সব আলোচনা করতে সাহস পাবেন?—বলো কি? নাঃ, তুমি ঠাকুরদাদা সাজ্‌লে হলে কি, ভিতরে ভিতরে সেই আদুরে খোকাটী — শুধু আদুরে নয়, হিংসুকে খোকাটী। (অনুরাগ প্রদর্শন)

ভীমচন্দ্র। সত্যি পম্পা, আমি শাক্যমুনি হ'লেও অহিংসা আমার ব্রত নয়, হিংসে আমার বড় বেশী রকম।

(দূরে শেফালিকা ও তড়িৎমোহনের আবির্ভাব)

পম্পাবতী। তা থাক্ খুব বেশী, তাতে আমি দুঃখিত নই। তবে হিংসের ঝাঝটা বাহিরে দেখা দিলেই আমার লজ্জা হয়। দোহাই, ঝাঁঝটা দেখিও না — লক্ষ্মীটী! . . . .. (তড়িৎমোহনকে আসিতে দেখিয়া) আঃ! আবার ঐ তোমাদের সখের কবি। লোকটাকে দেখ্‌লে আপাদমস্তক জ্বলে' যায়। অত-বড় মিথ্যাবাদী insincere (ইন্‌সিন্‌সিয়্যর্‌) যদি আর দুটী আছে।

ভীমচন্দ্র। তবু ভাল যে লোক চিন্‌তে শিখ্‌ছো। কিন্তু একা কবিই শুধু ধরা পড়েন কেন?—তোমাদের এই smart setএ এরকম মূর্ত্তির তো ছড়াছড়ি।

পম্পাবতী। বাবার যেমন কাণ্ড — ঐ অপদার্থটার সঙ্গে আমার একটা নাচ জুড়ে দিয়েছেন!

ভীমচন্দ্র। ভালই করেছেন — নাচের educative value যত রকম হয়, তা জানাও তো দরকার।

শেফালিকা। নমস্কার লেডী মুখার্জ্জি, চল্‌তি।

পম্পাবতী। Bridgeএর (ব্রিজের) টেবিলে?

শেফালিকা। নিশ্চয়। তবে বেশীক্ষণ হবে না আজ আর। আমার জন্য রাণী জগৎমোহিনী বসে' আছেন। এখানে মিছামিছি সময় নষ্ট কর্‌লে আমার চলে কই, বলুন?

পম্পাবতী। ঠিকই তো। কিন্তু কাল বিকেলবেলা আমার ও-খানে আসা চাই। আমি জোড় জোড় নিয়ে ready (রেডি) থাক্‌বো।

শেফালিকা। নমস্কার স্তর মুখার্জ্জি, নমস্কার মিষ্টার কপীশ্বর।

(শেফালিকার সঙ্গে তড়িৎমোহন দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গমন করিল। শেফালিকার নিষ্ক্রমণ। নৃত্যমণ্ডপে যন্ত্রসঙ্গীতের সুর উঠিল)

তড়িৎমোহন। লেডী মুখার্জ্জি, যদি আজ্ঞা করেন — এবার আমাদের আসর।

পম্পাবতী। কিন্তু আমার সর্ত্ত এই, আপনি ছন্দ ছেড়ে সোজা ভাষায় আলাপ কর্‌বেন।

তড়িৎমোহন আপনার দাসানুদাস — most obedient servant.

আর — গাঁথিই যদি ছন্দ তাতে তোমায় বন্ধ করে কে?
তোমার অসীম প্রেমকে বাঁধ্তে আমার ছন্দের আগড় ব্যর্থ যে।

পম্পাবতী। এই একবার হ'লো। বার-বার তিনবারের পর আমি সত্যিই নাচ ফেলে ছুটে পালাবো. তা'তে audience (অডিয়েন্স্) হাততালি দেয়, দেবে।

তড়িৎমোহন। আচ্ছা, আচ্ছা, মাফ করুন।—হায় রে কবি! Deplorable!

দুর্ভাগ্য যে জন্মেছিনু কবিতার কান্ত,
তাই ছন্দের বাঁধনে পড়ে' খাই নোনা-পান্ত।

পম্পাবতী। দু'এর নম্বর মনে রাখ্বেন।

(উভয়ে নৃত্যমণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইল, ইতোমধ্যে মিসেস্ করুণা রায় ও ডাক্তার ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবেশ)

পম্পাবতী। এ কি, মিসেস্ রায়? এতক্ষণে আপনার বার হ'লো? এখন ভাঙ্গা হাট বল্লেই হয়, ভাল ভাল নাচ যা', তা' তো সব হয়েই গেছে।

মিসেস্ রায়। ক্ষমা কর্বেন, লেডী মুখার্জ্জি। 'নারীমঙ্গল সভা'র meetingএ (মিটিংএ) আজ এমন সব প্রশ্ন উঠেছিল যে তাদেরই মীমাংসায় সময় করে' উঠ্তে পার্লাম না।

পম্পাবতী। তবে আপনি অনেকটা run down (রন্ ডাউন্) —হাঁফিয়ে পড়েছেন। আমার ভীমের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করুন। আহা! বেচারী ঘরের কোণে একাকী বাঁধা অনেকক্ষণ।

(ইতোমধ্যে Calling Bell বাজিল)

(পম্পাবতী ও তড়িৎমোহন নৃত্যমণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইল, তড়িৎমোহন নিম্নস্বরে পম্পাবতীর কাণে কাণে কথা বলিল)

পম্পাবতী। সাবধান মিষ্টাব কবি. এই আপনাব তিন নম্বর। আব একটীবাব ছন্দ হয়েছে কি আমি সকল বন্ধ ছেড়ে একেবাবে পিটুটান।

(তড়িৎমোহনেব ক্ষমা-প্রার্থনাসূচক অঙ্গঅঙ্গী, উভয়েব নৃত্যমণ্ডপে প্রবেশ)

ভীমচন্দ্র। (অগ্রসব হইযা) নমস্কাব মিসেস্ বায, আপনি আমাব স্ত্রীব বিশিষ্ট বন্ধু।

মিসেস্ বায। আপনাব একটী অতি পুবোণো বন্ধুকে আমি সঙ্গে কবে' এনেছি, সুব মুখার্জ্জি। যদি অনুমতি কবেন—

(ভৈববচন্দ্র হাসিতে হাসিতে অগ্রসব হইল। আলিঙ্গন কবিবাব উদ্দেশ্যে দুই হাত বাড়াইযা দিল। ভীমচন্দ্র ও ভৈববচন্দ্র দুইজনে খানিকক্ষণ পবস্পব মুখেব দিকে চাহিযা বহিল)

ভীমচন্দ্র। আবে—এ যে আমাব খ্যাপা ভৈঁক বে!

ভৈববচন্দ্র। মাই ডিযাব ভীম। প্রাণেব প্রাণ — কদলদান! ওঃ — আজ বাস্তবিকই সুপ্রভাত। (উভয়েব আলিঙ্গন)

মিসেস্ বায। (বিস্ময়ে) খ্যা—পা ভৈঁ—ক। ব্যাপাব কি?

ভীমচন্দ্র। ক্ষমা কববেন্ মিসেস বায়, আপনাব সামনে এরূপ অশিষ্ট অশান্ত হ'চ্ছি বলে'। C. P র জঙ্গলে সেই বাবো বছব আগে শেষ দেখা। তখন cotton mill এব জন্য জমি খুঁজে বেড়াচ্ছি, আব ভৈঁরু নানাবকম খনি-আবিষ্কারেব জন্য ম্যাপ্-বগলে জমি পবখ্ কব্তে ব্যস্ত। আমাব খ্যাপা ভৈঁক যে আজ ডক্টব্ চ্যাটার্জ্জি তা কি কবে' জান্বো? ওঃ—আজ বাবো বছব আগেকাব কথা!

ভৈববচন্দ্র। এখন আব খ্যাপা ভৈঁক নই, এখন ডক্টব্ চ্যাটার্জ্জি।

কোন্‌টা শুন্‌তে ভাল, মিসেস্ রায়? C. P.তে আমরা এই বীরপুরুষের কি নাম দিয়েছিলাম, জানেন? ....লড়ায়ে ভীম।

মিসেস্ রায়। (মৃদু হাস্য) লড়ায়ে ভীম—আর খ্যাপা ভৈঁরু। বাঃ—বেশ তো! স্যর্ মুখার্জ্জির বিস্ময় লাগ্‌ছে, ... না? —কেমন করে' এই খ্যাপাটীর সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল? (ভৈরবচন্দ্রের প্রতি) অনুগ্রহ করে' সেটাও বলে' দিন।

ভৈরবচন্দ্র। এখনি?

মিসেস্ রায়। নইলে উনি নিশ্চিন্তভাবে আপনার সঙ্গে আলাপ কর্‌তেই পার্‌বেন না।

ভৈরবচন্দ্র। তবে তাই। ... ... (গম্ভীরভাবে) আমার বড় ভগ্নী—বছর কতক আগেকার কথা বল্‌ছি, তখনও আমার কাণাকড়ির সংস্থান হয়নি,—সেই সময় আমার বড় ভগ্নী কল্‌কাতায় অসহায় বিধবা-অবস্থায় বড় কষ্টে পড়েন। শেষে এই মিসেস্ রায় তাকে ভগ্নীর মতোই আশ্রয় দেন—তাঁর শেষ দিন পর্য্যন্ত। দুঃখিনী ভগ্নী এখন যে-লোকেই থাকুন তাঁর চিঠি যে-সব আমার কাছে আছে, সে সব মিসেস্ রায়ের গুণের ব্যাখ্যাতেই ভর্‌পুর্। .... ভাই ভীম, কল্‌কাতায় এসে আমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হয়েছে এই দেবীর চরণ পূজো করা। ......আমার মা, আমার দিদি, আমার আপনার বল্‌বার যা'—সবই এখন ইনি।

মিসেস্ রায়। আমারও এখন প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে, স্যর্ মুখার্জ্জি, আপনার এই খ্যাপা ভৈঁরুটীর একটী শান্ত শিষ্ট পার্ব্বতী জুটিয়ে গেরস্থালীর পাকা বন্দোবস্ত করে' দেওয়া। নইলে আজকাল যা নাচের হাওয়া পড়েছে, এই খ্যাপাটীকে সেই যোগে তাণ্ডবে কেউ না মাতিয়ে

তোলে। বলুন, সত্যি কি না? ······আপনার সঙ্গে আমার এই প্রথম আলাপ, কাজে-কাজেই আমি যে প্রলাপ বকে' আপনাকে বিরক্ত কর্‌বো সে দুঃসাহস নেই।

ভীমচন্দ্র। প্রথম আলাপেই আপনি যে-ছবি আঁক্‌লেন সে তো মোছ্‌বার নয়, মিসেস্‌ রায়। আমার ভৈঁরুকে আপনি যে-চোখে দেখেন, আমাকেও আপনি সেই চোখে দেখ্‌লে ধন্য মনে কর্‌বো।

মিসেস্‌ রায়। আপনি ভৈরুর বন্ধু না জেনেও দূর হ'তে আপনাকে শ্রদ্ধা করে' আস্‌ছি বহুদিনই, স্যর্‌ মুখার্জ্জি। ······যাক্‌, এ বিষয়ের আলোচনা আর একদিনের জন্য তোলা রইল। এখন আপনারা দুই বন্ধুতে নিভৃতে প্রাণ খুলে কথা কইবার জন্য নিশ্চয়ই অধীর হ'য়ে উঠেছেন—তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আর আমিও তার বন্দোবস্ত কর্‌ছি — এখনি। কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই—আপনাদের এ রকম অদ্ভুত নাম-খাস্তা কর্‌লে কে? — লড়ায়ে ভীম, খ্যাপা ভৈঁরু। বেশ তো!

(ভৈরবচন্দ্র কথা কহিবার উপক্রম করিল)

ভীমচন্দ্র। (ভৈরবকে বাধা দিয়া) আমার কথা নয় আর একদিন হ'বে, মিসেস্‌ রায়। এখন আপনার খ্যাপা ভৈরুঁর ব্যাপার শুনুন। ......আপনারা বোধ হয় জানেন না যে এই প্রাণীটী এঁর জননীর অষ্টম গর্ভের সন্তান, আবার এঁর পিতাঠাকুরটীও তাঁর জননীর অষ্টম গর্ভের সন্তান। সুতরাং এঁর বিশ্বাস যে মহাভারতের কৃষ্ণঠাকুরটীর মতো ইনিও স্বয়ংসিদ্ধ দিব্যচক্ষুঃ; — ছেলেবেলা থেকে এঁর চোখের সাম্‌নে যত অদ্ভুত আজগুবি ছবি ঘুরে বেড়াতো—

ভৈরবচন্দ্র। Exactly so. ......কিন্তু সত্যি বল্‌তে কি,

ছবিকে আমি কোনদিনই ছবি বলে' দেখিনি। ম্যাপের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, ম্যাপ যেন সোণার পাহাড় হ'য়ে সাম্‌নে দাঁড়াতো।

ভীমচন্দ্র। আর যেখানে-সেখানে যন্ত্রপাতি নিয়ে মাটী খুঁড়তে লেগে যেতো। ওর ধ্রুব বিশ্বাস ছিল — সোণার খনি ও' পাবেই, কিন্তু দুর্ভাগ্য — মাটী খোঁড়াই সার হ'তো। এই রকম নিত্য নতুন চেষ্টা, নিত্যই তা বিফল — পণ্ড।...... কিন্তু ওর অন্তর ছিল সজাগ, বিশ্বাস ও' হারায়নি। এই বিশ্বাসকে আঁকড়েই শেষে বোধ হয় ও' আসল মোকামে ঘা দিলে — না ভৈঁরু?

ভৈরবচন্দ্র। শুধু ঘা? — সঙ্গে সঙ্গে তাল-তাল সোণা উঠে এল।

মিসেস্ রায়। এই জন্য ভৈঁরুকে আপনারা খ্যাপা বলেন? কিন্তু এই খ্যাপামোই তো চাই, স্যর্ মুখার্জ্জি। একে অবিশ্বাসের যুগ— তাতে শরীর মন সব দুর্ব্বল — আর নৈরাশ্যের কান্না, এই-সব নিয়েই তো এখন আমাদের সংসার! উদ্যোগ বল্‌তে যা, তা' লোপ পেতে বসেছে, পুরুষসিংহও তাই খুঁজে মেলা ভার। ভাল কথা, স্যর্ মুখার্জ্জি যে কেন 'লড়ায়ে ভীম' হ'লেন সেটা ভৈঁরু ভাই এবার ভেঙ্গে বলুন।

ভৈরবচন্দ্র। নিশ্চয়। ......C. P.র জঙ্গলের idea নেই আপনাদের, যত ছত্তিশগড়ীর বাস। নেশা করে' দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাতে মজবুত। একদিন এক দল ছত্তিশগড়ী নেশা করে' একটী মালগুজারের বাড়ী চড়াউ করে। মালগুজারকে ফতে করে' বাড়ীর মেয়েছেলেদের নিয়ে সরে' পড়ে। অন্ধকার রাত্রি, তার ওপর ভয়ানক জল-ঝড়, ভীম একা তাদের পিছু নিয়ে তাদের আড্ডায় গিয়ে হাজির। একা দশজনকে কাত্ করে' সেই মেয়েছেলেদের ঘরে ফিরিয়ে আনে।

ভীমচন্দ্র। 'লড়ায়ে ভীম' না হ'য়ে উপায় ছিল না, মিসেস্ রায়। (ভৈরবচন্দ্রের প্রতি) তুমি তো জান, কি রকম বুনো দেশ। (মিসেস্ রায়ের প্রতি) তাদের নিয়ে চাষবাস করা, কলকারখানা চালানো — মানে - অনবরত আস্তিন গুটিয়ে থাকা। দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই আছে। তবে এখন তারা সবাই চলেছে ভালর দিকেই। শান্ত সরল হয়েছে, কাজকম্ম কর্ছে, দরদী হ'যে উঠেছে।

মিসেস্ রায়। আপনার C. P.র (সি. পি.র) জঙ্গলের অভিজ্ঞতা, তুলোর চাষ-আবাদ ও cotton mill (কটন মিল) সম্বন্ধে কাগজে কলমে কিছু বেরোনো উচিত — অন্ততঃ পাঁচজনের শিক্ষার জন্যও।

ভীমচন্দ্র। শিক্ষার জন্য! হায়! হায়! হায়! কল্‌কাতায় এই পাঁচ বছরের মধ্যে আজ একমাত্র আপনার মুখেই শুন্‌লাম যে আমাদের অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে। মিসেস্ রায়, মাফ কর্বেন, আমাদের মাথায় এখন ঘুর্ছে শুধু নাচ—গান—থিয়েটার—টকি। আমরা এখন সবাই চাই চার্লি চ্যাপ্‌লিন্ বা আনা পাব্‌লোভা হ'তে। ....হাঁ—screen playর জন্য হয় তো আমাদের অভিজ্ঞতার কিছু দাম হ'তে পারে।

মিসেস্ রায়। এ সম্বন্ধে আর একদিন আলোচনা কর্বার ইচ্ছা রইল, স্যর্ মুখার্জ্জি। এখন আমি একবার সভার দিকে একটু উঁকিঝুঁকি করে' আসি, নইলে রাজা গৌরীশঙ্কর কি মনে করে' বস্‌বেন। আপনারা নিরিবিলিতে প্রাণ খুলে আলাপ করুন।

(প্রেক্ষা-গৃহে প্রবেশ করিল)

ভৈরবচন্দ্র। বন্ধু, তুমি বোধ হয় আমাকে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে?

ভীমচন্দ্র। অনেকটা তাই বটে। তবে প্রথম-প্রথম অনেক দিনই তোমার কথা মনে করেছি। ভাব্তাম, তুমি হঠাৎ কোথাও উধাও হ'লে—খোঁজখবরও নেই, চিঠিপত্তরও নেই। দিন-কতক বেশ-একটু চটেও ছিলাম। অভিমান হ'তেই পারে। বলো?

ভৈরবচন্দ্র। C. P.তে থাকতে তোমার স্কন্ধে অনেকদিনই চালিয়েছি, টাকাকড়িও তোমার কাছ থেকে অনেক নিয়েছি, শেষটা চাইতে যেন লজ্জা হ'তো। কি জানি, কি মনে করে' একদিন ভোর-বেলায় C. P. হ'তে একেবারে লম্বা পাড়ি দিলাম। পথে কষ্টের সীমা ছিল না, কিন্তু বিশ্বাস হারায়নি, বন্ধু। শেষে সুবর্ণরেখার ম্যাপ ধরে' survey কর্তে কর্তে ঘাটশিলার ঠিক উত্তরে এসে যা' ঘা মার্লাম — ব্যস্! একেবারে cent. per cent. success. তার পর share float করিয়ে Limited Company খাড়া কর্লাম। আমার এখন অর্দ্ধেকের চেয়েও বেশী share — in fact, I am all in all. কল্কাতায় এসেছি, এখানে City Office খোল্বার মতলবে। কিন্তু কল্কাতায় পা দিয়েই মিসেস্ রায়কে প্রথমেই তোমার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি তোমার খবর দিলেন। ভীম, ভাই, তোমায় ভুল্তে পারি? ওঃ — কি আনন্দ! আজ এখানে রাজা গৌরীশঙ্করের বাড়ীতে আমরা সেই দুটী প্রাণী, সেই মাণিকজোড়!

ভীমচন্দ্র। কত দিন কল্কাতায় থাকবে?

ভৈরবচন্দ্র। কত দিন! ......আরে, এইখানেই তো থাক্বো মনে করে' এসেছি, সেই জন্যই City Office খুল্ছি, আমিই তো তার দেখা-শোনা কর্বো। তবে, মাসে এক-আধ বার কারখানাটা ঘুরে আসতে হবে—সে আর এমন কি শক্ত? তুমি কি আবার

C P. র জঙ্গলে ফিরে যাচ্ছো না কি ? শুন্‌লাম তুমিও তো Calcutta Office খুলেছ, এখানে না কি অনেক বাড়ী বাগান করেছ ... ..

ভীমচন্দ্র। হাঁ—অনেকটা investment হিসাবে। . . বালীগঞ্জে এক খানা বাড়ী, সেটা বসত হিসাবে, আর লাউডন ষ্ট্রীটে real property হিসেবে খানকতক বাড়ী — সে সব ভাড়া খাটে, দমদমার দিকে দু'খানা বাগান, এ ছাড়া তিনটে godown চীৎপুরের দিকে—সবই ভাড়া খাটে। হালে একটা Talkie Houseএর জন্য buildingএ হাত দিয়েছি—ওটাও ভাড়া খাট্‌বে। এ ছাড়া transport serviceও খুলেছি।

ভৈরবচন্দ্র। আর C. P.তে cotton mill আর agriculture ?

ভীমচন্দ্র। সে সব ঠিক চল্‌ছে।

ভৈরবচন্দ্র। বাঃ! . . . . .রাজা গৌরীশঙ্কর তোমার শ্বশুর ?

ভীমচন্দ্র। হাঁ, তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার পাণি আমিই পীড়ন করেছি।

ভৈরবচন্দ্র। বাঃ।

(ইতোমধ্যে উভয়ের অলক্ষ্যে কুমার চিত্তহরণ ব্যানার্জ্জির সঙ্কুচিত-ভাবে প্রবেশ, এবং এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া ভীমের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল ও তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলির টোকা দিল)

ভীমচন্দ্র। (ফিরিয়া) চিতু! .... (ভৈরবচন্দ্রের প্রতি) Brother-in-law, কুমার চিত্তহরণ, (চিত্তহরণের প্রতি) ইনি আমার পুরোণো বন্ধু, Doctor Bhairab Chandra Chatterjee.

(চিত্তহরণ ও ভৈরবচন্দ্রের পরস্পর অভিবাদন)

চিত্তহরণ। (ভীমচন্দ্রের প্রতি সশঙ্কভাবে) আপনার সঙ্গে দু' একটী কথা — একটু শীগ্‌গীর।

ভীমচন্দ্র। (ভৈরবচন্দ্রের প্রতি) একটু ব'সো। . (চিত্ত-হরণকে লইয়া গৃহের এক পার্শে আসিয়া গম্ভীরভাবে। কি মতলব ?

চিত্তহরণ। আপনি তা বলে' আমার ওপর রুক্ষ হবেন না, মুখার্জ্জি সাহেব। বাবা তো বন্দুক উঁচিয়েই রয়েছেন—তাঁর ঐ এক কথা। কিন্তু আমিই বা বেচারীকে ছাড়ি কি করে' ? তার বাপ-মা তো তা'কে জায়গা দেবে না, পষ্টাপষ্টি বলেই দিয়েছে।

ভীমচন্দ্র। যেহেতু তোমরা জায়গা দেবে না বলে'।

চিত্তহরণ। এখন কি কর্‌বো বলুন—আমাকে এ দায় হ'তে উদ্ধার করুন।

ভীমচন্দ্র। বড় শক্ত ব্যাপার.........তুমি যে রাজার ছেলে।

চিত্তহরণ। আমার কাণাকড়ির সংস্থান নেই — জানেন তো সবই।

ভীমচন্দ্র। কিন্তু তুমি রাজার ছেলে। .....এটা বুঝ্‌তে পারো তো ?

চিত্তহরণ। আমি কিছুই বুঝি না বুঝ্‌তে চাচ্ছি না, আমায় যা বল্‌বেন আমি তাই কর্‌তে প্রস্তুত ; — কিন্তু আমায় রক্ষা কর্‌বেন কি না বলুন ?

ভীমচন্দ্র। তুমি রাজার ছেলে — তোমার রক্ষা তোমার হাতে।

চিত্তহরণ। সত্যি বলুন — আমার অবস্থা বুঝুন—

ভীমচন্দ্র। ....আচ্ছা। এ নাচের হাঙ্গামা চুক্‌লে তোমার ঘরে আমি দেখা কর্‌বো — আজ রাত্রেই।

চিত্তহরণ। সত্যি বল্‌ছেন ?

ভীমচন্দ্র। মিথ্যে বল্‌বার অভ্যেস্ নেই, চিত্তহরণ, এমন কি

তোমাদের সমাজে জাত খুইয়েও সেটা অভ্যেস করতে পারিনি। . ....নাও, সরে' পড়ো, তোমার বাবা হয় তো এসে পড়্বেন।

(চিত্তহরণের দ্রুত নিষ্ক্রমণ)

ভৈরবচন্দ্র। ছেলেটীর তো দিব্য চেহারা! ...... বাঃ! যেন একটী বস্‌রাই গোলাপ। কিন্তু মনে হয়, যেন একটা বড় ঝড়-ঝাপটা খেয়েছে।

ভীমচন্দ্র। (গম্ভীরভাবে) হুঁ —একটু ফ্যাঁসাদ বাধিয়েছে। ......ওরই ছোট বোনের music teacher এর সঙ্গে—

ভৈরবচন্দ্র। অ্যাঁ— তাই না কি? দাগী চোর?

বঁধু যে লুকিয়ে জাব্‌না খায়,
বঁধু সে ফাঁস্ পরে গলায়।

কেমন ঠিক কি না? ... . একি, তুমি চটছো না কি ভাই?

ভীমচন্দ্র। ঠিক চটছি না, তবে ভাব্‌ছি তুমি এখনো সেকেলে পাড়াগেঁয়ে। এই যে সব ব্যাপার—তোমরা যা' বল্‌বে খিট্‌কেল—তা' এ সমাজের চক্ষে কিছুই নয় হে! — নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা — ডাল-ভাত-তরকারি খাওয়ার মতো।

ভৈরবচন্দ্র। বলো কি!

ভীমচন্দ্র। হাঁ তাই। ......তবে রাজা জান্‌তে পেরেই মেয়েটীকে বিদেয় করেছেন — তাঁর পক্ষে তিনি হয় তো ঐটাই ভাল বুঝেছেন। কিন্তু.........যাক্ ও-সব কথা। এ সমাজে মিশ্‌তে হ'লে এ-সব অনেকটা পাঁচনসিদ্ধর মতো গিল্‌তে হবে — সকালে বিকালে — বুঝ্‌লে ভৈঁরু।

ভৈরবচন্দ্র। অ্যা! ....বলো কি?

ভীমচন্দ্র। থাক্ — ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তোমার বিশেষ লাভ নেই এখন। ····· তোমার সঙ্গে এখন আমার স্ত্রীর আলাপপরিচয়টা করিয়ে দিই।

(আধুনিক ভদ্রমহিলার রূপসজ্জায় পম্পাবতী ও চম্পাবতীর প্রবেশ)

ভীমচন্দ্র। পম্পা! ইনি আমার অতিপুরোণো বন্ধু — Dr. B. C. Chatterjee—ভৈরবচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি ; ইনি আমার স্ত্রী পম্পাবতী, আর ইনি আমার —কি বলবো গো দিদিমণি ? — ইনি আমার আদরের sister-in-law অর্থাৎ শ্যালিকা কুমারী চম্পাবতী ব্যানার্জ্জি, M. A.

চম্পাবতী। আচ্ছা এম্-এটা না জুড়ে দিলে কি পরিচয় দেওয়া হয় না? কি যে আপনাদের বদ্-অভ্যেস!

পম্পাবতী। আপনার সঙ্গে পরিচয়ে পরম সুখী হ'লাম, ডক্টর চ্যাটার্জ্জি। আপনি আমার ভীমচন্দ্রের সেই মহাভারতের যুগের বন্ধু।

ভৈরবচন্দ্র। আমরা দুটী অত্যন্ত পুরোণো বন্ধু, লেডী মুখার্জ্জি। মহাভারতের ভীমের মতোই আমরা C. P.তে এঁকে লড়ায়ে ভীম বলে' ডাক্তাম।

পম্পাবতী। লড়ায়ে ভীম! হা—হা—হা—! ভীম নাগ নয়?—মুখে দিলাম, মিলিয়ে গেল? ... ... বাঃ—এ তো শুনিনি, ভীম আমার লড়াই কর্তে মজবুত। ... ... (ভীমচন্দ্রের প্রতি) সত্যি, বলো না, তুমি যুদ্ধ কর্তে পারো? ... ... নাঃ—ঃ!

ভৈরবচন্দ্র। তখন এঁর হাতের কব্জি ছিল যেন কামারের হাতুড়ি।

পম্পাবতী। বলেন কি? আঁ্যা — তবে তো লোহা জব্দ কর্তে আমায় আর কামারবাড়ী ছুট্তে হবে না, ডক্টর চ্যাটার্জ্জি। আমার

ভীমের এ মস্ত গুণটী তো এতদিন চোখে পড়েনি। চম্পা! দেখে নে তোদের মুখার্জ্জি সাহেবের হাতখানা। ভীম — পাণ্ডব the Second (দি সেকেণ্ড)—যদিও সে-কুরুক্ষেত্র দেখ্তে হয়নি! না, না, দেখেছো, দেখেছো —— সে বার লাহোরে যাবার পথে ট্রেণটা কুরুক্ষেত্র cross (ক্রস্) করে' গেল। ... ... আচ্ছা, ডক্টব চ্যাটার্জ্জি, আপনিও শুন্ছি সোণাব পাহাড় বা'র করেছেন, না?

ভৈরবচন্দ্র। হাঁ, লেডী মুখার্জ্জি।

পম্পাবতী। যদিও Pacificএ (প্যাসিফিকে) পাড়ি দিয়ে Equador এর (ইকুয়েডরের) ম্যালেরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ কর্তে হয়নি।

ভৈরবচন্দ্র। না, Pacific পাব হ'তে হয়নি।

পম্পাবতী। সোণার পাহাড?

ভৈরবচন্দ্র। সোণাব খনি।

পম্পাবতী। বাঃ! এ' তো ভারি মজা। লোকে কেন এই বেকার-সমস্যার দিনে চাকরী-চাকরী করে' ক্লাইভ ষ্ট্রীটে হা-পিত্যেশ করে' ঘুরে বেড়ায় — বলুন তো? এ' তো দেখ্ছি, মাত্র একখানি গাঁতি-কুড়ুল যা-হোক্ করে' যোগাড় করে' নেওয়া, তার পর একেবারে সুবর্ণরেখার course (কোর্স্) ধরে' চোঁ-চাঁ দৌড় দেওয়া, আর তার পরেই ঠিক নিশানায় হাজির হ'য়ে খুঁড়্তে লেগে যাওয়া। সত্যি বলছি, ডক্টর চ্যাটার্জ্জি, বিধাতা যদি আমায় পুরুষ করে' গড়্তেন আমি কালই গাঁতি-ঘাড়ে সরাসর্ বেরিয়ে পড়্তাম।

ভৈরবচন্দ্র। কিন্তু সোণার তল্লাসে আপনাকেই বা বেরোতে হ'বে কেন? আপনি তো নিজেই পরশ পাথর — আমার লৌহভীমকে এমন সোণা করে' গড়ে' তুলেছেন।

পম্পাবতী। বাঃ। . এসময় তড়িৎ কবি গেলেন কোথায় ? এসে শুনে যা'ন, আমাদের ডক্টর চ্যাটার্জ্জির কথাগুলি কেমন মিষ্ট অথচ to the point (টু দি পয়েণ্ট)। আপনি নিশ্চয় কবি – না ? অন্ততঃ latent (লেটেণ্ট) ভাবে — গুপ্ত কবি। ...... না চম্পা, সত্যি বল্ তো ? Well (ওয়েল্) মুখার্জ্জি সাহেব, আপনার ডাক্তার সাহেবকে আমি কাল ডিনারে নিমন্ত্রণ না করে' থাকতে পারছি না। This is the latest decree of your tutelary goddess (দিস্ ইজ্ দি লেটেষ্ট্ ডিক্রী অব্ ইওর্ টিউটিলারি গডেস্)। ডক্টর চ্যাটার্জ্জি। আপনার all-iron (অল্ আয়রন্) দোস্তটীর আসল লক্ষ্মী যখন আমি — আর আপনি তা' যখন নিজেই প্রচার করছেন — তখন লক্ষ্মীর বাড়ী প্রসাদ আপনাকে নিতেই হবে, নইলে দেবীর রোষে পড়বেন। ...... বলুন, invitation accept (ইন্‌ভিটেশন্ অ্যাক্‌সেপ্ট্) করছেন তো ? .... ধন্যবাদ ! ...... আচ্ছা ডক্টর চ্যাটার্জ্জি ! আপনার বন্ধুটী আপনাদের সাম্‌নে খুব মুখ খুল্‌তেন, না ?—যদিও আমরা সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত। আমাদের কাছে ভীমের চন্দ্রটী অনবরতই অমাবস্যায় ঢাকা।

ভৈরবচন্দ্র। সময় মেপে চলা আর কাজ বুঝে কথা বলা আমরা বরাবর লক্ষ্য করেছি, লেডী মুখার্জ্জি, ভীমের বড় কুলক্ষণ, — আজ কিন্তু বুঝ্‌ছি এ দুটীই তাঁর লক্ষণ। বলুন, নয় কি ?

পম্পাবতী। বাঃ ! আপনি সোণা তোলেন বাটতি মেপে, কিন্তু কথা বলেন নিক্তির মাপে। চম্পা, কি বলিস্ ? খুব হুঁশিয়ার — না ? ঠিক তোরই মতো। ......ঐ যে বাবা আস্‌ছেন এদিকে। বড় ব্যস্ত যেন। ... কি হয়েছে রে চম্পা ? [গৌরীশঙ্কর ও চঞ্চলকুমারের প্রবেশ (চঞ্চলকুমারের রূপসজ্জা সাধারণ)]। বাবা, আপনি কি ডক্টর চ্যাটার্জ্জিকে

খুঁজ্ছেন ? এই যে — ইনি আসর জমিয়ে ফেলেছেন। ভারী মজার গল্পই বল্ছেন —সোণার পাহাড় আর কেমন করে' তা' কেটে strong box (ষ্ট্রং বক্স্) বোঝাই কর্তে হয়। হি-হি-হি না চম্পা ?

গৌরীশঙ্কর। (আলিঙ্গনের ছলে হাত দুটী ধরিয়া) ডক্টর চ্যাটার্জ্জি, আপনার আসাতে আমি যে কি খুসী তা বল্তে পারি না। আপনি আমার ভীম বাবাজীর best friend, কাজে-কাজেই আমারও যে পরম আত্মীয় সেটা কথায় প্রকাশ করা বাহুল্যমাত্র। ······ বড়ই দুঃখের বিষয়, আপনি বড় দেরীতে এসে পড়েছেন, নইলে আপনাকে আজ নাচে নামিয়ে দিতাম। সাহিত্যরথীর 'জয়ন্তী'তে আমাদের সকলেই কিছু-না-কিছু নাচ-গান করেছেন, কেবল আমার ভীম বাবাজী ছাড়া — অবশ্য বাবাজী আমার honourable exception. .. ... কিন্তু আপনার অনেক গুণের কথাই মিসেস্ রায়ের মুখে শুন্লাম। আপনার এ সব আসে নিশ্চয়ই। ······ হ্যাঁ রে চম্পা, তোর এখনো দু-একটা নাচ বাকী আছে না ?

চম্পাবতী। (প্রোগ্রাম দেখিয়া) না বাবা, প্রোগ্রাম-হিসেবে বোধ হয় আমার সব শেষ হয়ে গেছে। না—না — একটা বাকী, মিষ্টার রমণীমোহন চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে।

গৌরীশঙ্কর। তার আগে একটা special কিছু করে' নাও না, মা। ডক্টর চ্যাটার্জ্জিকে একটু entertain করা দরকার নয় কি ? (পম্পাবতীর প্রতি) পম্পা, তুমি আর চঞ্চলকুমার দুজনে চম্পা আর ডক্টর চ্যাটার্জ্জিকে নিয়ে একটু rehearsal দি'য়ে দাও। আমি একটা special প্রোগ্রাম্ জুড়ে দিচ্ছি। সমস্তই Oriental হ'চ্ছে, একটু Italian হোক্ —Apollo and Daphne — কি বলো ?— মন্দ হবে না।

চম্পাবতী। কিন্তু, বাবা, ডক্টর চ্যাটার্জ্জি কি বাস্তবিকই নাচ্‌তে রাজী আছেন ?

ভৈরবচন্দ্র। নিশ্চয়ই—আমি রাজী, কুমারী ব্যানার্জ্জি! আমায় কেবল একটু তালিম দিতে হবে এই যা — তবে আমি সাকরেদ্ খুব হুঁশিয়ার। ওস্তাদের ইশারায় পা ফেল্‌বো — হাঁ, দেখে নেবেন।

পম্পাবতী। বাঃ — এই তো চাই। ······ বেশ আমুদে। ভীম আমার বুড়ো ঠাকুরদাদা হয়েই রইলেন। ······ এখন interval (ইন্‌টারভ্যাল্) চলেছে, এই সময় আমরা ষ্টেজে একটু রিহার্স্যাল দিয়ে নিই চলুন। চম্পা! মিষ্টার গাঙ্গুলী!

(পম্পাবতী, চম্পাবতী, চঞ্চলকুমার ও ভৈরবচন্দ্রের প্রস্থান)

গৌরীশঙ্কর। লোকটা এদিকে মন্দ নয় — বেশ একটু সজাগ বলে'ই মনে হয়। কি বলো, বাবাজী ?—যদিও গায়ে এখনো যেন একটু পাড়াগেঁয়ে গন্ধ ছাড়্‌ছে। ······ যাক্, তা'তে যায় আসে না, একটু মেজে ঘষে' নিলেই চল্‌বে — পাকা সোণা তো। ······ তুমি কিন্তু বাবাজী আমার হ'য়ে একটু ওপর-পড়া ওকালতী ক'রো — এইটী আমার বিশেষ অনুরোধ।

ভীমচন্দ্র। (বিস্মিতভাবে) আপনার হ'য়ে!

গৌরীশঙ্কর। শুনছি—কল্‌কাতায় কি-একটা নতুন লিমিটেড্ কোম্পানী খোলবার চেষ্টায় আছে।

ভীমচন্দ্র। কই — তা' তো শুনিনি।

গৌরীশঙ্কর। হাঁ — এ পাকা খবর। আমার দালাল কি আমাকে মিথ্যে খবর দেবে ? নিশ্চয় জেনো, আমার নামটা Director দের Boardএ রাখ্‌তে চাইবে।

ভীমচন্দ্র। তাই কি? ....আজকাল বাজাব এত চালাক হ'যে গেছে যে Prospectusএ Title দেখে আর ভোলে না। তা'তে public কোম্পানীর stability সম্বন্ধে বরং সন্দেহ করে'ই বসে।

গৌবীশঙ্কব। হুঁ—তা' দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বটে। কতকগুলো brainless হিংসুকে democracy democracy করে' আমাদের এই দুর্গতিটা এনে ফেল্‌ছে। দিন ছিল, যখন একটা লিমিটেড্ কোম্পানীতে নাম ধার দেওযাব জন্য দু-দশ হাজাব পকেটে উঠে আস্‌তো। সে সব যুগ উল্টে যাচ্ছে। কিন্তু জেনো এরও একটা ভয়ানক re-action হবে, বাবাজী। ....এদিকে, আমার হাল যা', তা' তোমাব অজানা নয়। এই 'জয়ন্তী'র খরচ বাদে যে টাকাটা Poor Fundএ দেবার কথা, তার তো three-fourths আজ আমার দুটো personal bill settle কর্‌তেই সাবাড় হ'য়ে গেছে।

ভীমচন্দ্র। সে কি!—আপনি 'জয়ন্তী'র টাকা...... !! Committeeর কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবেন?

গৌরীশঙ্কর। তাইতো ভাব্‌ছি। ....আর ভাব্‌বো আমার মাথা-মুণ্ডু। এদিকে ছেলেটার এই রকম ব্যবহার, ওদিকে রাজা রাসবিহারীও একরকম গা না-দেওয়ার মতোই। সব যায় ফস্‌কে! আর জমিদারী থেকে যা' আমদানী তা' তো একরকম বন্ধ হ'তে চল্‌লো। East Bengalএর অবস্থা সব জানোই তো। ভরসা যা' কল্‌কাতার ক'খানা বাড়ী, তাও তো সব ভাড়া পড়্‌তে সুরু হয়েছে। নাঃ—কিছু সুবিধের দেখ্‌ছি না। (টেবিলে দুই কনুইয়ের ভরে দুই হাত দিয়া কপালদেশ ধরিল)

ভীমচন্দ্র। মাফ্ করবেন, আপনি Race Groundএ যাওয়াটা ছেড়ে দিন। (অস্ফুটস্বরে) That's a crime —

গৌরীশঙ্কর। (অনেকটা আদুরে-ভাবে ও অভিমানের সুরে) আমি কি ইচ্ছে করে' যাই ? ..... দেখেছো তো ঐ ঘুঘুগুলো আমার পিছনে কি-রকম লেগে রয়েছে ? এককালে owner ছিলাম জানোই তো ? নাম তো এখনো সেইরকম।...... জানি racing আমার ধাতে কখনো সইবে না, কিন্তু কি করবো, পাঁচ ভূতেই আমায় খেলে — পোড়া নামের জন্যই গেলাম!

ভীমচন্দ্র। (গম্ভীরভাবে) আপনার এখন কত হ'লে চলে ?

গৌরীশঙ্কর। চ-লে ক-ত হ'লে ? হায় রে!.........নখ থেকে চুলের ডগা সব আমার জলে ডুবে, Noahর (নোয়ার) কিস্তী ডাঙ্গা খুঁজে পাচ্ছে না— এ' তো তোমার অজানা নয়।

ভীমচন্দ্র। (গম্ভীরভাবে) আমাকে এখন কতটা দিতে অনুমতি করেন ? (উঠিল)

গৌরীশঙ্কর। (উঠিয়া) অন্ততঃ হাজার দশেক। ....তুমি তো বাবা আমার সব — ছেলে মেয়ে ঘরকন্না যা' কিছু—

ভীমচন্দ্র। বেশ, কালই আমি আপনার নামে ব্যাঙ্কে জমা দেবো। কিন্তু ক্ষমা করবেন যদি আমি আপনাকে— (দ্বারের দিকে অগ্রসর)

গৌরীশঙ্কর। (পথ রোধ করিয়া) যদি আমাকে মাঠের দিকে যেতে দেখে' দু'কথা বেশ জোর-গলায় শোনাও ? এই তো ? আমিও তবে জোর-গলায় বলে' যাই — ঐ পাঁচ ভূতো — আমার আস্ত শনি —ঐ vagabondগুলো যদি আমায় আবার টানতে আসে, আমি তাদের ওপর সাত-নলা না চালিয়ে জলগ্রহণ করবো না, হাঁ —। তখন কিন্তু

আমায় কোন রকমে আট্‌কাতে পার্‌বে না। . . . ভাল কথা, তোমার এই রক্তলোকটীর কি বিয়ে-থা হয়েছে ?

ভীমচন্দ্র। রক্তলোকটীর !

গৌরীশঙ্কর। এই যে .....তোমার ডক্টর চ্যাটার্জ্জি।

ভীমচন্দ্র। ওঃ .... না, এখনো বিয়ে-থা হয়নি। কেন বলুন তো ?

গৌরীশঙ্কর। (ভীমের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া) চম্পার সঙ্গে দেখ্‌লে হয় না ?

ভীমচন্দ্র। (কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া) কিন্তু চম্পা, শুনেছি, রমণী-রঞ্জনকেই পছন্দ ক'রে' বসে' আছে, অন্ততঃ তার দিদির মুখে যা' শুনেছি।

গৌরীশঙ্কর। বেশ যা হোক্ ! ... তুমিও শেষে চম্পার দিদির মতেই মত দিলে ? হা রে কপাল !... . . (ভীমচন্দ্র কিঞ্চিৎ অপতিভ ভাবে গৌরীশঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল) . . আহা ! উঠ্‌তি বয়সে অনেকেই অনেক রঞ্জনকে অমন মনে মনে পছন্দ করে' বসে' থাকে। .... ও-সব ভোর-সকালের কুয়াশা, সাবানের ফেনার রঙীন্ ছবি, বাজে—বাজে, একদম বাজে। না না, তুমি উঠে পড়ে' লাগো। (উপবেশন)

ভীমচন্দ্র। কেমন করে' লাগ্‌বো সেইটাই বলে' দিন। .... এ সব বিষয়ে মাথা আমার তেমন খেলে না, জানেন তো।

গৌরীশঙ্কর। তা বটে — তোমার মাথায় Millএর চাকাই খেলে ভাল।.........কিন্তু বাবাজী, এটা তো বোঝো — চম্পা আমার এক-রকম মা-হারা।.........মেয়েকে মানুষ-মুনুষ করে' সৎপাত্রে গছানো যে কি ভয়ানক হাঙ্গামা তা' তো বোঝো ? রাণী আমার এ সব দায় আমার

ঘাড়ে ঠেলে দিয়ে তীর্থে তীর্থে স্বর্গের সিঁড়ি খুঁজতেই ব্যস্ত — যাক্ স্বামী, যাক্ ছেলে-পুলে, যাক্ সব গোল্লায়।......

(দুইজনে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে রহিল)

ভীমচন্দ্র। শুন্‌ছি মিসেস্ রায় ডক্টর চ্যাটার্জ্জির অভিভাবক হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন — অন্ততঃ এই বিয়ের ব্যাপারে।

গৌরীশঙ্কর। (টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া চঞ্চলভাবে) এই দ্যাখো যা এঁচেছি — হ'তেই হবে। মিসেস্ রায়ের নিশ্চয়ই কোন ভাইঝি বোন্‌ঝি আছে — অন্ততঃ দূর-সম্পর্কেরও। — হাঁ—দেখো, এ বলে' দিচ্ছি খাঁটি।.........বাবাজী, মনে আছে, পম্পাকে তোমার হাতে গছাবার জন্য আমিও সখ করে' তোমার অভিভাবক দাঁড়িয়েছিলাম? অবশ্য এখন তুমি আমার ছেলে — বল্‌তে কোনই বাধা নেই —মানুষ-মাত্রেই নিজের কোলে ঝোল টানে, সেটা তার ধর্ম্ম।.........তুমি উঠে পড়ে' লাগো — উঠে পড়ে' লাগো! তুমি পুরোণো বন্ধু — তোমারও তো একটু জোর আছে।

ভীমচন্দ্র। কিন্তু চম্পার মতটা নিলে হয় না?

গৌরীশঙ্কর। আঃ — যত বাজে। আমি কি সত্যিই মাথা খুঁড়ে মর্‌বো? না, মেয়েটার হাত ধরে' জলে গিয়ে ডুব্‌বো?

ভীমচন্দ্র। (একটু ভাবিয়া অনতিদৃঢ়তার সহিত) আচ্ছা, দেখি ......কি হয়।

গৌরীশঙ্কর। দ্যাখো — দ্যাখো, ভাল করেই দ্যাখো।......... বাবাজী, অনেক ফন্দী করে' চম্পার সঙ্গে নাচে জুড়ে দিয়েছি, এখন তুমি শুধু চম্পার গুণগানটা শুনিয়ে দিয়ে একটু বাজিয়ে-টাজিয়ে নাও — ব্যস্ — ব্যস্।... ....তুমি আমার বড় ছেলে — তোমার মুখ চেয়েই আমার

সংসার — অন্ততঃ সংসার বল্‌তে এখনো যা' ঠাট বজায় আছে।. .... (ভৈরবচন্দ্রের প্রবেশ) এই যে ডক্টর চ্যাটার্জ্জি! মেয়েরা আপনাকে তালিম দিয়ে তৈরী করে' নিয়েছে নিশ্চয়।

ভৈরবচন্দ্র। (সঙ্কুচিতভাবে) আজ্ঞে......নাচের পা ঠিক ফেল্‌তে পার্‌ছি না। ......ওঁদের কসরৎ দেখে আমার তাক্ লেগে গেছে, আমি যেন আমাকে হারিয়ে ফেল্‌ছি।

গৌরীশঙ্কর। (প্রসন্নহাস্যে) ওঁরা নাচেন ভাল। কি বলেন?

ভৈরবচন্দ্র। Super-excellent! বিশেষ করে' কুমারী ব্যানার্জ্জি। কি light step!

'ছোঁয় কি না ছোঁয় মাটী
— আঁচল ধরায় পড়ে লুটি।'

(ইতোমধ্যে জনকয়েক স্ত্রীপুরুষের বিশ্রামগৃহের ভিতর দিয়া কক্ষান্তরে গমন)

গৌরীশঙ্কর। আসুন, আসুন, আমরা একটু ওদিকে এগিয়ে গিয়ে কথাবার্ত্তা কই। বড্ড ভীড়।

(Daphneর বেশে চম্পাবতী ও anglicised মদনের বেশে মিষ্টার রমণীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের প্রবেশ)

রমণীরঞ্জন। একি চম্পা, তুমি নাচের programme বদ্‌লালে যে?

চম্পাবতী। এটা একটা স্পেশ্যাল প্রোগ্রাম, বন্ধু।

রমণীরঞ্জন। তা'র মানে?

চম্পাবতী। মানে আবার কি? বাবার ইচ্ছে — আমি সোণার খনির share-marketএ (শেয়ার-মার্কেটে) একটু চলা ফেরা করি।

রমণীরঞ্জন। অর্থাৎ?

চম্পাবতী। আবার অর্থাৎ? এই তো দোষ। আমি কি তোমার আশুতোষ দেব যে কেবল অর্থাৎ?

রমণীরঞ্জন। তুমি ঐ ভদ্রলোকটির সঙ্গে নাচ্‌বার জন্য ready হচ্ছো?

চম্পাবতী। তোমার কি মনে হয়?

রমণীরঞ্জন। .. আমার সঙ্গে যে-নাচ, সেটা তা হ'লে— ?

চম্পাবতী। না ও হ'তে পারে। ...... বাবার ইচ্ছে তো!

রমণীরঞ্জন। বাঃ! রাজা তা হ'লে শেষটা এই রকম ঘটচক্র পাকাচ্ছেন। This is bad.

চম্পাবতী। But don't be sorry, please! It's my father's wish (বাট্ ডোণ্ট্ বি সরী, প্লীজ্! ইট্‌স্ মাই ফাদার্‌স্ উইশ।)

(ইতোমধ্যে ভৈরবচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইল)

ভৈরবচন্দ্র। কুমারী ব্যানার্জ্জি, মনে যদি কিছু না করেন, তবে অনুগ্রহ করে' আমাকে রেহাই দিন,—আমি নাচে একেবারেই novice. আপনার নাচের গৌরব ক্ষুণ্ণ হবে এ অধম গাধা-বোটকে সঙ্গে নিয়ে — এ তো সহ্য হবে না। (রমণীরঞ্জনের প্রতি) Well my dear sir, আমার দুর্ভাগ্য যে Roman god সেজে নাচ্‌তে আমি অযোগ্য, কিন্তু সৌভাগ্য যে আমি Roman sacrifice দেখাবার সুযোগ পাচ্ছি। Sir! আপনার programme বদলায় নি — ঠিকই আছে, রাজারও তাই মত। কুমারী ব্যানার্জ্জি, ক্ষমা কর্‌বেন।

(ঘণ্টা বাজিল। চম্পাবতী ও রমণীরঞ্জনের নৃত্যমণ্ডপে প্রবেশ।)

গৌরীশঙ্কর। ডক্টর চ্যাটার্জ্জি, আপনার nervous হ'বার কি ছিল

বলুন তো ?—সবই তো আপনা-আপনির মধ্যে। আর চম্পা আপনাকে ঠিক lead করে' নিয়ে যেতো।

ভৈরবচন্দ্র। আজ্ঞে, আমার যেন সব গোলমাল হ'যে যাচ্ছে, যেন গোলক ধাঁধায পড়েছি। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তা হ'লে ববং ভীমের সঙ্গে বসে' একটু গল্প-সল্প করি।

গৌরীশঙ্কর। বেশ —বেশ —গল্প-সল্প ভাল জিনিষ। ......আজ রাত্রে supperটা কিন্তু আমার এখানেই সার্‌তে হবে — আমার এ অনুরোধটা রাখ্‌তেই হবে, ডক্টর চ্যাটার্জ্জি। . . ভয নেই, বেশী লোকের ভীড় হবে না — সব আপনা-আপনির মধ্যেই।— চম্পা, পম্পা, ভীম, আপনি আর আমি। .. কেমন রাজী ?. .. ভীম, বাবা, আমি একবার মিসেস্ রাযকে দেখে আসি। তুমি ততক্ষণ ডক্টর চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে একটু গল্প-সল্প .. ... (ঘড়ি দেখিযা) নাচের পালা শেষ হ'তে বেশী দেরী নেই — রাতও তেমন বেশী হয়নি।

(উৎফুল্লভাবে গৌরীশঙ্করের প্রস্থান)

(ভীমচন্দ্র ও ভৈরবচন্দ্র কিযৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিযা রহিল ।

ভীমচন্দ্র। (নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিযা) আচ্ছা ভৈঁরু, তুমি কি সত্যি-সত্যিই বালীগঞ্জে বাস কর্‌ত চাও ? 'বাস-করা' মানে বিয়ে-থা করে' সংসার-জোয়ালে কাঁধ দেওযা।

ভৈরবচন্দ্র। (হাস্যে) হাঁ তাই — তাই —

তোমারি পথ বেযে চলিতে সাধ,
বিধি না যদি সাধে তা'তে প্রমাদ।

এত টাকা নিয়ে কর্‌বো কি, ভাই ? ...... শোন, তোমার বাড়ীর মতো বাড়ী একখানি — ঠিক তোমার ফ্যাশনের — এই

বালীগঞ্জে, তোমার মতো Talkie House in the heart of the town, তোমার মতো বাগিচা — কোথায় বল্লে যে — ?

ভীমচন্দ্র। দমদমায়।

ভৈরবচন্দ্র। হাঁ, দমদমায়। ওঃ! — তুমি আছ বেশ এসব আমোদ-মচ্ছব নিয়ে। সত্যি, আমার বুকটা যেন ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে।

ভীমচন্দ্র। ……… হাঁ—বল্‌তে ভুলে গিয়েছি, ভৈঁরু, পুরীতে sea-sideএ আমার একখানা বাড়ী আছে।

ভৈরবচন্দ্র। Sea-sideএ? খুব বড?

ভীমচন্দ্র। নিশ্চয় — Forty bed-rooms.

ভৈরবচন্দ্র। আমারো তা হ'লে ঐরকম একখানা — ঠিক forty bed-rooms.

ভীমচন্দ্র। এ সব রাখ্‌তে হয়েছে, ভৈঁরু, সম্ভ্রম বজায় রাখ্‌বার জন্য। আমাদের বন্ধুবান্ধবীরা স্নানযাত্রার সময় সেখানে bath নিতে যা'ন, sea-beachএ তখন মেলা বসে' যায়।

ভৈরবচন্দ্র। বন্ধুবান্ধবীর সব একসঙ্গে beachএ দৌড়ঝাঁপ — বালি মেখে হুটোপাটি — ঢেউয়ের সঙ্গে ছুটোছুটি — ঝিনুক নিয়ে কাড়াকাড়ি — হাসিখুসির ছড়াছড়ি — Oh! simply grand!

ভীমচন্দ্র। কিন্তু খুব মার্জ্জিত — শিক্ষিত। বুঝ্‌লে? এদের সঙ্গে কথা কইতে হ'লে আগে হ'তে তার style — ভঙ্গিমা সব দোরস্ত কর্‌তে হবে। বুঝ্‌লে?

ভৈরবচন্দ্র। ……এ দলে মেশা … তা হ'লে কি …… আমার পক্ষে …… নেহাৎই শক্ত মনে হয়? …… তোমার কথা

আলাদা। তুমি অনেক দেখেছ শুনেছ, নিজেকে তৈরী করে' নিয়েছ, আর আমার চেয়ে তোমার ঢের বেশী intelligence.

ভীমচন্দ্র। Intelligence বল্লে কথাটার অপব্যবহার হয়। ...... যা'কে বলে চালাকী সেটা intelligenceএর চেয়ে ঢেব নীচু, ভেঁক। অথচ সেইটাই এখানে বেশীবকম চাই। .... আচ্ছা, তোমার আয় এখন কত ?

ভৈরবচন্দ্র। তা' প্রায় আড়াই লাখ।

ভীমচন্দ্র। আরে ! তবে তো তুমি স্বাগতং —বন্দনীয বরেণ্য চট্ট-উপাধ্যায়। AT HOME তো তোমার জন্য যোগাড় কব্‌তেই হবে।

ভৈরবচন্দ্র। এত সহজ হবে ? আমি কিন্তু আঁচ্‌ছিলাম শক্তই হবে। ...... অবশ্য তোমার কথা আলাদা। তুমি সহজেই এ রাজ্য জয় করেছ, আবার রাজমহলে ঢুকে রাজকন্যার পাণিপীড়ন পর্য্যন্ত ...... ভাল কথা, লেডী মুখার্জ্জির নামটা যে ভুলে গেলাম —

ভীমচন্দ্র। পম্পাবতী — পম্পাবতী। Dictionary খুলে মানে পাবে না, শুন্‌তে মিষ্টি — এই যা।

ভৈরবচন্দ্র। কেন মানে নেই ? – নিশ্চয় আছে। Word হ'লেই তা'র মানে আছে — Dictionaryওয়ালা যদি omit করে।

ভীমচন্দ্র। আচ্ছা, ভায়া, আছে — আমি হার মান্‌ছি।

ভৈরবচন্দ্র। লেডী পম্পাবতী মুখার্জ্জি — বাঃ ! চমৎকার নাম। ... হাঁ, তাঁর ভগ্নীর নামটাও ঐরকম কি-যেন — চমৎকার-চমৎকার—

ভীমচন্দ্র। চম্পাবতী ব্যানার্জ্জি।

ভৈরবচন্দ্র। বেশ নাম ! চম্পাবতী — বাঃ চমৎকার ! ...... সত্যি বল্‌তে কি ভাই, মেয়েটাকে আমার বড্ড ভাল লেগেছে।

ভীমচন্দ্র। সত্যি? ······ লাগ্‌বারই কথা। আমারও ঐরকম ভাল লেগেছিল বে ভৈঁরু।

ভৈববচন্দ্র। আচ্ছা, ধরো — যদি চেষ্টা করা যায় — তা হ'লে কি ······তা হ'লে কি—

ভীমচন্দ্র। কি — বলো।

ভৈববচন্দ্র। কোন সম্ভাবনা?

ভীমচন্দ্র। কিসের?—বিয়ের? চম্পাকে বিয়ে কর্‌তে তোমার সাধ?

ভৈরবচন্দ্র। কেন নয়, বলো।

ভীমচন্দ্র। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তুমি দেখ্‌ছি এখনো সেই খ্যাপাই আছো। ······ (দু'চার পা ঘুরিয়া আসিয়া) শোন্ রে বোকা, আমার দিকে চা', ভাল করে' চেয়ে দেখ্।

ভৈরবচন্দ্র। আচ্ছা তা নয় দেখ্‌ছি।

ভীমচন্দ্র। (ভৈরবচন্দ্রের গণ্ডদুটীতে আদরেব সহিত অঙ্গুলিস্পর্শ কবিয়া) আমার ভৈঁরু ভাই, যদি আসল সুখ চাস্ - দোহাই — আমি যা' বলি তাই কর্, ও-সব পাগ্‌লামি ছাড়্। ······ একা মানুষ, বছরে আড়াই লাখ নিয়ে কর্‌বি কি — ভেবেই আকুল? শোন্ — নিজের জন্য খুব-বেশী রাখিস্ তো বারো হাজার — বাকীটা Poor Fund-এ কিংবা কোন University-তে দিতে থা'ক্, একটা কাজের মতো কাজ হবে।

(এই সময়ে নৃত্যমণ্ডপে যন্ত্রসঙ্গীতের সুর উঠিতে লাগিল)

ভৈরবচন্দ্র। ছোঃ — খ্যাপা আমি না তুমি?

ভীমচন্দ্র। বটে? ······ তবে মন দিয়ে শোন্ আমি যা' বলে'

যাই। ······ আমিও ঠিক পাঁচ বছর আগে waggon বোঝাই ক'রে' টাকা এনেছিলাম। তোর মতো আমারও ইচ্ছে হ'তো এই সব শিক্ষিত মার্জ্জিত বড়র দলে — smart setএ — মিশে একটা কেষ্ট-বিষ্টু হই। ······ পয়সা ছড়িয়ে — একরকম ছিনি-মিনি খেলে — ইচ্ছে-মতো সবই করেছি, ভৈঁরু; এখন একটা কেষ্ট-বিষ্টু — Sir হ'য়ে' দাঁড়িয়েছি। হা—হা হা— carpet knight — carpet knight! ······ ওরে এরা সব পয়সাওলা বটে, অথচ এরাই পয়সার বেশী কাঙ্গাল। — হ্যাণ্ডনোটের দালাল এদের প্রেয়সীর চেয়েও প্রিয়। জানিস্? ···· এই দলের মধ্যে আমি দিনের পর দিন এমন কতদিন Billiard, Bridge, Bettingএ হেরেছি — অনেক সময় ইচ্ছে ক'রে'ই; যারা জিতেছে তারাই আমায় মাথায় নিয়ে নেচেছে — পুরুষ-মেয়ে, ছেলে বুড়ো — সবাই সবাই। ধার নিয়েছেন এঁদের প্রায় ষোল-আনাই, তবে উপুড়হস্ত করেননি পনেরো-আনারও ওপর — আর আমি তার জন্য ব্যস্তভাবও দেখাইনি। তা' যদি দেখাতাম, তা হ'লে আমি হ'তাম অসভ্য কাবুলীওয়ালা — 20th centuryর Shylock, জানিস? ......River party, Race party, Garden party— নিত্যি নতুন party দিয়েছি। খাতির আমার দিনের দিন বেড়েই গিয়েছে।.. .. (বলিবার ভঙ্গী ও সুর বদলাইয়া অপেক্ষাকৃত serious ভাবে) এই খাতির-বাড়ম্বর মুখেই, বুঝ্‌লি — একদিন— কি-জানি এক শুভলগ্নে এক partyতে আমার একটী amateur অভিভাবক জুটে গেলেন। ···· রাজা অভিভাবক - সঙ্গে রূপসী রাজকন্যা, আমি যেন হাতে চাঁদ পেলাম রে! ····· আর এরাও আমাকে ইষ্টি-কবচের মতো গলায় বেঁধে রাখ্‌লো - দিনরাত্তির — বুঝ্‌লি? ······ তার পর রাজকন্যার

প্রেমে পড়াটা আমার পক্ষে কিছুই নয় বিচিত্র — যেহেতু আমি bachelor — কাজে-কাজেই আমি বিয়ে কর্‌লাম। ··· অবশ্য আমি স্বীকার কর্‌ছি, আমার স্ত্রীর বুদ্ধি নেহাৎ অল্প নয়, আর মনটাও তাঁর কিছু মন্দ নয়। ·· ··· লেডী মুখার্জ্জি যদি ঐ অদ্ভুত বৃদ্ধ জীবটীর কন্যা হ'বার ভাগ্য না নিয়ে আস্‌তেন, তা হ'লে বলতে কি তিনি যথার্থই একটী বত্ন হ'তেন।

ভৈরবচন্দ্র। তিনি বাস্তবিকই অতি চমৎকার।

ভীমচন্দ্র। হুঁ — এখন বাইরের সুন্দর দেখেই তোর চমক লাগ্‌বে বে!

ভৈরবচন্দ্র। কেন, আমি কি ঠিক বলছি না?

ভীমচন্দ্র। বলছিস্ হয় তো ঠিক, তবে লেডী মুখার্জ্জির বাইরেটা যত সুন্দর দেখ্‌ছিস্ ভিতরটা তার চেয়েও সুন্দর। কিন্তু তা'তে কি? মস্ত বড় দোষ যে বেচারী যত অকেজো, বিলাস সর্ব্বস্ব অলক্ষ্মীদের আব্‌হাওয়ায় মানুষ হয়েছে। এদের খেলা হচ্ছে জুয়ো, রসিকতা হচ্ছে পরুষের গা ঘেঁসে অবাধ হাসিঠাট্টা, আলাপ হচ্ছে অসাক্ষাতে বন্ধুজনেরই খিস্তি খেউড়, culture হচ্ছে নাচ গান আর থিয়েটার। এদের চলা ফেরা যেন ভানুমতীর খেল্ — যাদুতে ভরা। আমার স্ত্রী যে এই ভানুমতীদের হাত থেকে উদ্ধার পাবেন কোন কালে, সে আশা দুরাশা। — যেমন তোমার আমার পক্ষে ঠিক এদের মতো highclass gentleman হ'য়ে ধার করা লম্বা লম্বা কথা বলবার আশা করা নিতান্ত দুরাশা।

ভৈরবচন্দ্র। কি বল্‌ছো!

ভীমচন্দ্র। হাঁ — শোন, শোন – আমাদের একটী পুত্রসন্তান

হয়েছে। কিন্তু সন্তান বলে' যে গর্ভধারিণী মা দিনরাত্তির ছেলে-কোলে ঘরের কোণে বদ্ধ থাক্‌বেন — এ হ'ল এ সমাজে ঘোর অসভ্যতা— বর্ব্বরতা। ... ছেলেকে মানুষ কর্‌বে অপরে —মাইনে-করা মাই-পোষাণী nurseএ, বোঝ ! বিবাহ, স্বামী, পুত্র — এ সব চিন্তাও যেন এদের পক্ষে ঘোরতর অপরাধ।

ভৈরবচন্দ্র। না—না, এ তুমি কি বল্‌ছো !

ভীমচন্দ্র। আমি সত্যি বল্‌ছি — I am very very serious. এখন গৃহিণী গৃহলক্ষ্মী-ভাব go to hell, নায়িকাভাবেই এখন সব বিভোর। নৃত্য-গীত, ছন্দ-ভঙ্গিমা এই নিয়েই যেন এখন সংসাব। ····এখন জেণ্টল্‌ম্যান্ হ'তে হলে তোমার যেমন গুটীকতক so-called বন্ধু থাকা দরকার, তেমনি গুটীকতক বান্ধবীও থাকা চাই, আর তাদের সঙ্গে আলাপে প্রলাপে হাস্যে কৌতুকে তোমাব অনুরাগের ইঙ্গিত দেওয়া চাই। তা' যদি না পাবো তা' হ'লে তোমার ভাগ্যে Boycott. তোমাকে সাজ্‌তে হবে আস্ত একটী ভণ্ড, সবার মাঝে ঘুর্‌তে হ'বে সকাল-সন্ধ্যেয় দেঁতো-হাসি নিয়ে — তা হাসির কাবণ থাকুক আর নাই থাকুক। মুহূর্ত্ত আগে যা' 'হাঁ' বল্‌বে, মুহূর্ত্ত পরেই তা' 'না' বল্‌তে হবে — ঠাট্টার প্রলাপে। জীবনটা যেন একটা vulgar হাসি-ঠাট্টা-তামাশা, এতে চাই কেবল অবাধভাবে মেলা-মেশা, অবাধভাবে নাচা-হাসা। তা' যদি পারো তবেই তুমি এদের চোখে খাঁটী সত্য — নইলে তুমি অতি অপদার্থ।

ভৈরবচন্দ্র। এই রকম ব্যাপার ? — বলো কি ?

ভীমচন্দ্র। ···C. P.র জঙ্গলে আমাকে সকলে তেজী-পুরুষ বলে' জান্‌তো। সত্যিই আমি তখন ছিলাম তেজস্বী পুরুষ। শরীর ও মন

তুইই ছিল তেজালো। আমার অহঙ্কার ছিল, বাঙলার সেরা মাটী কলকাতার যত বাক্‌সর্ব্বস্ব নাম-বড়র দলকে দেখাবো কর্ম্মশক্তির কত প্রতাপ।

ভৈরবচন্দ্র। তা' কি দেখাতে বাকী রেখেছ, ভাই?

ভীমচন্দ্র। হা হা হা—ভৈঁরু! ... হায়! হায়! হায়! মনে কর্‌লেও হাসি পায়! ... সিংহও বাঁধা পড়ে রে জুঁইয়ের গ'ড়েতে! ..... পাঁজিতে 'মোহিনী' টিপের বিজ্ঞাপন দেখেছিস্ কখনো? — এ ঠিক তাই। ......আমার ভিতরে যে মরদ ছিল সে বুঝি কোথাও উধাও হ'য়ে গেছে, ইচ্ছে আমার একান্ত — সে যদি আবার ফেরে। কিন্তু সে ফেরে কই? আমি যেন এখন খেলার পুতুল — নিজের কোন ইচ্ছে নেই, কোন ইচ্ছে নেই। এরাই যেন কায়া, আমি যেন ছায়া। এদের তুষ্টিই এখন আমার ইষ্ট — আর তা' না করে' উপায় নেই। অথচ আশ্চর্য্য এই — ঠিক এই জন্যই আমার স্ত্রীপর্য্যন্ত মনে করেন আমি অত্যন্ত অকেজো, অপদার্থ। না-মরদ! না-মরদ! না-মরদ! হা—হা—হা! ..... আমি শক্তির অপব্যয় করেছি, — সত্যি বলছি। ...তার ফলভোগও কর্‌ছি। এখন বল্ ভৈঁরু! ভাই! তুই কোন্ পথে তোর শক্তি দেখাতে চাস্!

ভৈরবচন্দ্র। (কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া) ভাই, তুমি বল্‌ছো হয় তো ঠিক, কিন্তু—

ভীমচন্দ্র। কিন্তু কি?

ভৈরবচন্দ্র। কুমারী ব্যানার্জ্জি ঠিক যেন আমার মনেরই মতো— ঠিক যেন আমারই counter-part. তুমি যদি বোঝো তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেহাৎ অসম্বন্ধ নয়, তা হ'লে — ......

ভীমচন্দ্র। তা হ'লে — ......হা — হা — হা —বোকা গাধা! তা হ'লে আমাকে ঘটকালী কর্‌তে হ'বে, এই তো? বেশ! বেশ! তোর বালাগঞ্জে মরণ-ফাঁসি, আর সেই ডাকে তুই এসে হাজির, আমি তার কি কর্‌তে পারি রে? তবে ফাঁসির আগে একটু নাচ শিখে নে, নইলে তোর মরেও সুখ হ'বে না। আর 'কাফ্রি' নাচ — হাল ফ্যাশন অথচ একেবারে oriental নে ভাল করে' শিখে নে —

গীত।

বাঁশীতে ডাক দেছে যে
সে যে আমার প্রাণের প্রিয়।
পরের মানা প্রাণ না মানে,
প্রাণ বলে—"প্রাণ তা'রেই দিও।"
দুনিয়ার হিসেব কষে'
কাজ কি বসে' মনটা শুষে'?
রস সাগরে ঝাঁপ যদি দি'
রস যে পাবোই—মেনে নিও।

(উভয়ের নৃত্যগীত। ইতোমধ্যে নৃত্যমণ্ডপের মধ্যে যাহারা ছিল, তাহারা দৌড়িয়া আসিল। ইহাদিগকে একান্তভাবে নৃত্যগীত করিতে দেখিয়া তাহারা পশ্চাতে সারি দিয়া দাঁড়াইল এবং প্রশংসাসূচক করতালি দিতে লাগিল।)

ধীর যবনিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক।
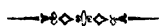
লেডী পম্পাবতী মুখার্জ্জির খাসমহল।

সময় অপরাহ্ণ সাড়ে চার ঘটিকা।

(মিসেস্ সীমন্তিনী চক্রবর্ত্তী, লেডী পম্পাবতী মুখার্জ্জি, রাণী জগৎ-মোহিনী ও মিস্ শেফালিকা ভট্টাচার্য্য Bridge খেলিতেছিল। পার্শ্বের অটোম্যানে কুমারী চম্পাবতী ব্যানার্জ্জি একটী মাসিকপত্রিকার পাতা উল্টাইতে ছিল। যবনিকা উঠিলে পর দেখা গেল রাণী জগৎমোহিনী তাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।)

পম্পাবতী। চম্পা! (চম্পাবতী পম্পাবতীর purse লইয়া আসিল। পম্পাবতী জগৎমোহিনীকে পাঁচটাকার নোট ও টাকায় মোট ষাট টাকা গণিয়া দিল.) আসুন, আরও দু-এক বাজি হ'য়ে যাক্— এই তো মোটে সাড়ে-চারটে।

জগৎমোহিনী। ক্ষমা কর্‌বেন, লেডী মুখার্জ্জি, আমাকে যেতেই হবে। রাজা আমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছেন।

পম্পাবতী। এমন খেলাটা ভেঙ্গে দিয়ে যাবেন ?

জগৎমোহিনী। কি কর্‌বো বলুন? আমি রাজাকে কথা দিয়ে রেখেছি। সিনেমা থেকে ফের্‌বার মুখে, মিসেস্ চক্রবর্ত্তী, আপনার ওখানে নাম্‌বোই এটা আমি বলে' যাচ্ছি।

(পম্পাবতী calling bell বাজাইল)

শেফালিকা। (সীমন্তিনীর প্রতি) আপনার টাকা আমি আজ রাত্রেই pay (পে) কর্‌বো, মিসেস্ চক্রবর্ত্তী।

জগৎমোহিনী। তা হ'লে আসি, নমস্কার।

অন্যান্য সকলে। নমস্কার!

(বেহারা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, পম্পাবতী উঠিয়া জগৎমোহিনীর সঙ্গে দরজা পর্য্যন্ত আসিল।)

শেফালিকা। (জগৎমোহিনী চলিয়া গেলে) খেঁকশিয়ালী।

সীমন্তিনী। যখনই দু-একটা বড় দান মেরেছেন, তখনই ওঁর কর্ত্তার সঙ্গে দেখা কর্‌বার দরকার পড়েছে।

শেফালিকা। আর লোককে তখনই বুঝ্‌তে হচ্ছে, রাজা বাহাদুর রূপসী রাণীটীর জন্যে রাস্তার মোড়ে motor (মোটর) নিয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে! Coward (কাউয়াড´)!

পম্পাবতী। (সোফায় বসিয়া) আজ দিনটা আমার বড় খারাপ চলেছে।......ভালই হয়েছে—হয়তো আরও কত হার্‌তাম।

সীমন্তিনী। তা বটে, রাণী যে-রকম বাঘা-হাত পাচ্ছিল।

পম্পাবতী। (Calling bell বাজাইয়া) এখন একটু চা হ'লে মন্দ হয় না, চম্পা। —মাথাটা ভয়ানক ধরেছে।

(সর্দ্দার-বেহারার প্রবেশ) তাস সব উঠায়ে লেও — খানসামাকো চা' লে আনে বোলো। (সর্দ্দার-বেহারার প্রস্থান) ...... আচ্ছা শেফালি! তোমার কি একখানাও heart (হার্ট´) ছিল না?

শেফালিকা। আপনার অনেক ছিল না কি?

পম্পাবতী। সাহেব বিবি টেক্কা নিয়ে আটখানা — বোঝো।... রাণী যতই হোক্ কাঁচা খেলুড়ী, তাঁর re-double (রি-ডবল্) কর্‌বার

মতো পায়া ছিলই না।......না, —এ আমি কিছুতেই ধারণায় আন্‌তে পারি না।

শেফালিকা। (একটু অপ্রতিভভাবে) আমার মনে হয়— উনি আমার হাত দেখেছিলেন।

পম্পাবতী। নিশ্চয়।—রাণীর ও এক গুণ আছে।

শেফালিকা। শুধু কি এক ?— অনেক গুণই আছে।

সীমন্তিনী। হাত-দেখার কথা আলাদা, কিন্তু শেফালির হাতে heart (হার্ট) থাক্‌লেই কি তুমি বাজি ফেরাতে পার্‌তে, পম্পা ? তা' মনে হয় না। গোলাম নিয়ে আমার হাতেও হার্ট চারখানা ছিল।

শেফালিকা। চুরি ক'রে' হাত দেখা —ছি ! বড় ছোট মন। সামান্য খেলার জন্য এতটা—

চম্পাবতী। দেখুন, আপনারা যদি খেলার পর এই রকম আরম্ভ কর্‌বেন, তা হ'লে আমি চা'র pot (পট্) ঘরে ঢুক্‌তে দেবো না। খেল্‌তে বসে' হার-জিত্ যা হ'লো—হ'লো, তা' নিয়ে এখন এ সব টীকা টিপ্পনী কেন ? না — আপনাদের এ-রকম খেলা-টেলা বড় ভাল নয়, সত্যি বল্‌ছি !

(ইতোমধ্যে একটী বেহারা আসিয়া তাসের টেবিল গুছাইয়া রাখিয়া চলিয়া লাগিল)

শেফালিকা। Bridge (ব্রিজ্) শুধু খেলা নয়, চম্পা, এর মধ্যে শেখ্‌বার জিনিষ অনেক।

চম্পাবতী। হাঁ — তা' আপনাদের কথাবর্ত্তায় বুঝতে পার্‌ছি। আচ্ছা দিদি, তাস-খেলা তোমার এত ভাল লাগে ?—কি জানি, আমার তো বিষ মনে হয়।

সীমন্তিনী। এ কথাটী ব'লো না, দিদি, —যা বলেছো আমাদের কাছে। বিয়ে হ'লে এখন আর কড়ি-খেলা নেই, এখন খেল্‌তে হ'বে পার্টনারের সঙ্গে ব্রিজ্‌।

শেফালিকা। ব্রিজ্‌ খেলার একটা moral aspect (মর্যাল আস্‌পেক্ট) আছে, চম্পা। আমরা অন্ততঃ আমাদের পার্টনারকে খুব ভালবাস্‌তে শিখি।

চম্পাবতী। তা সে স্ত্রী হোক্ বা পুরুষ হোক্। কেমন ?

শেফালিকা। হাঁ — নিশ্চয়।

চম্পাবতী। আর সে ভালবাসার দৌড় এত বেশী হ'য়ে পড়ে যে ঘর বাড়ী ফেলে পার্টনারকে নিয়ে অনেক সময় মধুপুরেই ভেসে পড়ি।

পম্পাবতী। ছি চম্পা! তুমি বড় দুষ্টু হয়েছ। কাগজের যে গুলো নোংরা খবর সেইগুলো মনে করে' রেখেছ! — আবার হাস্‌ছ — আর তাই নিয়ে তোমার superiorদের (সুপীরিয়রদের) সঙ্গে তর্ক কর্‌ছো! ছি! কবে কোথায় কে দোষ ক'রেছে — তার জন্য দুনিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করা — না, না, এ কি তোমার শিক্ষা!

চম্পাবতী। দিদি, তুমি রাগ কর্‌ছো মিছে। তাস খেল্‌তে বস্‌বার আগে তোমরাই তো এ সব চর্চ্চা কর্‌ছিলে — চারজনে মিলে। ভুলে যাচ্ছো ?

পম্পাবতী। তুমি সে সব শুনেছ ? — কেন শুন্‌লে ?

চম্পাবতী। দ্যাখো কাণ্ড! আমি কি কাণে তুলো দেবো ?

পম্পাবতী। তোমার তখন এখানে থাকা উচিত ছিল না। তোমার ও-সব চর্চ্চা কর্‌বার বয়স এখনো হয়নি।

চম্পাবতী। বযস হযনি! — তার মানে?

পম্পাবতী। গিন্নী বান্নী হ'তে তো তোমার এখনো ঢের দেবী।

চম্পাবতী। অর্থাৎ বিয়ে? মেযেরা বিযে হ'লেই গিন্নী — কি বলো?

পম্পাবতী। (রুক্ষভাবে) সে যা' বলো।

চম্পাবতী। তবে মিস্ ভট্টাচার্য্য তো আমারই দলে। উনি কেন এ-সবে যোগ দেন?

পম্পাবতী। (কুপিতভাবে) উনি আর তুমি! —অবাক্ করেছ! উনি হ'লেন ওঁর নিজের guardian (গার্জ্জেন) — self-made (সেল্‌ফ্-মেড্) গিন্নী।

চম্পাবতী। তা বটে। — মনে ছিল না।

পম্পাবতী। তুমি বই পড়্‌তে ভালবাস, লাইব্রেরী ঘরে যাও।

চম্পাবতী। দাঁড়াও — তোমাদের চা-টা ঢেলে দিযে যাই। আমার হাতের চা না খেলে তোমার যে মাথা-ধরা ছাড়ে না।

(ইতোমধ্যে খানসামা চা লইয়া আসিল। চম্পাবতী সকলকে চা পরিবেষণ করিল।)

পম্পাবতী। ওঃ — এ সপ্তাহটা আমার বড়ই খারাপ যাচ্ছে। (সীমন্তিনীর প্রতি) অনেক টাকা হেরেছি। ভীম শুন্‌লে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে উঠবে — এ আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি।

চম্পাবতী। তিনি যদি তা' হ'তে পার্‌তেন, তবে হয় তো তোমার ভূত ছাড়্‌তো। কিন্তু তিনি তোমার পক্ষে ভালমানুষ অত্যন্তই।

শেফালিকা। চম্পা, বিয়ে হ'লে রমণীরঞ্জনের হ'য়ে আমরাও এ কথা বল্‌বো — মনে রেখো।

চম্পাবতী। রমণীরঞ্জনকে বিয়ে? কেন? বেচারী সামান্য professor (প্রোফেসর) — দারিদ্র্যটা কি তা'র কিছু কম?

সীমন্তিনী। সে কি, আমরা তো জানি তুমি তা'কেই মনে মনে ভালবাসো।

চম্পাবতী। তা'কে ভালবাসি বা like করি বা যাই করি, তাই বলে যে তা'র স্কন্ধে চেপে তা'র দারিদ্র্যটা বাড়িয়ে দিতে হবে এমন declaration (ডিক্লারেশন্) তো দিইনি।

শেফালিকা। সে কি চম্পা! আমার ধারণা ছিল, তুমি গরীব গৃহস্থালীকেই বরণ করে' একটা example set (এক্জাম্পল্ সেট্) কর্‌বে আর তোমার sacrificeএ (স্যাক্রিফাইসে) একটী গরীব অথচ fully deserving candidateকে (ফুল্‌লি ডিজার্ভিং ক্যান্‌ডিডেট্‌কে) একটা লেডী বা রাণী হ'বার chance (চ্যান্স্) দেবে। কারণ high education (হাই এডুকেশন্) পা'বার পরেও তোমরা যদি এই রকম বড় দলকেই monopolise (মনোপোলাইজ্) করে' থাকো তা হ'লে তো সমাজতন্ত্র সাম্যবাদ এ সব হয় ধোঁকার টাটি। গরীব যে—সে গরীবই রইল, তাদের জন্য যা' আশার বাণী তা' সর্ব্বৈব ভুয়ো বলেই মানি।

চম্পাবতী। আচ্ছা, আপনার এই অদ্ভুত সমাজনীতির সমস্যা সমাধান কর্‌বো পরে — এখন ঠাণ্ডা হ'য়ে চা'য়ে মন নিবিষ্ট করুন।

(ভীমচন্দ্রের প্রবেশ)

শেফালিকা। এই যে স্যর্ মুখার্জ্জি!

সীমন্তিনী। আপনি চম্পাকে নিয়ে আমাদের বাড়ী যাবেন তো? আজ রাত্রে আমার ওখানে ছোট-খাটো একটা তাসের বৈঠক আছে।

ভীমচন্দ্র। আজ রাত্রে ? (পম্পাবতীর দিকে চাহিয়া রহিল, পরে বলিল) আজ তো বাড়ীতেই ডিনারের বন্দোবস্ত, না ?

পম্পাবতী। না, আজ আমাদের গ্র্যাণ্ডে যাবার কথা, তার পর মিসেস্ চক্রবর্ত্তীর ওখানে। উনি কালই তো আমায় বিশেষ করে বলে' রেখেছেন। (চম্পাবতী ভীমচন্দ্রকে চা দিল)

ভীমচন্দ্র। তাই কি ? ....তবে তুমি কি হিসেবে ডক্টর চ্যাটার্জ্জিকে কাল নিমন্ত্রণ করে' বস্‌লে ?

পম্পাবতী। ওঃ — মস্ত ভুল তো ! তাই তো — আমিই তো তাকে নিমন্ত্রণ করেছি — অনেকটা জোর করে'। ওঃ ! কি ভয়ানক ভুল্‌তেই আরম্ভ করেছি, কিছু মনে থাকে না। দিনগুলো আমার বড়ই খারাপ চলেছে।

সীমন্তিনী। ডিনারের পর তাঁকে সঙ্গে করে' আমার ওখানে নিয়ে গেলে হয় না ?

পম্পাবতী। (ভীমচন্দ্রের দিকে চাহিয়া) তা হয় তো হ'তে পারে।

ভীমচন্দ্র। তাঁর তাস-খেলা-টেলা আসে না, মিসেস্ চক্রবর্ত্তী।

সীমন্তিনী। পাশে বসে' দেখার আমোদও তো কম নয়— তাও তো তিনি পার্ব্বেন। ...... আচ্ছা, স্যর্ মুখার্জ্জি, আপনি তাস খেলেন না কেন ?

পম্পাবতী। হয়েছে !— উনি খেল্‌বেন তাস ? তা হ'লে তো বাঁচি — ডাক্তার-খরচও বাঁচে। Cricket, Hockey, Football (ক্রিকেট্, হকি, ফুটবল) এই সব হ'লো ওঁর খেলা — যত খুনে খেলা, রোজ একটা-না-একটা অঙ্গ-জখম। ......আজ কোন্ অঙ্গ হানি করে' এলে ?

ভীমচন্দ্র। কিছুই না। তোমার যদি কোন হানি হ'যে থাকে তো বলো।

পম্পাবতী। আজ আমি হেরে গেল।—পড়্তা একেবারেই মন্দা।

ভীমচন্দ্র। তাই না কি? তা আর কি হবে।

সীমন্তিনী। একেই বলে স্বামীর মতো স্বামী। পম্পা, তুমি হেরে ফতুর, ওঁর কিন্তু একটুও বিকৃতি নেই। আমার কর্তা হ'লে হয় তো রাগের চোটে fit (ফিট্) করে' বস্তেন।

ভীমচন্দ্র। ভাল মনে করিয়ে দিলেন। রায়বাহাদুরকে আজ দেখিনি, আছেন কেমন?

সীমন্তিনী। তিনি সকাল হ'তেই উধাও।

ভীমচন্দ্র। উধাও? সে কি!—

সীমন্তিনী। যা'বার সময় বলেছেন, দেওঘর আশ্রমের ইমারত complete (কম্প্লিট্) না করে' কল্‌কাতা-মুখো আর হবেন না। নন্দীদের কারখানায় সব কাঠ-কাঠ্‌রার অর্ডার দিয়ে গেছেন। এ সবের Bill (বিল) আপনার কাছে পাঠাতে বলে' গেছেন আর আমায় বলে' গেছেন আপনাকে জানাতে যে টেলিগ্রাফিক মণিঅর্ডারে অন্ততঃ হাজার টাকা পাঠাতে, নইলে সেখানে তাঁকে বড়ই অপদস্থ হ'তে হবে।

পম্পাবতী। তুমি কি তাঁকে কিছু বলেছিলে?

ভীমচন্দ্র। আমি!—কি বলেছি?—ওঃ—হাঁ হাঁ, তিনি টাকা চেয়েছিলেন, আমি বলেছিলাম — কল্‌কাতায় বসে' আশ্রমের তদারক চল্‌তে পারে না।

পম্পাবতী। কি অন্যায়!— বুড়ো মানুষ, দেখ-দেখিন্, কল্‌কাতা

ছেড়ে কতদিন থাক্‌বেন ? তুমি কালই টাকা পাঠিয়ে দেবে, কাজ যত শীগ্‌গীর হ'যে যায়। তোমাদের যে কি-আশ্রম হ'চ্ছে বুঝ্‌তে পারি না।

সীমন্তিনী। ওঁদেরও তো একটা আমোদ চাই, পম্পা,—চট্‌ছো কেন ?

পম্পাবতী। হয় আশ্রমের ইমারত শীগ্‌গীর তৈরী কর্‌বার বন্দোবস্ত কর, ন'য় তা ছেড়ে দাও। মিছিমিছি লোককে কষ্ট দেওয়া কেন ?

(ভীমচন্দ্র গম্ভীরভাবে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে সকলের চা-পান শেষ হইল।)

শেফালিকা। আচ্ছা, শুর্ মুখার্জ্জি, আজ খবরের কাগজে যে ডক্টর চ্যাটার্জ্জির বিষয় বেরিয়েছে, আপনার বন্ধু কি তিনিই ?

ভীমচন্দ্র। (গম্ভীরভাবে) তাই তো বুঝি।

শেফালিকা। ওঁর বুঝি এখনও বিয়ে-থা হয় নি ?

ভীমচন্দ্র। না।

শেফালিকা। মিসেস্ রায়ের কাছে এরই মধ্যে না কি অনেক সম্বন্ধ এসেছে ?

ভীমচন্দ্র। তা হবে, ঠিক জানি না।

শেফালিকা। শুন্‌লাম তিনি না কি ক্রোরপতি।

ভীমচন্দ্র। প্রায় ...... তাই ...... খুব ধনী।

শেফালিকা। তা হ'লে অনুগ্রহ করে' একটী পাত্রীর কথা বল্‌বেন ?—অবশ্য direct (ডাইরেক্ট্) ডক্টর্ চ্যাটার্জ্জিকে।

ভীমচন্দ্র। চেষ্টা কর্‌বো।

শেফালিকা। বয়স পঁচিশ, অতি-সুন্দরী না হোক্ অতি-সুশ্রী,

ভট্টবংশ, ডবল এম্‌-এ, গোল্ড্‌ মেডালিষ্ট, বড়-তরফের প্রশংসাপত্রও যথেষ্ট।

ভীমচন্দ্র। ভাল কথা।

শেফালিকা। অতি নরম মেজাজ, সকল রকম কারু-কলায় first grade (ফাষ্ট´ গ্রেড্‌)।

পম্পাবতী। পাগলের মতো কি আবোল-তাবোল বক্‌তে সুরু কর্‌লি, শেফালি ?

শেফালিকা। না, লেডী মুখার্জ্জি, জানেন না। Self-advertisement (সেল্‌ফ্‌ এড্‌ভার্‌টিজ্‌মেণ্ট্‌) না হ'লে আজকাল এক পা'ও চল্‌বার জো নেই। আপনারা হয় তো মনে কর্‌ছেন আমি অত্যন্ত বেহায়া, কিন্তু কি কর্‌বো ? —দেখ্‌ছেন তো এম্‌-এ বি-টি পাশ করেও মেয়েরা বসে' রয়েছে। এসময়ে কারুর স্কন্ধে চাপ্‌তে না পার্‌লে আর উপায় নেই। বয়স তো বাড়্‌তেই চলেছে। ...... আজ আবার খবরের কাগজে পড়্‌লাম বেশী বয়সের মেয়েকে না কি আজকালকার ছেলেরা আর তেমন পছন্দ কর্‌ছে না। ...... স্তর্‌ মুখার্জ্জি, আপনি অনুগ্রহ করে' আমার হ'য়ে একটু চেষ্টা কর্‌বেন ? অবশ্য ডাইরেক্ট্‌ হেড্‌ অফিসে, এজেন্সি দিয়ে নয়।

পম্পাবতী। আবার পাগ্‌লামো ?

শেফালিকা। না, পাগ্‌লামো নয়, আমি খুব seriously (সিরিয়স্‌লি) বল্‌ছি। সত্যি — চেষ্টা কর্‌বেন ?

ভীমচন্দ্র। কোন আপত্তি নেই।

শেফালিকা। ডক্টর চ্যাটার্জ্জি বিয়ে কর্‌বেন এটা নিশ্চয়, আর আমিও জান্‌বেন বিয়ে কর্‌তে ever ready (এভার্‌ রেডী)— তা

যে-কোন বয়সের যে-কোন লোককে—অবশ্য যদি তাঁ'র ব্যাঙ্কে দেখাবাব মতো account (একাউণ্ট) থাকে। কারণ আমরা Economicsএর (ইকনমিক্সেব) student (ষ্টুডেণ্ট্), স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে ববণ করা আমাদের পক্ষে হবে মস্ত বড পাপ — unpardonable crime (অন্পাব্ডনেব্ল্ ক্রাইম্)। ... এখন তবে অনুমতি করেন তো উঠি।

সীমন্তিনী। দাঁড়াও শেফালি, আমিও যাবো। তোমাকে তোমাব দরজায় নামিয়ে দিয়ে যাবো — হেঁটে যাবে কেন? তবে আসি পম্পা, আসি চম্পা, নমস্কার স্যর্ মুখার্জ্জি।

(পম্পাবতীপ্রভৃতিব প্রতি-নমস্কার)

শেফালিকা। নমস্কাব। মনে বাখ্বেন আমাব কথা।

ভীমচন্দ্র। নিশ্চয়। কিন্তু এটাও মনে রাখ্বেন — মানুষের যা' সাধ, বিধির তা'তেই বাদ।

শেফালিকা। (দরজার নিকটে) হাঁ বিধিব আছে বটে সে অপবাদ। তবুও দেখ্বেন — "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।" দেখুন কত বড সংস্কৃত বলে' ফেলেছি — যদিও Economicsএর student (ইকনমিক্সের ষ্টুডেণ্ট)।— আসি।

(সীমন্তিনী ও শেফালিকার প্রস্থান)

পম্পাবতী। ভীম, কিছু টাকা চাই। (সোফায় গিয়া বসিল)

ভীমচন্দ্র। আবাব?

পম্পাবতী। আমি তো বল্লাম, আমার পড়্তা বড় মন্দা।......, রাণী জগৎমোহিনী নিশ্চয় কিছু তুক্তাক্ জানেন।

ভীমচন্দ্র। (মৃদুহাস্যে) তা হ'লে তোমরাও বিশ্বাস করো? ......এই তুক্তাকে?

পম্পাবতী। হাঁ—তা করতে হয় বই কি।

ভীমচন্দ্র। ভাল — ভাল, অন্ততঃ এ বিশ্বাসটাও রেখো। কত হ'লে তোমার এখন চলে?

পম্পাবতী। হাত আমার একেবারে খালি। জানি না ব্যাঙ্কে আমার বেশী কিছু পড়ে' আছে কি না।

ভীমচন্দ্র। বোধ হয় তুমি overdraw করে'ই ফেলেছ। আজ আমার কাছে তার নোটীশ এসেছে।

পম্পাবতী। তবে তো বড় লজ্জার কথা।

চম্পাবতী। মুখার্জ্জি সাহেব, আমি ন'য় একটু লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে বসি। দিদিকে আপনি বোধ হয় এখন একটু moral lesson (মর‍্যাল্ লেস্‌ন্) দিতে চান।

ভীমচন্দ্র। না, না, তোমার যেতে হবে না। আমার বলা-কহার দাম কি, চম্পা? তোমার দিদি হ'চ্ছেন দ্বিতীয় মহম্মদ তুঘলক, যা' চাইবে ওঁর প্রাণ, তাই উনি করে' যা'ন্।

পম্পাবতী। আচ্ছা, পাগলের মতো কি বক্‌ছো? তুমি কি বল্‌তে চাও — আমার প্রাণ চায় বদ-রং যত আমার হাতেই আসুক?

ভীমচন্দ্র। সে কথা তো আমি বল্‌ছি না।

চম্পাবতী। আমি চল্‌লাম, আপনাদের বেশ একটু পাকাপাকি হয়েই আস্‌ছে। (হাসিতে হাসিতে লাইব্রেরী ঘরে গমন)

পম্পাবতী। নাও, এখন কি বল্‌বে বলো, কিন্তু সোজাভাবে — অত ছেঁদো কথায় নয়।

ভীমচন্দ্র। কি লাভ? বল্‌বার যা, তা বলে'ই দিয়েছি।

পম্পাবতী। তা দিয়েছ – এখন কি অন্তটিপনী দেবে সেইটেই শুনি।

ভীমচন্দ্র। ঐ তো — আমি কিছু বল্‌লেই. তুমি বলে' বস্‌বে আমি আসি তোমায় শুধু কষ্ট দিতে — জ্বালাতন কর্‌তে।

পম্পাবতী। না, আমি এত অভদ্র নই। বলো, তুমি কি বল্‌তে চাও।

ভীমচন্দ্র। কিছুই বল্‌তে চাই না। কালই তোমার নামে ব্যাঙ্কে দুহাজার টাকা জমা দিয়ে দিচ্ছি।

পম্পাবতী। My dearie (মাই ডিয়ারী)! (ভীমের গলদেশ জড়াইয়া ধরিল)

ভীমচন্দ্র। হাঁ — ভাল কথা, তোমার বাবাকে আবার কিছু — অন্ততঃ হাজার দশেক — ধার বলে' দিতে হবে।

পম্পাবতী। বাবা দেখ্‌ছি আমাদের পথে না-বসিয়ে ছাড়্‌ছেন না। এত টাকা নষ্ট কর্‌ছেন যে — ......নাঃ! — আমাকে সত্যি-সত্যিই এবার মুখ খুল্‌তে হবে।

(উভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল)

ভীমচন্দ্র। তুমি কি আজ দিলীপকে একটু দেখেছো?

পম্পাবতী। হাঁ — যেন মনে হ'চ্ছে — হাঁ তাইতো বটে — দেখেছি, দুপুর-বেলা।

ভীমচন্দ্র। (দীর্ঘনিশ্বাস). একটা কথা — cricket ground থেকে ফিরে আস্‌বার সময় আমি বাগানটা ঘুরে আস্‌ছিলাম। দেখি — perambulatorএ দিলীপ একা একটী পথের ধারে — তার nurseটী পাশের ঝোপে Justice Royএর আরদালীর সঙ্গে রসালাপে মত্ত।

পম্পাবতী। অ্যাঁ — খোকাকে একলা ফেলে? তুমি তা'কে কিছু বল্‌লে? না, — না?

ভীমচন্দ্র। বল্‌বো না? কি বলো! — বেশ ধমকে দিলাম। কিন্তু ধমকে তার লজ্জা হওয়া দূরে থাক্, সে পষ্টাপষ্টি চাকরীতে ইস্তফা দেবার নোটীশ দিলে। আশ্চর্য্য।

পম্পাবতী। এই দ্যাখো। আবার আমায় নতুন নার্সের সন্ধানে ফিরতে হবে। নাঃ — তুমি একটুতেই একেবারে আগুন হ'য়ে ওঠ, ওই তো তোমার দোষ।

ভীমচন্দ্র। আচ্ছা, তোমার সময় কি সত্যিই এত কম যে অন্ততঃ ঘণ্টাখানেকের জন্যও খোকাকে একটু দেখা-শোনা করবার সুবিধে হয় না?

পম্পাবতী। কি যে বলো তার ঠিক নেই। তুমি চাও আমি দাসী-বাদীর মতো perambulator (প্যারাম্ বুলেটর্) ঠেলে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিই?

ভীমচন্দ্র। ঠিক তা নয়।

পম্পাবতী। তবে? ...... তুমি যখন দিলীপের মতো ছোট্টটী ছিলে, তখন তোমার নার্স্‌ও তোমার পাশের বাড়ীর আরদালীর সঙ্গে রসালাপে মত্ত থাক্‌তো, তোমাকেও ঐরকম রাস্তার ধারে একলাটী ফেলে রাখ্‌তো।

ভীমচন্দ্র। কিন্তু আমি তো কখনো নার্সের হাতে মানুষ হইনি।

পম্পাবতী। হ'তে পারে — যদি তোমার মার অবস্থায় না কুলিয়ে থাকে।

ভীমচন্দ্র। হাঁ, অবস্থায় কুলোয়নি — মা ছিলেন অত্যন্ত গরীব। কিন্তু মা বল্‌তে যা', তা' আমার ছিল। আমার গর্ব্ব যে আমি মা'র বক্ষে মানুষ।

পম্পাবতী। হাঁ, উঠতে-বসতে, যখন-তখন তুমি এই গল্পটাই ভাল করে' শুনিয়ে দাও। তা'র মানে — তোমার মা তোমাকে নিজে মানুষ করেছেন — দিলীপকে যা' আমি করতে পারি না। — আমি একটা আত্মসুখী, নিষ্ঠুর রাক্ষসী — এই তো? বেশ। এখন আর কিছু যদি বল্‌বার থাকে বলে' ফেলো।

ভীমচন্দ্র। পম্পা! ....

পম্পাবতী। বলো—বলো, আর কি খোঁটা দেবার আছে, বলো।

ভীমচন্দ্র। আচ্ছা, আমি তো তোমায় যখন তখন জ্বালাতন করি — কষ্ট দিই, কিন্তু তুমি কি কখনও ভেবে দেখেছ তুমি আমায় কতটা কষ্ট দাও?

পম্পাবতী। কষ্ট তুমি নিজেই টেনে নিয়ে এসো। কারণ, কিছুই তোমার মনে ধরে না। যখন যা' এসে পড়ে তখন তা' তেমনি ভাবে নিতে চাও না। আগে হ'তেই তা'র খুঁত পেড়ে মনটা বিষিয়ে তোল।

ভীমচন্দ্র। স্বভাব না যায় ম'লে — জানোই তো। এটাও ঠিক, আমি তোমার কাছে বেশী-কিছুর দাবী করি না।

পম্পাবতী। তোমার চক্ষে হয় তো সেটা বেশী নয়, কিন্তু আর পাঁচজনের চক্ষে সেটা এত বেশী যে বড়ই লজ্জার। তুমি তো চাও আমি জগতের সকল সম্পর্ক ছেড়ে-ছুড়ে Title Deed (টাইটেল ডিডের) মতো তোমার safeএর (সেফের) মধ্যেই পড়ে' থাকি? তা হ'লে তোমার গোড়াতেই উচিত ছিল অজ্‌-পাড়াগাঁয়েতেই ঘর সংসার পাতা। কাল রাত্রে তোমার মেজাজের অন্ত পাওয়াই ভার ছিল। তা'র কারণ, আমার নাচের পালা ছিল চঞ্চু গাঙ্গুলীর সঙ্গে। — কেমন. এই তো?

ভীমচন্দ্র। চ — ঞ্চু গাঙ্গুলী।

পম্পাবতী। হাঁ — ওই তো ওর নাম।

ভীমচন্দ্র। তুমিও কি চঞ্চু বলে'ই ডাকো ?

পম্পাবতী। আঃ! কি যে তোমার ছল। ......হাঁ, আমি চঞ্চু বলে'ই ডাকি। দোষ কি ? — সকলেই তা'কে চঞ্চু বলে।

ভীমচন্দ্র। ওঃ—

পম্পাবতী। ওঃ — কি রকম ? ......তোমার মনের অন্ত দন্ত নেই।

ভীমচন্দ্র। তুমি জানো, তোমাকে আমি অনেকবার মানা করেছি — ঐ লোকটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশা কর্‌তে ?

পম্পাবতী। আর এটাও বোধ হয় জানো, তোমার ঐ অদ্ভুত মানা করাটাকেই আমি অনেকবার মানা করেছি। কারণ, আমি Sunny Parkএর (স্নি পার্কের) fashionable societyর (ফ্যাশনেব্‌ল সোসাইটীর) মাথা, আমাকে মিশ্‌তেই হবে পাঁচজনের সঙ্গে। ...যাক্‌, এ নিয়ে যখন তখন কথা-কাটাকাটির কি দরকার ?

ভীমচন্দ্র। আমার জন্য তুমি এ-টুকু ত্যাগ স্বীকার কর্‌তে পারো না ?

পম্পাবতী। এ যে তোমার অন্যায় আব্দার। একটা লোকের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা ক'য়ে যদি একটু আমোদ পাওয়া যায়, তোমার জন্য তা' বন্ধ কর্‌তে হবে ? কেন ? আমি তা হ'লে তোমার স্ত্রী নই— ক্রীতদাসী ? তুমি যা' চাও না, আর সকলে যে তা' চাইবে না— চাইতে পাবে না, এই বা তোমার কি রকম আব্দার ? না, — এর নাম অত্যাচার — tyranny (টীর‍্যানি)। দশের মাঝে গেলেই তোমার

মেজাজ যদি এত খাবাপ হয় তো তুমি আমাব আঁচল ধবে' সেই দশেব মাঝে যাও কেন? বাড়ীতে বসে' নিবিবিলিতে তোমাব মেজাজ নিয়ে থাকলেই হয়। কাল তোমাব বকম সকম দেখে সকলেই মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছিল।

ভীমচন্দ্র। (গম্ভীরভাবে) তাই না কি ?

পম্পাবতী। আবাব কি। তোমাব মুখখানা হ'য়েছিল যেন colicky (কলিকী) রুগীব মতো। — আমাব মাথা কাটা যাচ্ছিল। তোমাব যদি এতই খাবাপ বোধ হয় তো যাও কেন ?

ভীমচন্দ্র। তুমি যাও, তাই যাই।

পম্পাবতী। আমায় আগ্‌লাতে — body-guard (বডি গার্ড) হ'যে ? আমি তা হ'লে এখনো সেই খুকিটী — বিশ্বাস করে' ছাড়তে ভয় হয় ?

ভীমচন্দ্র। বিশ্বাস অবিশ্বাসেব কথা নয়, পম্পা।

পম্পাবতী। তবে ?

ভীমচন্দ্র। . .. ধবো, তোমাকে সর্ব্বদা দেখ্‌তে ভালবাসি, তাই তোমাব আঁচল ধবে' যাই।

পম্পাবতী। বাজে — বাজে। ব্যবসাদাবী কথায় সব কিছু ভোলানো যায় না। ঊনপঞ্চাশ বাইয়েব একটা বাই তোমাবও আছে জেনো — তুমি ভয়ানক jealous (জ্যেল্যাস্), — ছি !

ভীমচন্দ্র। (পম্পাব হাত ধবিয়া) পম্পা! তোমাদেব societyতে এমন সব লোক আছেন যাঁদের সঙ্গে তোমার মেলা-মেশাটা আমাব ভাল বলে' মনে হয় না।

পম্পাবতী। তোমার সিদ্ধান্তই যে অভ্রান্ত এটাও আমি মেনে

নিতে পার্ছি না, কারণ মনটী তোমার অকারণে বিষগ্রস্ত। যাক্, এ নিয়ে তর্ক করে' মাথা গরম করা মিছে। কেন না, মাথা এ নিয়ে গরম হ'তেই থাক্‌বে, ঠাণ্ডা হ'বার কোন আশা নেই। ......আমি তোমার কোন কাজে কখনো বাধা দিই — কখনো কিছু বলি? — বলো? ......এই যে দেওঘরের আশ্রম — যা'তে তোমার নাম আগে ছাপা হয়েছে, যে ব্যাপারটী নিয়ে রায়বাহাদুর যেখানে-সেখানে এমন কি নর্দ্দামা-আঁস্তাকুড় পর্য্যন্ত চাঁদার খাতা নিয়ে ছুট্‌ছেন, তার জন্য কোন দিন তোমায় কিছু বলেছি?

ভীমচন্দ্র। না, তোমার সে গুণের প্রশংসাই কর্‌বো।

পম্পাবতী। তবে? ...তুমি যা'তে আমোদ পাও আমি তা' দেখে যদি খুসী থাক্‌তে পারি, তোমারও উচিত আমার আমোদ দেখে খুসী থাকা। এতে দুজনেরই সুখ বাড়্‌বে বই কম্‌বে না। ...... নাও — আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে — এইখানেই এই পালার শেষ। মাথা ঠাণ্ডা করো।

(ভীমের আসনের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ভীমের মস্তকের উপর নিজের মস্তক রাখিল)

পম্পাবতী। চম্পা আড়ি পেতে শুন্‌ছে না তো সব? — গেল কোথায়? ভাল, ডক্টর চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে তোমার দেখা করার সুবিধে হয়েছিল?

ভীমচন্দ্র। না, কেন? সে তো আস্‌বেই — তোমারই সে আজ অতিথি।

পম্পাবতী। আজ কিন্তু আগে হ'তে সাবধান কর্‌ছি, তোমার ডক্টর চ্যাটার্জ্জিকে অত করে' সোণার পাহাড় আর C. P.র (সি. পি. র)

জঙ্গলে আটকে বাখ্‌লে চলবে না। চম্পাব সঙ্গে যা'তে দুদণ্ড আলাপ-সালাপ হয সেটাব ব্যবস্থা বেখো।

ভীমচন্দ্র। তুমি ঘটকীব ব্যবসা নিলে না কি ?

পম্পাবতী। তোমারও যদি এই বকম একটী আইবুড়ো বোন্ ঘাড়ে থাকতো, দেখতাম তুমিও এ ব্যবসা না-নিতে কি না। বাবাব অবস্থা সবই তো জানো, আব এ দাযটা যে সম্পূর্ণ আমাদেবই সেটাও তো মনে মনে বোঝ ?

ভীমচন্দ্র। তা তো বুঝি, কিন্তু বমণীবঞ্জনেব বিষযটাও বুঝতে হবে তো।

পম্পাবতী। সোণাব খনিতে বমণীবঞ্জন বেচাবীকে টেনে আনাব কি দবকাব ? চম্পা বমণীকে বিযে করতে পাবে না। . বলো, পাবে ? যতই হোক, বাবাব নামটা তো এখনও আছে।

ভীমচন্দ্র। কিন্তু চম্পা তো বমণীকেই ভালবাসে, তুমিও তো তাই বলো।

পম্পাবতী। হাঁ তা বলি, তা'তে হযেছে কিঁ ?

দবজা খুলিযা ডাকিল——"চম্পা"।

ভীমচন্দ্র। এতে আমার কি ডক্টব চ্যাটার্জ্জির প্রতি অন্যায় কবা হবে না ?

পম্পাবতী। অন্যায ? তুমি কি বলছো!

ভীমচন্দ্র। তা হ'লে তুমি এই ভাব আমাকে দিযে দেখাতে চাও যেন ডক্টব চ্যাটার্জ্জি বুঝুক একমাত্র তাকেই চম্পার মনে ধরেছে ?

পম্পাবতী। তুমি-যুধিষ্ঠিব 'ইতি —গজ' বলে' First Actএর

. (ফার্ষ্ট অ্যাক্টের) drop (ড্রপ্) দিও, বাকী ক'টা Act (অ্যাক্ট) চম্পাই মানিয়ে নিতে পার্‌বে।

ভীমচন্দ্র। কিন্তু আমারও তো একটা ধর্ম্মজ্ঞান আছে।

পম্পাবতী। সে ধর্ম্মজ্ঞানটা এ ক্ষেত্রে Appendicitisএর (এপেণ্ডিসাইটিসের) চেয়েও মারাত্মক, — amputate (এম্পুটেট্) করো, ঝুড়ে ফেলো — বুঝ্‌লে? —শ্যালিকার সম্পতির ভাবটা যখন আমাদেরই ওপর। (দরজার নিকটে গিয়া) চম্পা!

(চম্পাবতীর প্রবেশ)

চম্পাবতী। তোমাদের যুদ্ধ থাম্‌লো?

পম্পাবতী। হাঁ, যেহেতু উনি আমাকে টিপে মার্‌তে চান — কল্কি কামারের হাতুড়ি কি না। ....চম্পা, তোমার মুখার্জ্জি সাহেবের রকম-সকম বোঝ। উনি আজ ডিনারে তোমার পরিচয় দেবেন খুব গাল-ভরা।

চম্পাবতী। কি রকম?

পম্পাবতী। তুমি একমাত্র রমণীরঞ্জনকেই ভালবাস, আর তা'কেই বিয়ে কর্‌তে তোমার পণ। ...... (ভীমচন্দ্রের প্রতি) এ সব হাঁড়ীর খবর না দিলে কি তোমার মাননীয়া শ্যালিকা দেবীর পরিচয় দেওয়া হবে না? — না, তোমার ডাক্তার সাহেবের ডিনার হজম হবে না?

চম্পাবতী। (হাসিয়া ভীম যে আসনে বসিয়াছিল তাহার পাশে গিয়া) আপনি কি আজকাল table rice (টেবল্ রাইস্) ছেড়ে দিয়ে মোটা বালাম ধরেছেন? না, ব্যবসা বড় মন্দা — মাথার তাই ঠিক্‌ঠিকানা নেই? ......রমণী সামান্য professor (প্রোফেসর) মাত্র পাঁচশো টাকা আয়, ঘরে পোষ্যও তার অনেক। সে আমার

টয়লেটের খরচ যোগাতে পার্‌বে? .... বলুন? আপনারা আমার প্রতি কত খরচ করেন, হিসেব আছে তো, — দেখুন খতিয়ে।

ভীমচন্দ্র। বেশ, ডক্টর চ্যাটার্জ্জি যদি আজই propose করে' বসেন, তা হ'লে তুমি কি বল্‌বে?

চম্পাবতী। (অভিনয়ের ভঙ্গীতে অভিবাদন করিয়া) ধন্যবাদ, ডক্টর চ্যাটার্জ্জি! আপনার প্রস্তাব আমি অতি আনন্দের সহিত পেশ কর্‌ছি।

ভীমচন্দ্র। রমণীর সম্বন্ধে একটী কথাও বল্‌বে না?

চম্পাবতী। একটী বর্ণও না। .মুখার্জ্জি সাহেব, আমি কত গরীব জানেন তো, বাবার অবস্থাও বোঝেন তো? .....আর আমি গরীবানী চালে সংসার করাকে বড় ভয় করি, ঘৃণা করি। কি করবো —অভ্যেস করিয়েছেন আপনারই।

ভীমচন্দ্র। কিন্তু —

ভালবাসার ভিতে নয় যে বিয়ে,
সারা জীবন যায় সে দুঃখ দিয়ে।

এ বচনটী তোমায় মনে করিয়ে দেওয়া বোধ হয় আমার পক্ষে বাড়াবাড়িই হচ্ছে।

চম্পাবতী। ভালবাসার ভিতে, মুখার্জ্জি সাহেব? বেশ! ...... তবে সাক্ষী আনা কেন, পুরুত ডাকা কেন, শপথের বাঁধন-কসাকসি কেন? ভিত্‌টার উপর আপনারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন না বলে'ই তো? ভালবাসার ভিতে!— সে বিয়ে হয় তো হয় স্বর্গে, আর এক হয়েছিল সেই শকুন্তলার যুগে। না—তাতেও বুঝি দুঃখ ছিল। ... হাঁ, আর বোধ হয় হয়েছে আপনাদের। সুখেরই নিশ্চয়, কি বলেন?

(এই কথায় ভীমচন্দ্র ও পম্পাবতী কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করিল)। ...
আমার জন্য ভাববেন না, মুখার্জ্জি সাহেব, আমি সাধারণদলেরই একজন।

(বেহারার সঙ্গে গৌরীশঙ্করের ক্রুদ্ধভাবে গৃহে প্রবেশ, পরে বেহারার প্রস্থান)

গৌরীশঙ্কর　চম্পা, মা, তুমি ও-ঘরে যাও। ভীম আর পম্পার সঙ্গে একটা কথা আছে।

চম্পাবতী। ব্যাপার কি? চিতুদা'কে নিয়ে আবার একটা গোলমাল নিশ্চয়? কেন, আমার শুন্‌তে বাধা হ'ছে? আমি কি আপনাদের সংসারের কেউ নই?

গৌরীশঙ্কর। (বিরক্তভাবে) আঃ! — আমি বলছি, তুমি এখন অন্য ঘরে যাও।

চম্পাবতী। ও! — আমি যে এখনও গিন্নী হইনি। মুখার্জ্জি সাহেব! বুঝে নিন্, আমার বিয়ে কি রকম হওয়া দরকার আর দিদির মতো গিন্নী হওয়াই বা কতটা দরকার। (কক্ষান্তরে গমন)

পম্পাবতী। কি হয়েছে, বাবা?

গৌরীশঙ্কর। বাবাজী, তুমি আমার অতি আদরের জামাই। তোমাকে যে ভালবাসি সেটা নেহাৎ গল্প নয়, তোমার গুণের কদর যা' করি সেটাও নিতান্ত অল্প নয়। তুমি উদার, তুমি মহৎ — সবই আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু বাপু, আমার নিজের বল্‌তে সংসার যে-টুকু, সে-টুকু আমাকেই দেখ্‌তে দাও। তা'তে তোমার ওপর-পড়া হ'য়ে মুড়ুলি, আমার ক্ষতির অঙ্কটা বিশ্রীরকম বাড়িয়েই দিচ্ছে, কাজে-কাজেই আমি পষ্টাপষ্টি বাধা দিতে চাই।

পম্পাবতী। কেন, উনি কি করেছেন?

গৌরীশঙ্কর। করেছেন !—খুবই ভাল ! আমার ছেলের মাথাটা বেশ করে' চর্ব্বণ করেছেন। তা'কে বুঝিয়ে পড়িয়ে তৈরী করেছেন সেই লক্ষ্মীছাড়ী মেয়েটাকে বিয়ে করতে।

পম্পাবতী। না, এ অসম্ভব।

গৌরীশঙ্কর। অসম্ভব !......হতভাগা ছোঁড়া একবারে determined, আমার মুখের ওপর বলে' গেল। বেহায়া কি আর গাছে ফলে ?

পম্পাবতী। (অতিক্রুদ্ধভাবে) ভীম !

গৌরীশঙ্কর। তা'কে ত্রিশ হাজার টাকা দেবে, Cotton Millএর এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার করবে, লাঙ্গল ঠেল্‌বার জন্য তিনশো acre (একর্) জমি লিখে দেবে।

পম্পাবতী। C. P.র (সি. পি.র) জঙ্গলে নিশ্চয় ?

গৌরীশঙ্কর। হাঁ — তাই, তাই। রাজা গৌরীশঙ্করের বংশধর C. P.র জঙ্গলে ছত্তিশগড়ী হলধর। কেন না, বে-ঘর বে-জাতে বিয়ে করে' তা'র আর কি থাক্‌বে বলো .... বালীগঞ্জে পরিচয় দেবার ?

পম্পাবতী। না, এ হ'তে পারে না। হয় — সে ভুল বুঝেছে, ন'য় — আপনি ভুল শুনেছেন।

গৌরীশঙ্কর। তা হবে — আমরা ভুলই শুনি, ভুলই বুঝি। সাঁচ্চা পুরুষ তো সাম্‌নে, সাঁচ্চা বাত্ বাত্‌লে নাও।

ভীমচন্দ্র। (গম্ভীরভাবে) চিতু আমার কাছে আসে। সে বলে, সে মেয়েটীকে অত্যন্তই ভালবাসে, তা'কে সে নিরাশ্রয় করতে পারবে না — কোনক্রমেই। কারণ, সে ভদ্রবংশের ছেলে। ...... এ তা'র অন্তরের কথা।

• গৌরীশঙ্কর। (রুদ্রভাবে ভীমচন্দ্রের নিকট ছুটিয়া আসিল, পদ্মাবতী পিতার পশ্চাতে দাঁড়াইল) এ সব যত বাজে — ব্যাজ্‌লা কথা। এ সব কথায় যে কাণ দেয়, সেও তেমনি ব্যাজ্‌লা। ভদ্রবংশের ছেলের প্রধান কর্ত্তব্য তার বংশের ভদ্র নামটা বজায় রাখা। বাপ ঠাকুরদাদার মুখ পুড়িয়ে ভদ্রয়ানা!

ভীমচন্দ্র। কিন্তু একটী ভদ্রবালিকার মুখ পুড়িয়ে সমাজে ভদ্র পোষাক পরে' থাক্‌তে সে মোটেই রাজী নয়। সে নিজেই হতে চায় চাষী, আমি তার কি কর্‌তে পারি?

গৌরীশঙ্কর। এ সব নাটুকে কথা থিয়েটারের ষ্টেজে নাটুয়াদের মুখেই শোনায় ভাল। বুঝলে?

ভীমচন্দ্র। মিস অশোকা খ্রীশ্চান হলেও ভদ্রবংশের মেয়ে সেটা আপনি ভুলে যাচ্ছেন।

গৌরীশঙ্কর। ভদ্রবংশ! অ্যাঁ! যে নিজের মুখ এইরকম করে পোড়াতে পারে, তার আবার পরিচয় দেবার কি আছে হে? আর বাপটা তো একটা মস্ত মাতাল, সেরা জুয়োড়, এক নম্বরের জোচ্চোর। আমার জান্‌তে কিছু বাকী আছে? সত্যি বলছি, ভীমচন্দ্র, তোমার মহত্ত্বের মগ্‌ডাল থেকে দু এক পার্‌ নেমে এসে দাঁড়াও, আমায় স্বস্তি দাও। তোমার ধর্ম্মজ্ঞানে আমি বেচারা অতিষ্ঠ। তুমি মোটা-খদ্দরে হলধর সেজে থাক্‌তে চাও — থাকো, কিন্তু সে তোমার নিজের ঘরে, দোহাই — আমার ঘরে তার propaganda করো না। আমি মানা কর্‌ছি and that very seriously. আমি দেখ্‌তে চাই — তুমি লক্ষ্মীটীর মতো হতভাগা ছোঁড়াকে বল্‌বে, তুমি তোমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছো।

ভীমচন্দ্র। আমার পক্ষে তা' অসম্ভব।

গৌরীশঙ্কর। (অতিমাত্র চঞ্চলভাবে) কি বল্লে — কি বল্লে, ভালমানুষের ছেলে? অসম্ভব? তোমার পক্ষে তা' অসম্ভব?

পম্পাবতী। বাবা! ...... বাবা!

গৌরীশঙ্কর। বলো — বলো — তুমিও বলো। কর্ত্তা গিন্নী দুজনেই বলো — যত খুসী। আমি ছেলের বাপ — আমার ক্ষমতা নেই ছেলেকে শাসন কর্‌বার, সে ক্ষমতা আমায় ধার কর্‌তে হবে পাড়াপড়্‌শীর কাছে।

পম্পাবতী। বাবা, ঠাণ্ডা হোন। আপনার জামাই-এর সঙ্গে আমাকে কথা কইতে দিন। আমার মনে হয়, আমি বোঝাতে পার্‌বো।

গৌরীশঙ্কর। হাঁ নিশ্চয়, তুমিই এক বোঝাতে পারো, আর এক্ষেত্রে তোমাকেই বোঝাতে হবে ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মবিচার এখন তোমার হাতেই।

(গৌরীশঙ্করের সদর্পে নিষ্ক্রমণ। ভীমচন্দ্র ও পম্পাবতী কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল।)

পম্পাবতী। তোমার ওপর এবার আমি বাস্তবিকই ভয়ানক চটেছি।

ভীমচন্দ্র। (শান্তভাবে) আমি সে জন্য দুঃখিত। কিন্তু কি কর্‌বো—

পম্পাবতী। (ভীমচন্দ্রের কথা শেষ হইতে না হইতেই) তুমি নিজেকে এত-বেশী বুদ্ধিমান্ জ্ঞানী মনে করো, তুমি নিজেকে এত-বেশী সাধু মনে করে' এমন সব অদ্ভুত ব্যবহার করো যে —যে তুমি — তুমি—

ভীমচন্দ্র। থাম্‌লে কেন? বলো — আমি কি?

. পম্পাবতী। তোমাব সঙ্গে ঘব কবা একটা সমস্যাব ব্যাপাব হযে দাঁড়াচ্ছে।

ভীমচন্দ্র। পম্পা, তুমি যা' বল্‌ছো সেটা খুব ভাল কথা নয, ভদ্র কথা নয।

পম্পাবতী। (কিঞ্চিৎ সাম্‌লাইযা) তোমাব কাণ্ড-কাবখানা দেখে আমাব যা' মনে হয, তাই বল্‌ছি, অপবেও ঠিক এহ বকমই মনে কর্‌তো — এইবকমই বল্‌তো।

ভীমচন্দ্র। ভাল

পম্পাবতী। এ ব্যাপাবে তোমাব মাথা বাড়িযে দেবার কোন দবকাব ছিল? পবামর্শ কবেছিলে? আমাকে একবাব কাণেও শুনিযেছিলে? ·· ·· চিত্তুব বযস মোটে পঁচিশ, ও' বযসে অনেক ছেলেই অনেক কিছু কবে বসে। (পম্পাবতীব এই কথায ভীমচন্দ্র বিস্মিতনেত্রে তাহাব প্রতি চাহিযা বহিল।) অবশ্য মেযেটীব জন্য আমাব কষ্ট হয, আমি তা'কে অন্য হাজাব বকমে সাহায্য কবতে কুণ্ঠিত নই। কিন্তু আমাব ভাইযেব ওপব তোমাব এমন কি জোব, যা'তে তুমি দুলে-বাগ্‌দীব বিযেব মতো লজ্জাব বিযেতে তা'কে জোব কবে' নামাতে চাও?

ভীমচন্দ্র। এতে কোন জোব নেই, জববদোস্তিও নেই। সে আমাব কাছে আসে নিজেব ইচ্ছেয — সেটা বোধ হয জানো না।

পম্পাবতী। হাঁ, হ'তে পাবে। তা'ব মনে অত সাত-পাঁচ নেই, সে তোমার কাছে এসেছিল — বড ভগ্নীপতি তুমি — তোমার দবদ ভিক্ষে কর্‌তে, সৎপরামর্শ নিতে।

ভীমচন্দ্র। আমি তা'কে ও-দুটো জিনিষই দিযেছি। মানুষেব প্রতি মানুষেব যতটুকু কর্ত্তব্য, ততটুকু কর্‌তে চেষ্টা কবেছি।

পম্পাবতী। আঃ!—তোমার ধর্ম্মের বক্তৃতা রাখো। …… তুমি কি সত্যিই বলতে চাও — তুমি চিরকালই পবিত্র, চিরকালই শুচি, জীবনে এমন কোন অন্যায় করোনি যার জন্য তোমার এখন একটু অনুতাপও আসে? …… নাঃ!—তোমার এই অদ্ভুত আচরণ দেখছি শেষে আমাকে ধর্ম্ম জিনিষটাকেই ঘৃণা করতে শেখাবে।

ভীমচন্দ্র। পম্পা!

পম্পাবতী। হাঁ — হাঁ, নিশ্চয়! তুমিই শেখাচ্ছো —শেখাবে। …… তোমার ধর্ম্মদেবতার এত অসৈরণ যে চম্পার একটা ভাল বিয়েতে ভাঙ্‌চি পাড়তে চায়, চিতুর নাম-ধাম কেড়ে নিয়ে তা'কে চাষীর পোষাক পরিয়ে জঙ্গলে চালান দিতে চায়। ছি! ছি! ছি! ছি!

(ভীমচন্দ্রের সম্মুখে বিস্ফারিতনয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। ভীমচন্দ্র পাথরের মূর্ত্তির মতো স্থির হইয়া রহিল, কোন চাঞ্চল্য নাই। ঠিক এই মুহূর্ত্তে বেহারার সহিত মিসেস্ করুণা রায়ের গৃহে প্রবেশ। বেহারা পম্পাবতীর সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করিল।)

পম্পাবতী। (মিসেস্ রায়ের দিকে অগ্রসর হইয়া) একি! মিসেস্ রায়! আসুন, আসুন। ওঃ — বড্ড বাঁচিয়ে দিলেন — ক্ষেপে যাচ্ছিলাম আর কি।

মিসেস্ রায়। তোমাদের নিভৃত আলাপে বোধ হয় বাদ সাধলাম?

পম্পাবতী। হাঁ, কিন্তু অতি মনোরমভাবে। ধন্যবাদ! (বেহারার হাত হইতে এক টুকরা কাগজ লইয়া) এ কি, এ চিঠি কার?

(ইতোমধ্যে ভীমচন্দ্র ও মিসেস্ রায় চেয়ারে বসিল)

বেহারা। রাজা সা'ব লৌট আয়া হৈঁ, লেডী সা'ব। আপকো সাথ কুছ্ জরুর বাত্ হৈ — লাইব্রেরী-ঘরমেঁ।

পম্পাবতী। লাইব্রেরী-ঘরমে ? —ও — আচ্ছা। মিসেস্ রায়, ক্ষমা করবেন, আমি এখনি আস্‌ছি।

(বেহারা দরজা খুলিয়া দিল, পম্পাবতী চলিয়া গেলে বেহারা দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল)

মিসেস রায়। আপনাদের যা' নিয়ে আলোচনা তা' বোধ হয় অনেকটা ধরতে পেরেছি। আমিও আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। (খানসামা চা লইয়া আসিল, ভীমচন্দ্র চা offer করিলে মিসেস রায় ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিল)। মিস্ অশোকা এখন আমার কাছেই জানেন তো ?

ভীমচন্দ্র। আপনার কাছে ? (খানসামার প্রস্থান)

মিসেস্ রায়। হাঁ। বাপ-মা জায়গা দেয়নি, তাকে Lower Hotelএ উঠ্‌তে হয়েছিল। বেচারীর কষ্টের কথা শুনেই হোটেলে গিয়ে দেখা করি। বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ীতে নিয়ে এসেছি।

ভীমচন্দ্র। খুব ভালই করেছেন, এ আপনার উদার স্বভাবের পরিচয়।

মিসেস্ রায়। বেচারী বড় মন-কষ্টেই ছিল। তবে কুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছে — এই যা। সে-ই আমায় বল্‌লে, আপনি কুমারকে যা' যা' বলেছেন।

ভীমচন্দ্র। আপনি কি মনে করেন ? আমি যা' যা' বলেছি —

মিসেস্ রায়। আপনার উদ্দেশ্য সাধু, প্রস্তাব উদার, উপদেশ অত্যন্ত মূল্যবান্—

ভীমচন্দ্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার শ্বশুর ম'শায় ঠিক আপনার মতো ভাব্‌ছেন না। তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ উল্টো।

মিসেস্ রায়। হাঁ, তা' হ'তে পারে। তিনি নিজের সুখ-স্বার্থের জন্যই বিশেষ ব্যাকুল।

ভীমচন্দ্র। আরও দুঃখের বিষয়, ঠিক ঐরকম উল্টোই বুঝ্ছেন আমার স্ত্রী — আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী।

মিসেস্ রায়। পম্পা? (ভীমচন্দ্র সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল) — সে কি! আপনি তা'র মত করান্। তা'র মন বড় ভাল, তা'তে দরদ আছে। আমার মনে হয়, সে আপনাকে ঠিক ধর্তে পারছে না, তা'কে বোঝান্ ভাল করে'। ...... ও! —আমি তা হ'লে এঁচেছিলাম ঠিকই। আপনাদের কথা কাটাকাটি হ'চ্ছিল এই নিয়ে?

ভীমচন্দ্র। হাঁ। ...... আমি এই বেচারী অশোকার জন্য বড়ই চিন্তিত, মিসেস্ রায়। মনের কষ্ট আমারও বড় কম নয় জান্বেন। কিন্তু এখন মনে হ'চ্ছে, আমার কোন হাত নেই, কোন জোর নেই, কোন দাবী-দাওয়া নেই — আমি নিতান্ত শক্তিহীন।

মিসেস্ রায়। শক্তিহীন! ...আপনি?

ভীমচন্দ্র। হাঁ। দেখ্ছেন তো—

মিসেস্ রায়। আপনাকে সি. পি.তে কি বলে' ডাক্তো?

ভীমচন্দ্র। সে C. P.র কথা ছেড়ে দিন। সে হ'ল আস্তিকের দেশ, সেখানে অনেক-কিছুই কর্তে পারতাম, অন্ততঃ কর্বার শক্তিতে বিশ্বাস রাখ্তাম। কিন্তু এখানে?—এখানে আমি যেন অন্য মানুষ।

মিসেস্ রায়। হাঁ, বাহির থেকে সেইটাই মনে হয়। কিন্তু, স্যর্ মুখার্জ্জি, অন্তরের মানুষ অন্তরে ঠিকই আছে — তবে হয়তো একটু ঘুমিয়ে। ...... দেখুন, মেয়েটীর রূপও যেমন মনটীও তেমনি সরল; ষোল-আনা বিশ্বাস, বিয়ে হ'লে সে সুগৃহিণী আর সুসন্তানের জননী

হবে। বংশও তার ভদ্র। এক বল্‌তে পারেন সে খ্রীশ্চান। কিন্তু সেইটাই কি সকল আড়াল করে' দাঁড়াবে? মানুষের গড়া পাঁচীল-বেড়ায় তো প্রাণের ডাক থামানো যায় না। কুমার চিত্তহরণ মেয়েটীকে সত্যিই ভালবাসে। মেনে নিচ্ছি সে দুর্ব্বল, কিন্তু অন্তর তার সজাগ। অভদ্র আচরণ কর্‌তে সে সত্যিই ভয় পায়।

ভীমচন্দ্র। সবই বুঝ্‌ছি, মিসেস্ রায়। কেবল একটা সমস্যা দাঁড়াচ্ছে — এ বিষয়ে যে হস্তক্ষেপ কর্‌বো সে দাবী আমার কতটুকু? — বুঝে দেখুন। ...... চিতুকে আমি গোড়ায় যা' যা' বলেছিলাম, সে সব খুব ভেবে-চিন্তে নয়, অনেকটা দরদের ঝোঁকে — আবেগে। তখন ভেবে দেখিনি — সে রাজকুমার, তার বংশ আছে, মর্য্যাদা আছে। সত্যিই তো আমি C. P.র ভূত, অসভ্য জঙ্গ্‌লী, আমি এদের মান-মর্য্যাদার নীতিসূত্র কতটুকুই বা বুঝি — বুঝ্‌তে পারি?

মিসেস্ রায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রের নীতিসূত্র বুঝ্‌তে পাবে একমাত্র অন্তর — দরদ, দরদ — স্যর্ মুখার্জ্জি! ...... আর যেদিক দিয়েই দেখুন, শুধু একা মেয়েটীকেই বা কেন এত কষ্ট দেওয়া হবে?

ভীমচন্দ্র। আহা! অনাথা বেচারী। আমি তার জন্য বড়ই চিন্তিত। ...... আচ্ছা, আর কোন উপায় হয় না?

মিসেস্ রায়। আ—র কো—ন উ-পা—য়! বলেন কি? আপনিও এই কথা বল্‌ছেন? স্ত্রীলোকের সমাজ গেল তো রইল কি? ......শুনুন, আমার ইতিহাসও ঠিক এই রকম।

ভীমচন্দ্র। (আশ্চর্য্যান্বিতভাবে) আপনার?

মিসেস্ রায়। হাঁ — আমার। আপনি জানেন না?

চন্দ্র। বিশেষ তেমন নয়। সামান্য যা', তা' বাজে গুজব বলে'ই মনে হয়।

মিসেস্ রায়। বাজে গুজব নয়। ......আমার এই যে 'রায়' পদবী, এটী সাত বছর আগে আমায় যিনি বিয়ে করেন তাঁরই — তিনি পশ্চিমা, বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার। তিনি বিষয়-সম্পত্তি যা' রেখে গেছেন সব এখন আমার, কাজে-কাজেই লোকে এখন আমাকে সমাজে আদর করে' ডাকে। কিন্তু, স্যর্ মুখার্জ্জি, এই সাত বছর আগে আমার দুর্দ্দশা দেখে বুঝি কুকুরবিড়ালও কাঁদ্‌তো।

ভীমচন্দ্র। আপনার কোন আত্মীয়-বান্ধব ছিল না?

মিসেস্ রায়। স্ত্রীজাতি এমনি অভাগা, যে তাদের যদি কেউ হঠাৎ পা-পিছ্‌লে পড়ে তো তা'কে ধরে' তোল্‌বার মানুষ মেলা ভার। নিজের মা-মাসীও এগোয় না, বোন্-সমবয়সীও ঘেঁসে না। অবশ্য পুরুষ অনেকেই হাত বাড়ায়, কিন্তু সেটা দয়ায় নয়, স্বার্থের ঝোঁকে।

ভীমচন্দ্র। এটা খুবই সত্যি। (উঠিল)

মিসেস্ রায়। আমাকে দুমুটো ভাতের জন্য অনেক-কিছুই কর্‌তে হয়েছে, স্যর্ মুখার্জ্জি। প্রথমে গার্ল্ স্কুলে সেলাই শেখান চাকরী, কিন্তু তা'তে পড়্‌লো নানা জনের নানান্ বাধা। তার পর বাধ্য হ'য়ে রাঁধুনীবৃত্তি, সাবানের ক্যান্‌ভাসিং, নার্সিং—কি নয়? শেষে লক্ষ্ণৌ হ'তে লেডী ডাক্তার হ'য়ে যখন বেরোলাম, তখন আমার পায়া হ'ল — খাতির বাড়্‌লো, ঐ পশ্চিমা ডাক্তার The late Dr. Roy (দি লেট্ ডক্টর রায়) আমাকে propose (প্রোপোজ্) কর্‌লেন, আমায় বিয়ে কর্‌লেন, সমাজে আমার সম্ভ্রম দিলেন। কিন্তু ঐ কষ্টের দিনে আমি

প্রতিজ্ঞা করেছিলাম — যদি কখনো জীবনের ধারা বদ্‌লাতে পারি তো অনাথাকে আশ্রয় দিতে কখনও 'না' বল্‌বো না।

ভীমচন্দ্র। মিসেস্ রায়, সত্যি বল্‌তে কি আমি কোন দিনই ভাবিনি যে আপনার ভিতরে এতখানি শক্তি।

মিসেস্ রায়। তার কারণ — আমার মন্ত্রগুপ্তি। ঢাক-পিটোনো ভালবাসি না। কাজ যা', গোপনে কর্‌তেই ভালবাসি—অবশ্য যা' পারি। শক্তিতে না কুলোলে অপরের সাহায্য খুঁজি।

ভীমচন্দ্র। আমিও আজ ঠিক আপনার মতো লোকেরই সাহায্য খুঁজ্‌ছি।

মিসেস্ রায়। বলুন, কি ভাবে আপনার কাজে লাগ্‌তে পারি। ......আমি আপনার বন্ধুই জান্‌বেন, তাই বন্ধু-হিসেবে আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা কর্‌বো মনে কিছু কর্‌বেন না। ...... বল্‌তে পারেন, পুরুষ-ব্যাঘ্র — যাকে দেখে লোকে সি. পি.তে একশো হাত দূরে গিয়ে দাঁড়াতো — তিনি আজ কেন বালীগঞ্জের রেশমী curtainএর (কার্টেনের) তলায় ভয়ে জড়-সড় ? — যেন হিপোড্রোমের জীব। তাঁর মন্ত্র-শক্তি, উৎসাহ, উদ্যম—সব গেল কোথায় ? কে সে-সব কেড়ে নিলে ? —নিতে পারে ? —তিনি যদি না স্বেচ্ছায় তা' বিসর্জ্জন করেন ?

ভীমচন্দ্র। কিন্তু, মিসেস্ রায়, আমি তো এখানে এখন আর একা নই যে মরিয়া হ'য়ে নিজের ইচ্ছে-মাফিক কাজে নেমে যাবো। এখানে আমায় ভাব্‌তে হ'চ্ছে অনেক কথা — অনেকের কথা।

মিসেস্ রায়। মেনে নিচ্ছি, কিন্তু এ-ও মানি এই অনেকের মধ্যে পুরুষ যদি থাকেন তো আপনি। আর প্রকৃত পুরুষের শাসনকে মেনে নিতে হবে অন্য-অনেককেই।

ভীমচন্দ্র। কিন্তু সে পৌরুষ দেখাতে হ'লে হয় তো অনেক-কিছুই ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যেতে পারে।

মিসেস্ রায়। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি যখন শাসন-দণ্ড হাতে নিয়ে দাঁড়াবেন, দেখ্বেন, — অনেক-কিছুই তখন ভাঙ্গার বিপদ হ'তে বাঁচ্বার জন্য অতি-সাবধান হ'য়ে পাশ কাটিয়ে দাঁড়াবে। আপনি এদের এখনো চেনেন নি। এরা চক্কর তোলে একটুতেই, কিন্তু ছোব্লায় লোক বুঝে। — আপনার মতো লোককে নয়। ....আপনার প্রধান বাধা কি আপনার শ্বশুর ম'শায় ? ..... মাত্র একটী ভ্রূভঙ্গ — বেশী নয়, একটী ভ্রূভঙ্গ, — সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তী-উৎসব নৃত্য-গীত-রঙ্গ সব-কিছুরই এক মুহূর্ত্তে কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা। ... আপনার আর কি বাধা ? — আপনার স্ত্রী ? সত্যি বল্তে কি পম্পাকে আমি ভালবাসি প্রাণের মতো। তার অন্তর বড়ই দরদী, কিন্তু তা'কে চালিয়ে নেবার জন্য যেটুকু শিক্ষার দরকার তা'র গুরুর অভাব হয়েছে গোড়া থেকেই।

ভীমচন্দ্র। গুরুর অভাব ! আমি—

মিসেস্ রায়। স্যর্ মুখার্জ্জি, আপনি ভুল বুঝ্ছেন। ..... আমরা স্ত্রীলোক পুরুষের শাসন—প্রভুত্ব —tyranny (টীর‍্যানি) নিয়ে বাহিরে যতই লড়ালড়ি করি, কিন্তু বুকে হাত দিয়ে যদি বল্তে হয় তো এক-বাক্যে স্বীকার করি — প্রভু হ'বার যোগ্য প্রকৃতশক্তিমান্ পুরুষকেই আমরা অন্তরের সঙ্গে পূজো করি। আপনাদের কবি, নাট্যকার আমাদের চলা-ফেরা জীবনধারাকে অতি জটিল মনস্তত্ত্বের বিষয় বলে' যতরকমেই ব্যাখ্যা করুন, আমরা আসলে তা' নই। আমরা চলি অতি স্বাভাবিক — সরল, কিন্তু প্রকৃতশক্তিরূপী মানবের

শাসনসীমায়। — যেমন চন্দ্রের শাসনে নদী চলে-ফেরে জোয়ার-ভাঁটায় — অতি সহজ ও সরলভাবে। .... পম্পা আপনারই যোগ্য, কেবল আপনাকে সে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছে না। আর কি করে'ই বা বুঝ্‌বে? গোড়া থেকে বোঝাবার চেষ্টা তো হয়নি। আর তা' হয়ও না, চেষ্টাটা প্রায় শেষাশেষিই হয় — যখন মোহের পালা শেষ হ'য়ে আসে। ..... যাক্, এ বিষয়ের শেষ-মীমাংসা আজই আপনাকে কর্‌তে হ'চ্ছে। আপনি সি. পি.র প্রকৃত শক্তিমান্ বীর হ'তে চা'ন? — না, এই Sunny Park এর (স্যনি পার্কের) carpet knight (কার্‌পেট্ নাইট্) সেজে থাক্‌তে চা'ন?

ভীমচন্দ্র। আমি সেই লড়ায়ে ভীম হ'তেই চাই। আপনি ঠিকই বলেছেন। .... আমি চিতু আর অশোকা দু'জনকেই রক্ষা কর্‌বো। ......হাঁ — নিশ্চয়। আমি একবার অশোকার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাই।

মিসেস্ রায়। ভালই তো, আসুন। (উঠিল — ভীমচন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিল) — হাঁ, এখনি। — কেন নয়? দু' মিনিটের ব্যাপার—

ভীমচন্দ্র। (দৃঢ়তার সহিত) বেশ — চলুন—

(উভয়ে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল, ইতোমধ্যে দ্বার খুলিয়া পম্পাবতী প্রবেশ করিল, ভীমচন্দ্র দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল)

পম্পাবতী। (মিসেস্ রায়ের প্রতি) বড়ই লজ্জিত, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। কি কর্‌বো, শ্বশুর-জামাইয়ের ঝগড়া মেটাতে মেয়েকেই লজ্জার মাথা খেয়ে ওপর-পড়া হ'তে হয়। ...... যাচ্ছেন না কি?

মিসেস্ রায়। হাঁ, পম্পা। আমি একটু পরের ব্যাগার নিয়ে এসেছিলাম। আপনি খুলে বলুন, স্যর্ মুখার্জ্জি। আমি নীচে আপনার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছি। (দ্রুত নিষ্ক্রমণ)

ভীমচন্দ্র। মিসেস্ রায়কে নিয়ে আমি মিস্ অশোকাকে দেখ্‌তে যাচ্ছি।

পম্পাবতী। মিস্ অশোকাকে ? — কেন ?

ভীমচন্দ্র। সে বেচারী এখন মিসেস্ রায়ের বাড়ীতেই। তা'ব বন্ধু আর বাড়ী —এ দুটীবই এখন বিশেষ অভাব।

পম্পাবতী। তা তুমি যাচ্ছো কেন ?

ভীমচন্দ্র। তা'র সঙ্গে দেখা করে' একটা বন্দোবস্ত কর্‌বো —কি কর্‌লে সব দিকেই ভাল হয়।

পম্পাবতী। কি কর্‌লে ভাল হবে ?

ভীমচন্দ্র। ফিরে এলেই শুন্‌তে পাবে আমি যা ঠিক করেছি—

পম্পাবতী। (রুক্ষভাবে) তুমি **যা ঠিক করেছ** ?

ভীমচন্দ্র। (যাইতে যাইতে দৃঢ়তার সহিত) হাঁ। (নিষ্ক্রমণ)

(পম্পাবতী কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল, পরে ক্রুদ্ধভাবে পিয়ানোর নিকটে বসিল। রুদ্রভাবে পিয়ানোর উপর অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিল ও অনেকরকম বেসুরো বাজনা বাজাইতে লাগিল। ইতোমধ্যে চম্পাবতী একখানি পুস্তকহস্তে অন্য ঘর হইতে একটী গানের সুর ধরিয়া পিয়ানোর নিকটে আসিল)

চম্পাবতী। আঃ — দিদি, কি বাজাচ্ছো মাথামুণ্ডু ? — সবই বেসুরো। ঠিক করে' বাজাবে তো বাজাও, নইলে আমি পিয়ানোর চাবিব ওপর দাঁড়িয়ে নাচ্‌বো। বাজাও বল্‌ছি হুশিয়ার হ'য়ে। দেখ-

দেখিন্ কেমন একটী গান (পুস্তক দেখাইল) — গানটী ভারি সুন্দর — বড্ড খাঁটী কথায় ভরা। একি! উঠ্‌লে যে?—

(পম্পাবতী পিয়ানো ছাড়িয়া অটোম্যানে অর্দ্ধশয়ান ভাবে রহিল)

পম্পাবতী। তুই বাজিয়ে গা, আমি শুনি।

(চম্পাবতী পিয়ানো বাজাইয়া গাহিতে লাগিল)

গীত

কর্ত্তা-গিন্নীর ঝগড়া তা' হবেই ঘরে ঘরে,
তা হোক্ না তা'রা পাড়াগেঁয়ে—হোক্ না শহুরে।
অজার যুদ্ধ—শিং-নাড়া সার, আছে কি তায় সন্দ?
ঋষির শ্রাদ্ধ—সবই ঢুঁঢু, নেইকো লুচির গন্ধ।
আবার শরতের মেঘ—মিছে ডাক তার, মিলোয় চ'খের পলে,
ঐ কর্ত্তা-গিন্নীর ঝগড়ারও শেষ মিলন-আঁখির জলে।

চম্পাবতী। দিদি!

পম্পাবতী। কি বল্‌ছিস্?

চম্পাবতী। ভয়ানক গোলমাল—না? সি. পি.র জঙ্গলে? হ'তেই পাবে, non-regulated province (নন্-রেগুলেটেড্ প্রভিন্স্) তো?

পম্পাবতী। (প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল) ওঃ — চম্পা, এক এক সময়ে সে এমন বিশ্রী ব্যবহার করে, যে আমার ছোটলোকের মতো ডাক্ ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে করে।

চম্পাবতী। তোমার বাজনা শুনে সেইরকমই মনে হ'চ্ছিল। — অথচ তুমি কত-না সুন্দরই বাজাও। ....চিত্তুদা'র বিষয়ে কি ঠিক হ'লো?

পম্পাবতী। ভীম চায় চিতুকে ...... না থাক্‌গে, সে-সব অতি নোংরা কথা। তোমার বয়স হয়নি সে-সব শোন্‌বার।

চম্পাবতী। আচ্ছা দিদি, আমি কি সত্যিই এত ছেলেমানুষ যে তোমাদের সংসারের ব্যথা-বেদনার সামান্য-কিছু ভাগও নিতে পারি না? — বলো, সত্যি বলো, কি নিয়ে তোমাদের এত রাগারাগি চলেছে?

পম্পাবতী। চম্পা, আজ আমার মেজাজ বড্ড খারাপ — বড্ড বড্ড খারাপ, কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না, কোন কথাই না।

চম্পাবতী। তোমার রকম-সকম দেখে আমি তো আমার পক্ষে কিছুই সুবিধের মনে কর্‌ছি না, দিদি। সত্যি আমার ভয় লাগ্‌ছে, — বিশেষ করে' ঐ অচিন্ সুবর্ণরেখাটীকে বিয়ে কর্‌তে। আমি মর্জি-ভঙ্গ হ'যে পড়্‌ছি, সত্যি বল্‌ছি। — যদিও আমি সব রিহার্স্যাল্ দিয়ে রেখেছি। শোন। — শুন্‌বে?

সোণার খনি হ'তে উঠিল সুর,
— "হ'বে কি তুমি মোরই একান্ত?"
বলিব মৃদু হেসে — "ধন্য!
আমি তো তোমারই হে কান্ত।"

Satisfied (স্যাটিস্‌ফায়েড্)? দেখ, কেমন অভ্যেস কর্‌ছি, যদিও রমণীরঞ্জনকে আগে থেকেই like (লাইক্) করে' ফেলেছি।

পম্পাবতী। আবার? — Naughty girl (ন্যঃটি গার্ল্)!

চম্পাবতী। আচ্ছা আমি শান্তশিষ্ট হ'চ্ছি, কিন্তু তুমি আমায় খুলে বলো — চিতুদা' এমন কি করেছে যা'র জন্য তোমাদের ঘরে এমন ঝড় উঠ্‌ছে? মিস্ অশোকাকে নিয়ে কোন গোলমাল বেধেছে? বলো, সত্যি বলো।

পম্পাবতী। তুমি যে ঘরে ছিলে সেই ঘরেই যাও। —জ্বালাতন ক'রো না।

চম্পাবতী। আচ্ছা, চিতুদা'র কথা না বলো, নাই বল্‌বে। আমার নিজের কথাটা তো শুনে নিই। ......ধবো, আমার বয়স এই বাইশ। সোণার খনিতে শীগ্‌গীরই engaged (এন্‌গেজ্‌ড্‌) হচ্ছি, যদিও রমণীকেই আমি like (লাইক্‌) করি আর তা'র সঙ্গে flirtingও (ফ্লার্টিংও) হ'য়ে গেছে খুব seriously (সিরিয়স্‌লী)। এখন আমাব ইচ্ছে ভারী জান্‌তে — বিয়ের পরেও কেমন করে' ফ্লার্টিং পারে চল্‌তে। এই টুকুই আমার জানা নেই দিদি, — এটুকু জান্‌তে পার্‌লেই আমি গট্‌মট্‌ করে' নেমে যাই সোণার খনির গর্ত্তে।

পম্পাবতী। চম্পা, তুমি অত্যন্ত অসভ্য হ'য়ে দাঁড়াচ্ছো। আমি তোমাব দিদি না?

চম্পাবতী। Certainly (শুর্‌টেন্‌লী)। ইহজন্মে পরজন্মে সকল জন্মে তুমি আমার দিদি-ই! তোমার কি মাথা খারাপ হ'লো? তুমি এত furious (ফিউরিয়স্‌) হ'চ্ছো কেন? Flirtingএর (ফ্লার্টিংয়ের) কথায় আমি কোথায় ভাব্‌ছি আমাদের champion (চ্যাম্পিয়ন্‌) মহিলা-মজলিসের দুলাল মিষ্টার গাঙ্গুলীকে —

পম্পাবতী। (অতিমাত্রক্রুদ্ধভাবে) মিষ্টার গাঙ্গুলী! চঞ্চু গাঙ্গুলী? তুমি কি আমাকেই ঠেস্‌ মেরে বল্‌ছো না?—

চম্পাবতী। তুমি তার সঙ্গে ফ্লার্ট করো!! — Nonsense (ননসেন্‌স্‌)! কে এ কথা বলে? ফ্লার্ট করি শুধু আমি আর কর্‌বোও শুধু আমি বিয়ের পর রমণীরঞ্জনের সঙ্গে। — হয়েছে?

পম্পাবতী। (উঠিয়া দাঁড়াইল) চম্পা! এ সব নোংরা

আলোচনা আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি, তুমি বোধ হয তা জানো? ... মিষ্টার গাঙ্গুলীর সঙ্গে কথাবার্ত্তায আমি আমোদ পাই, তাই তা'র সঙ্গ চাই, আর আমোদ আমার দরকার হয নিতান্তই — কারণ প্রাণ আমার অনেক সময়ে অনেক কারণে অতিষ্ঠ হ'যে ওঠে। .... আমি তোমায খুব শান্তভাবেই বল্‌ছি, আজ আমায বিরক্ত ক'রো না, আমার মেজাজ আজ বড়ই খারাপ। ....যদি জানতে ভীম আজ আমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহারটাই করেছে —— ওঃ লজ্জা। লজ্জা।

(পম্পাবতী পুনরায পিযানোর নিকটে গিয়া বসিল ও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেসুরো-ভাবে পিযানো বাজাইতে লাগিল। ইতোমধ্যে বেহারার সহিত চঞ্চলকুমার আসিল। চঞ্চলকুমারকে দেখিয়া পম্পাবতী একবার মুখ তুলিযা ইঙ্গিতে অভিবাদন জানাইযা বাজাইতে লাগিল, কিন্তু বাজনা এখন হইতে অতি নরম সুর ধরিল। চঞ্চলকুমার বিস্মিত ভাবে দাঁড়াইযা রহিল)

চম্পাবতী। দিদি এখন বাজনা নিযেই মত্ত।

চঞ্চলকুমার। নমস্কার, কুমারী ব্যানার্জ্জি।

চম্পাবতী। এখন উনি ইশারা-ইঙ্গিতে চল্‌বেন — ইঙ্গিতে কুশল-প্রশ্ন হ'যে গেল। বসুন, দাঁড়িযে রইলেন যে?

চঞ্চলকুমার (বসিযা) কাল রাত্রের নাচ আপনার ভাল লেগেছিল নিশ্চয'

চম্পাবতী। আপনি তো আমার সঙ্গে মাত্র একটী বার যোগ দিযেছিলেন।

চঞ্চলকুমার। কিন্তু একবার যোগেতেই, মনে হয, আমার গৌরব বেড়ে গেছে

চম্পাবতী। সে গৌরবের জ্ঞানটুকু দিতে আমাকেও জান্‌বেন আপনার অপেক্ষায় থাকতে হয়েছিল অনেকক্ষণ।

চঞ্চলকুমার। তা'তে অপরাধটা কি একা আমারই, কুমারী ব্যানার্জ্জি? আপনার soda fountainএর টেবিলটাও কি অনেকটা অপরাধী নয়? সে তো আপনাকে ছাড়্‌তেই চাচ্ছিল না।

চম্পাবতী। হাঁ, তা ছাড়ে কি করে'? — Sense of respect (সেন্‌স্‌ অব্‌ রেস্‌পেক্ট্‌) তা'র যথেষ্ট। আমার দীর্ঘসূত্রী partner (পার্টনার) মস্‌গুল হ'য়ে রইলেন অন্য sphereএ (স্ফিয়ারে) — তখন তার লেডীটাকে রক্ষা করে কে? এই chivalryর (শিভ্যাল্‌রির) জন্য আমি soda fountainকে (সোডা ফাউন্টেনকে) শতমুখে ধন্যবাদই দিচ্ছি। ......আচ্ছা, মিষ্টার গাঙ্গুলী, আমায় যদি এক বিষয়ে একটু help (হেল্‌প্‌) করেন ... আমি একটা Thesis (থিসিস্‌) লিখ্‌বো মনে করছি, কিন্তু আমার বক্তব্য বিষয় ঠিক গুছিয়ে নিতে পারছি না। আপনি তো বহুদর্শী, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির মনস্তত্ত্ব বহুদিন হ'তেই চর্চ্চা কর্‌ছেন। বল্‌তে পারেন, খুব অল্পের মধ্যে আমাকে বুঝিয়ে — এই স্ত্রীজাতির আসল রূপটা কি?

চঞ্চলকুমার। (ভাবিয়া) এক কথায় — চমৎকার।

চম্পাবতী। তাই কি? ......না — মনে ধরছে না। ...... আচ্ছা 'অপরূপ' শব্দটা কেমন? মিলিয়ে দেখুন — ভালবাসি এক তো বিয়ে করি আর, বিয়ে করি এক তো ভালবাসি আর —

পম্পাবতী। (পিয়ানো হইতে মুখ তুলিয়া) চম্পা, আবার পাগ্‌লামি?

চম্পাবতী। ঐ দেখুন, দিদি আমায় পাগল ঠাউরেছেন, আমি

তা'হলে নিশ্চয় একটা অপরূপ। তবে আর স্ত্রীজাতির 'স্বরূপ' নিয়ে মাথা ঘামাই কেন — Thesisএর (থিসিসের) এইখানেই ইতি, মিষ্টার গাঙ্গুলী। Let me retire from the field (লেট্ মি রিটায়ার্ ফ্রম দি ফীল্ড্)।

(নিষ্ক্রমণ)

চঞ্চলকুমার। অদ্ভুত! যেন একটা হেঁয়ালী। · একি! যেন কত রাগ করে' বসে' রয়েছেন।

পম্পাবতী। (পিয়ানো ছাড়িয়া) কেমন করে' জান্‌লেন?

চঞ্চলকুমার। ও মেজাজ আমার কি কিছু অজানা?

(পম্পাবতী সোফায় আসিয়া বসিল)

পম্পাবতী। সত্যি, আজ আমার মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেছে অতি বিশ্রীরকম। কিন্তু ও-সব কথা থাক্। ... এখন একটু চা চলবে কি?

চঞ্চলকুমার। না, ধন্যবাদ। ... কিসে মেজাজ বিগ্‌ড়োলো?

পম্পাবতী। সে অনেক কাহিনী। এই ঝড়ের মধ্যে আপনাকে পেয়ে অনেকটা স্বস্তি মনে কর্‌ছি। সত্যি — মনটায় এখন যেন একটু শান্তি পাচ্ছি।

চঞ্চলকুমার। আপনার রাবণটী এখন চর্‌তে গেছেন বুঝি?

পম্পাবতী। (অপ্রতিভভাবে) রাবণ! ও—হাঁ। (দীর্ঘনিশ্বাস) ...মিষ্টার গাঙ্গুলী, আপনাকে আমি অনেকবার মানা করেছি — এমন কি হাসিঠাট্টার ছলেও আমার স্বামীর নাম-খাস্তা কর্‌বেন না। কিন্তু আজ আর আপনাকে বাধা দিতে সাহস পাচ্ছি না। ওঃ—

চঞ্চলকুমার। আমার অনুমান ঠিক। এটা তা হ'লে রাক্ষসেরই অত্যাচার?

পম্পাবতী। কোন্‌টা?

চঞ্চলকুমার। আপনার এই মধুর মেজাজটীর প্রতি এমন নিদারুণ মূষল-প্রহার।

পম্পাবতী। আর কে সাহস করবে ? — করতে পারে ?—ওঃ—

(চক্ষু হইতে বাষ্পবারি বিনির্গত হইতে লাগিল)

চঞ্চলকুমাব। আপনার দুঃখে আমি সত্যই দুঃখিত, লেডী মুখার্জ্জি। (পম্পাবতীর হাত ধরিল)

পম্পাবতী। (একটু উগ্র ও উদ্ধতভাবে) না, আপনি আমার হাত ধরবেন না।

চঞ্চলকুমার। কিন্তু নাচের সময় তো নিজেই হাত বাড়িয়ে দেন।

পম্পাবতী। কারণ সেটা নাচেব আসর। · ··আপনাব দরদ যা', তা' ঐখানে বসেই জানান। (পম্পাবতীর কথায় বেশ একটু ঝাঁঝ লক্ষিত হইল)

চঞ্চলকুমার। ...... (বিস্ময়ে) ব্যাপার কি ? (কিয়ৎক্ষণ দুজনেই নীরব রহিল) হা আমার অদৃষ্ট ! রাগটা শেষে আমার ওপরেই পড়ছে ? আমি কি অপবাধ করলাম ? ····· (কোমলস্বরে) পম্পা !

পম্পাবতী। প—ম্পা ! ......আচ্ছা, আপনি আজ — কেবল-মাত্র **আজ — এখন** আমার নাম ধরে' যা-তা করে' ডাকতে পারেন, কারণ আজ আমার ওপর দিয়ে অনেক অত্যাচারই হ'য়ে যাচ্ছে।

চঞ্চলকুমার। (কোমলতরস্বরে) পম্পা !

পম্পাবতী। বেশ ! দু'বার নাম ধরে ডাকা হ'ল। আপনি কিছু তোতাপাখী ন'ন যে ডেকেই যাবেন। বলুন, কি বলতে চা'ন ?

চঞ্চলকুমার। সে অনেক কথা, পম্পা !

পম্পাবতী। অ—নে—ক কথা ? কিন্তু অনেক কথা কইতে

গেলেই অনেক বাজে কথা বল্‌তে হয়, বাজে কথা বল্‌বেন না, মানা কর্‌ছি — আমার মেজাজ আজ বড়ই খারাপ। আমি যা'তে প্রকৃতই খুসী হ'তে পারি, পারেন তো সেই কথাই বলুন। ......আমি জানি আপনি রসিক — বুঝ্‌বো আজ আপনার বাহাদুরি।

চঞ্চলকুমার। (কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কি বলিবে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া অনেকটা অসংলগ্নভাবে বলিল) কাল্‌কের নাচে আপনাকে প্রকৃতই খুসী কর্‌তে পেরেছিলাম কি না বলুন ?

পম্পাবতী। কাল্‌কের যা'. তা' কাল্‌কের সঙ্গে মিটে গেছে। আজ আর তা'র কি আছে, বলুন ?

চঞ্চলকুমার। হা — তা' নেই, তবুও জান্‌তে পার্‌লে খুসী হই।

পম্পাবতী। তা হ'লেই খুসী হ'ন ?—বেশ, তবে শুনুন।—কাল্‌কের নাচ আমাকে আমোদ দিয়েছিল যথেষ্ট, যদিও নাচের ফাঁকে-ফাঁকে আমাকে অনেক-কিছুই বলেছিলেন, যা'তে আমি মোটেই খুসী হইনি।

চঞ্চলকুমার। কেন ?

পম্পাবত। কেন ! ...কারণ, যা' বলেছিলেন, তা' ছেঁদো কথা—সম্পূর্ণ মিথ্যা।

চঞ্চলকুমার। কোন্‌টা মিথ্যা ?

পম্পাবতী। আপনার ভালবাসার কথাটা।

চঞ্চলকুমার। আমি ভালবাসি না ?

পম্পাবতী। না। ...ভালবাস্‌তে পারে একমাত্র সেইজন, যার হৃদয় আছে।

চঞ্চলকুমার। আমি ?

পম্পাবতী। না।—আপনি হৃদয়হীন।

চঞ্চলকুমার। হৃদয়হীন?

পম্পাবতী। আলবৎ।—বুঝে দেখুন।

চঞ্চলকুমার। পম্পা!

পম্পাবতী। আবার! ভাল! .. না, আপনি ওরকম করে' হাত বাড়াবেন না। আমি হৃদয়হীনকে বড় ভয় করি, সরে' বসুন।

চঞ্চলকুমার। স্বামী করবে অত্যাচার, আর আমরা সইবো তা'র জন্য সকল রকম প্রহার, অথচ বল্‌তে চা'ন আমাদের হৃদয় নেই?

পম্পাবতী। না, সত্যিই নেই। আজ বুঝ্‌চি, এত দিন বুঝিনি—ভুল করেছি।

চঞ্চলকুমার। আজ বুঝ্‌ছেন? কেন — কিসে?

পম্পাবতী। বোঝাবার প্রয়োজন নেই।

চঞ্চলকুমার। পম্পা! যদি dissection করে' দেখাবার হ'ত তা হ'লে বোঝাতে পার্‌তাম সে হৃদয়টা কি আর সে কা'কেই বা চায়।

পম্পাবতী। সে অনেক কিছু চায় আর অনেককেই চায় — এবং সে একটী জটিল রহস্য।

চঞ্চলকুমার। না, এটা তোমার জবর্‌দোস্ত্‌ বিচার। আমি like করি হয় তো অনেককেই, কিন্তু ভালবাসি মাত্র তোমাকেই।

পম্পাবতী। আমাকেই? — কেন, কি স্বার্থে?

চঞ্চলকুমার। কোন স্বার্থেই নয়। ভালবাসার জন্য ভালবাসা, যেমন আমোদের জন্য আমোদ।

পম্পাবতী। ও। ——তা হ'লে একটা ছেলেখেলা!

চঞ্চলকুমার। তা যা' বলো।

পম্পাবতী। অর্থাৎ বাজে-সময় কাটাবার জন্য একটা ছেলে-খেলা, তা'তে না আছে betting (বেটিং), না আছে speculation (স্পেকুলেশন্), কেবল সময় কাটে এই যা — a mere trifle (এ মিয়ার্ ট্রাইফ্ল্)!

চঞ্চলকুমার। তা যা' বলো, কিন্তু সেটা অতি পবিত্র — তা'তে স্বার্থ নেই, speculation নেই, ব্যবসাদারী নেই।

পম্পাবতী। কিন্তু ব্যবসাদারের ছল-কৌশলটুকু তো বেশ জানা আছে।

চঞ্চলকুমার। তা'র মানে?

পম্পাবতী। ব্যবসাদার ন'ন, স্বার্থ নেই — অথচ ভালবাসা জানাবার আগ্রহ তো বেশ উৎকট — ভঙ্গীও তো তেমনি বিকট! এটা Platonic (প্লেটোনিক) — পবিত্র ভালবাসা? — না, ভণ্ডামি?

চঞ্চলকুমার। ভণ্ডামি? এই কথা বল্‌ছো, পম্পা? ভণ্ডামি?

পম্পাবতী। নাচের আসরে বল্‌লে এটা মানায় ভাল, কারণ সেটা রঙ্-তামাশার আসর। অন্য সময় সেটা প্রকাণ্ড ভণ্ডামি, যদি তা' প্রকাশ কর্‌তে চা'ন seriously (সিরিয়স্‌লী)।

চঞ্চলকুমার। তা হ'বে বই কি! আমি তো স্যর্ মুখার্জ্জির মতো ব্যবসাদারী জানি না, ভালবাসা পয়সার জোরে highest bidএ কিন্‌তে পারি না, — bidএর পর bid চড়িয়ে বড়বাজারে স্যর্ ভীম যেমন cottonএর বাজার monopolise করেন।

পম্পাবতী। (রুদ্রভাবে) হুঁশিয়ার মিষ্টার গাঙ্গুলী! আমি যদি পুরুষ মানুষ হ'তাম তা হ'লে অন্ততঃ আপনার মতো এতটা কাণ্ডজ্ঞানহীন

মূর্খের মতো নিজেকে ধরা দিতাম না।

চঞ্চলকুমার। মূর্খ!!

পম্পাবতী। নিশ্চয়। মূর্খ — হস্তীমূর্খ! ...... যে নারীকে ভালবাসতাম—তা Platonic (প্লেটোনিক) ভাবেই হোক্ বা ব্যবসাদারী ভাবেই হোক্ — সে-যে এতটা ঘৃণার বস্তু তা ভুল করেও কখনো বল্‌তে পার্‌তাম না।

চঞ্চলকুমার। ঘৃণার বস্তু!—তুমি, পম্পা, ঘৃণার বস্তু!— (চঞ্চলকুমার নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া অতিমাত্র আবেগে পম্পাবতীর হাত চাপিয়া ধরিল) পম্পা! পম্পা!

পম্পাবতী। ছাড়ো — হাত ছাড়ো! বলো—লেডী মুখার্জ্জি!—দস্তুর মতো মাথা নীচু করে'। ...তুমি আজ আমার মনের দুরবস্থা দেখেও আমার বিবাহিত স্বামীকে আমারই সম্মুখে রাক্ষস বলে' ডেকে আমোদ পাও — তোমার নীচ স্বার্থকে ন্যাকামিতে paint (পেণ্ট) করে' আমাকে present (প্রেজেণ্ট্) কর্‌তে চাও, আমাকে অর্থের কাঙ্গাল সামান্য পণ্য-গণিকা বল্‌তেও দ্বিধা বোধ করো না! ..... ভালবাসা!—অসভ্য, অপদার্থ, বেহায়া, জানোয়ার!

(পার্শ্বের ঘরে দ্রুত প্রবেশ)

(পার্শ্বের ঘরের দরজা বন্ধ হইতে না হইতে ভীমচন্দ্র প্রবেশ করিল। ভীমচন্দ্রকে অকস্মাৎ উপস্থিত হইতে দেখিয়া চঞ্চলকুমার কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়বৎ দাঁড়াইয়া রহিল)

চঞ্চলকুমার। (কিয়ৎক্ষণ পরে অনেকটা সপ্রতিভভাবে) লেডী মুখার্জ্জি এইমাত্র উঠে ও-ঘরে গেলেন, তাঁর শরীর আজ ভাল নেই।

ভীমচন্দ্র। ও—!

প্রকৃতির জয়।

চঞ্চলকুমার। আমি (নমস্কার করিল)

(ভীমচন্দ্র প্রতি নমস্কার করিল। চঞ্চলকুমারের দ্রুত নিষ্ক্রমণ।)

(ভীমচন্দ্র Calling Bell বাজাইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বেহারার প্রবেশ)

ভীমচন্দ্র। গাঙ্গুলী সাহেব কির্ কোঈ দুসরা রোজ হিঁয়া আরে তো বোলিয়ে লেডী সাহেবা উন্‌কো সাথ মুলাকাত্ নহী করেঁগী।

বেহারা। বহুত আচ্ছা, হুজুর সা'ব। (নিষ্ক্রমণ)

(পম্পাবতীর প্রবেশ, পম্পাবতীর মুখে আশঙ্কা ও উদ্বেগের চিহ্ন)

পম্পাবতী। (সযত্নে চাঞ্চল্য দমন করিয়া) কি করলে? ভীম, কি ঠিক করলে?

ভীমচন্দ্র। (পম্পাবতীর দিকে চাহিয়া রহিল — সে চাহনি যেন পম্পাবতীর অন্তস্তল অনুসন্ধান করিতে লাগিল, পরে বলিল) তুমি বোধ হয় বড় অসুস্থ। .. যা ঠিক করলাম তা'র আলোচনা পরেই হবে।

(ভীমচন্দ্রের ধীরগম্ভীরভাবে নিষ্ক্রমণ, পম্পাবতী কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢার মতো দাঁড়াইয়া রহিল)

ধীর যবনিকা।

—◇•◇—

তৃতীয় অঙ্ক।

স্যর্ মুখার্জ্জির বাটী—লাইব্রেরী ঘর।

(উপরে দোতলায় nursery তে রেডিও যোগে নিম্নলিখিত গানটী বাজিতেছিল।)

গীত।

ও তোর এ কি অনাসৃষ্টি !

—ওরে খোকনমণিটী !

তুই কিসের জোরে করিস্ দখল দুনিয়ার সব মিষ্টি,

এই একবত্তি একা রে তুই—সবার ভাগের মিষ্টি !

সদ্য-ফোটা পদ্মগন্ধে মুখখানি তোর ভরা,

তাই পাঁকের মাঝে পদ্মরাণী, দেয় না লাজে ধরা,

পাগল-করা হাসিতে তোর চাঁদের সুধা-ক্ষরা,

তাই দূর আকাশে চাঁদ ফ্যাকাশে নিয়ে চির জরা ;

তোর আধ-ভাষে স্বরগবাসের সুরের জাল-সৃষ্টি,

তাই কোকিল বধূ সুর হারিয়ে এড়ায় সকল দৃষ্টি।

(চম্পাবতী লাইব্রেরী-ঘরে সোফায় অর্দ্ধশায়িতা অবস্থায় বই পড়িতেছিল। গানটী শেষ হইবার মুখে পম্পাবতীর প্রবেশ)

চম্পাবতী। (পম্পাবতীর প্রতি একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া পুনরায় বই পড়িতে পড়িতে) মুখার্জ্জি সাহেব এখনো ফিরে আসেন নি, দিদি ?

পম্পাবতী। (গম্ভীরভাবে) না

(জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইল)

চম্পাবতী। আমার তখনই কেমন কেমন মনে হয়েছিল।

পম্পাবতী। ... কখন ?

চম্পাবতী। কাল ডিনারের শেষে তুমি বেরিয়ে যা'বার পর তিনি যখন অত রাত্রে সোণার খনিকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লেন।

পম্পাবতী। (শঙ্কাকুলভাবে) তোমাকে আর-কোন কথাই বলেনি ?

চম্পাবতী। না, আর কোন কথাই নয়। তিনি বল্লেন তাঁর ফির্‌তে অনেক রাত্রি হ'তে পারে। ভোরে উঠ্‌তেই হবে, সেজন্য রাত্রে বাড়ীতে না ফিরে ক্লাবেতেই শোবেন।

পম্পাবতী। বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! . মেজাজ ছিল কি রকম ?

চম্পাবতী। সে বড় মজার মেজাজ।

পম্পাবতী। (অস্বস্তি বোধ করিয়া) মজার কি রকম ?

চম্পাবতী। খোস মেজাজ তো মোটেই নয় — যদিও বন্ধুটীকে আগ্‌লে নিয়ে গল্প কর্‌তেও ছাড়েননি। সব সময়ে ভ্রূ-দুটো এমন কুঁচ্‌কে ছিল, যে দেখে আমারই বিরক্তি লাগ্‌ছিল। আচ্ছা মজার মানুষ!

পম্পাবতী। ডক্টর চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে গল্প কর্‌বার সুযোগ তা হ'লে তুমি মোটেই পাওনি ?

চম্পাবতী। না — তা ঠিক নয়। ওরই মধ্যে সুযোগ আমায় নিজেই ক'রে নিতে হয়েছিল।

পম্পাবতী। কি রকম?

চম্পাবতী। মুখার্জ্জি সাহেবের আক্কেল দেখে আমিও তাঁকে বেশ-একটু জ্বালাতন কর্‌তে লেগে গেলাম। সাহেব তখন রণে ভঙ্গ দিয়ে চিঠিপত্তর লেখার অছিলায় সরে' পড়্‌লেন। ব্যস্—আমিও আমার মানুষটীকে নিয়ে খেল্‌তে বসে' গেলাম। পিয়ানো খুলে গানের পর গান, ফাঁকে ফাঁকে ঠারে ঠোরে কথা, wireless telegraphy (অয়ার্‌লেস্ টেলিগ্রাফী)—যা যা রিহার্স্যাল্ দেওয়া ছিল,—বেচারীর মস্তকটি যাকে বলে জুঘূর্ণ। ......অভিনয়ে তো আমার একটা সুনাম আছেই।

পম্পাবতী। (গম্ভীরভাবে) তোমার এরকম কথাবার্ত্তা আমি মোটেই পছন্দ করি না, চম্পা। না—এ তোমার অন্যায়।

চম্পাবতী। (বিস্মিতভাবে) কি অন্যায়?

পম্পাবতী। তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছো যেন আমরাই ধরে' বেঁধে তোমার বিয়ে দিতে চলেছি, তোমার তা'তে যেন কোনই দরদ নেই।

চম্পাবতী। আছে কি না, ঐ উপরের ভগাই তার সাক্ষী।

পম্পাবতী। (গম্ভীরভাবে) আর এরকম বেদরদী হ'তে আমি যে তোমায় কখনো শিখিয়েছি এটাও আমি মান্‌তে পার্‌ছি না—

চম্পাবতী সত্যি বল্‌ছি—

পম্পাবতী। কিন্তু আসল কথা, চম্পা—(হঠাৎ থামিল)

চম্পাবতী। আসল কথা? বলো—কি আসল কথা? তুমি কি এখন চাওনা আমি ডক্টর চ্যাটার্জ্জিকে বিয়ে করি?

পম্পাবতী। নিশ্চয় চাই—তবে তা'কে যদি তোমার মনেও ধরে।

চম্পাবতী। মনে না-ধরবার মতো তো তা'তে কিছু পেলাম না।

পম্পাবতী। না, তোমার ও সব উড়ো-উড়ো কথা সত্যি বলো! ... তোমার কথা শুনে আমার ভয় হয়।

চম্পাবতী। ভয় হয়! .. কেন?

পম্পাবতী। সেইটাই খুলে বল্‌তে চাই।

চম্পাবতী। বেশ—All attention (অল্ এটেন্‌শন্)! জানি, তুমি একটা লেক্‌চার দেবেই, কারণ বড় বোন ছোটকে বিয়ের আগে এমন দিয়েই থাকে।

পম্পাবতী। হাসি-ঠাট্টা নয়, চম্পা! শোন, একটু serious (সিরিয়স্) হও। (পার্শ্বে বসিল) আমরা সকলে — বিশেষ করে' তুমি আর আমি — তেমন ভাল শিক্ষা পাইনি। School education (স্কুল এডুকেশন) নয়, চম্পা!— মায়ের ছায়ায় থেকে যে শিক্ষা তা' কখনও পাইনি। তবে আবহাওয়া আমাদের ভাল না হ'লেও আমরা দুজনে দুজনকেই ভালবাসি — এটা বোঝ তো?

চম্পাবতী। দিদি, তোমার আজ হয়েছে কি? ব্যাপার কি?

পম্পাবতী। (শুষ্কমুখে অথচ শান্তভাবে) কিছুই না। .. হবে আবার কি? আমার অন্তরে আমি যা' বোধ কর্‌ছি, তাই বল্‌ছি। সত্যিই বল্‌ছি, তোমার রকম-সকম দেখে আমার ভয় হচ্ছে, মনে হ'চ্ছে আমিই এর জন্য অপরাধী। ...মায়ের ছায়ায় মানুষ হওয়া ভাগ্যে ঘটে নি বটে, কিন্তু আমি তো তোমার বড় বোন, আমার তো সে বিষয়ে নজর রাখা উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের কথা বল্‌বো কি, আমি তা' পারি নি। আমার জীবনে যা' বাজে —রং-তামাশা, সেইটাই তুমি দেখে এসেছ। অন্যায় করেছি — নিশ্চয় — আজ তা' মেনে নিচ্ছি।

তবে এ কথাও বল্‌ছি খুব সত্যি, ভীমকে বিয়ে কর্‌বার সময় আমি ভালবাস্‌তাম — ঠিক ভালবাসার মতোই।

চম্পাবতী। হাঁ, তা বাস্‌তে, অন্ততঃ আমরা তাই বুঝি। ততঃ কিম্‌?

পম্পাবতী। তার পর?—তুমি ছেলে মানুষ, দুনিয়ার বিশেষ কি জানো?

চম্পাবতী। তা বটে—মোটে বাইশ—

পম্পাবতী। যে আবহাওয়ায় আমরা মানুষ, তাকে এড়িয়ে চল্‌তে পারিনি। বিয়ের পর জান্‌লাম — স্বামী হ'ল সঙ্গী-সঙ্গিনীদের মধ্যে অতি হাস্যকর জিনিষ, যাকে বলে buffoon (ব্যফুন্‌), তাকে নিয়ে সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টাই কর্‌তে হয়। কিন্তু সঙ্গী-সাথীদের সেই হাসি-ঠাট্টার মধ্যেই —সত্যি বল্‌ছি —ভীমের জন্যই মন হ'য়ে উঠ্‌তো আকুল। (একখানি খবরের কাগজ লইল এবং যেন লজ্জা ও অনুতাপে সেই কাগজের দিকে মুখ ফিরাইল। হঠাৎ বাহিরে শব্দ) ...ঐ যেন ভীমের আওয়াজ না? (উঠিয়া দরজার কাছে গেল) — না। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় সোফার নিকটে ফিরিয়া আসিল।) যাক্, ডক্টর চ্যাটার্জ্জিকে সত্যিই যদি তোমার মনে ধরে, অবশ্য এতে জোর নেই চম্পা, —সত্যিই যদি তোমার মনে ধরে, তা হ'লে তার সঙ্গে একটা পাকাপাকি হ'য়ে গেলেই ভাল।

চম্পাবতী। তিনি তো আস্‌বেন আজ — এখনই। তেমন বুঝি তো আজই আমি কথাটা বলিয়ে নিতে পারি, কি বলো?

পম্পাবতী। তবে একটা কথা।—তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা-শোনা কথাবার্ত্তা কতটুকুই বা হয়েছে! মাত্র তো দুটী দিন —চকিতের মতো—

চম্পাবতী। হ'বার হ'লে দিদি ওতেই হয়। ...... হাঁ—বল্‌তে পারো proposalটা (প্রোপোজ্যাল্‌টা) একটু তাড়াতাড়ি হয়ে পড়্‌ছে। কিন্তু কি করা যায় বলো, সব দিক তো দেখ্‌তে হবে। ...... এদিকে লোকটী বড় বোকা-সোকা। মেয়ে-বৈঠকে পনেরো বছরের মধ্যে মাথা গলায় নি। ভয় হয় কেউ না ঝট্‌ করে' তোমার ছোট বোন্‌টীর আগে ছোঁ মেরে বসে। ...... হাসির কথা নয়, দিদি! লোকটী আবার বিশ্বাস করে অনেক-কিছুতেই — এমন কি ভূত-পেত্‌নীতেও। ভয় হয় — কেউ না ভাঙ্‌চি পেড়ে বসে রমণীরঞ্জনের কথা তুলে'। তখন তোমার ভগ্নীর জন্য সব চেষ্টাই মূলে-হাবাৎ। আমি ন'য় আজই তার সঙ্গে engaged (এন্‌গেজ্‌ড্‌) হ'য়ে পড়ি, কি বলো ?

পম্পাবতী। না—না, বরং তুমি নিজেই কথার ছলে রমণীরঞ্জনের ব্যাপারটা তা'কে শুনিয়ে দাও না ?

চম্পাবতী। ...এ কথা তো মন্দ নয়।

পম্পাবতী। Be serious (বি সিরিয়স্‌)। কোন জিনিষ চেপে রাখার দরকার নেই। আমার মনে হয়, যা'কে বিয়ে করতে হবে তা'র কাছে স্ত্রীলোকেব কোন কিছুই গোপন রাখা উচিত নয়।

চম্পাবতী। তা তো উচিত নয় — কারুরই।

পম্পাবতী। তা'কে সব কথাই খুলে বলো — খল-কপট রেখো না। ...মুখটী তা'র অতি সুন্দর — মনে হয়, স্বভাবটীও অতি ভদ্দর, আর তা' না হওয়াই আশ্চর্য্য, কারণ সে ভীমের বন্ধু।

চম্পাবতী। (কিয়ৎক্ষণ পম্পাবতীর মুখের দিকে বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, পরে উচ্চহাস্যে বলিল) কিন্তু মনে হয় লোকটী পয়লা নম্বরের বেরসিক — যাব নাম গাড়ল।

পম্পাবতী (ধীরে কোমলস্বরে) ছি চম্পা, যা'কে বিয়ে করতে সাধ, তা'র নামে ও-রকম বল্‌তে নেই, ও-ভাবও মনে আন্‌তে নেই। ...... ও কি — কর্‌ছিস্‌ কি ?

চম্পাবতী। দেখ্‌ছি, তোমার কাঁধের পাশে দু'খানা ডানা গজালো কি না। কোথাও না কোথাও গজাচ্ছে নিশ্চয়। এইবার তুমি উড়্‌বে — পরী হ'য়ে।

পম্পাবতী। চম্পা, আমি বড় ঘা পেয়েছি।

চম্পাবতী। ঘা? সে কি।

পম্পাবতী। হঁা, সত্যি। কিন্তু তা'তে আমি দুঃখিত নই। আমি ভাব্‌তে শিখেছি, যা কখনও ভাবি নি — ভাব্‌তে পারিনি। আমার মনে হয়, কাল যদি ডিনারের পর আমি রায়বাহাদুর-গিন্নীর বাড়ী না যেতাম .. .. ভীমের ওপর রাগ করেই আমি সরে' পড়েছিলাম।

চম্পাবতী। খেলায় বড্ডই হার হয়েছে, — না ?

পম্পাবতী। মোটেই নয়। কাল আমার 'পড্‌তা' পড়েছিল অসম্ভব। কিন্তু তা'তে কি ? আমি এখন ঐ খেলাটাই অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা কর্‌ছি। আমি শপথ নিয়ে বল্‌তে পারি — তাস আমি আর খেল্‌বো না।

চম্পাবতী। হাঁ, মনে হয় একথা আজ শুনেছি। খেলুড়ী-মহলে এরই মধ্যে একটা শোর্‌গোল পড়ে গেছে।

পম্পাবতী। আঃ — ঐ সব নচ্ছার মাগীগুলো, হাঙ্গরের মতো ওদের প্রকৃতি। ঐ রাণীটা — ওর কথা কি বল্‌বো — ঘৃণা ! ঘৃণা ! কাল একটা revoke (রিভোক্) করে বস্‌লো, ভুল করে' নয় — মতলব্‌ করেই ... হাঁ তাই। আমিই সেটা ধরে' ফেল্‌লাম। এই

আব কোথায আছে! কোমব বেঁধে ছোটলোকেব মতো কথা কাটাকাটি — ঝগডাঝাঁটি — শেষে উন্মাদ পাগলেব মতো ধেই-ধেই নৃত্য। শেফালি আব বাণী — ঝগডায় কেউ কম যায না — শেষে হাতাহাতি হ'বাব যোগাড। অবশ্য শেফালিব তেমন দোষ ছিল না, তা'ব জন্য আমি ববং দুঃখিত। কিন্তু আমাব শিক্ষা হয়েছে যথেষ্ট।

চম্পাবতী। ওদেব সঙ্গে তা হ'লে খেলাব শেষ?

পম্পাবতী। (উত্তেজিতভাবে) শুধু ওদেব সঙ্গে?— কাকব সঙ্গেই নয। খেলাও নয — নাচ তামাশাও নয — কিছুই নয। হাস্‌ছিস্? আচ্ছা, দেখে নিস্ — এখন হ'তে আমি কোন্ পথে চলি।

চম্পাবতী। তোমাব শীগ্‌গীব হেল্‌থ্ একজামিন কবানো দবকাব। হাম-জ্ববেব ছোঁযাচ হ'বাব আগে, মুখে ও মনে অনেক বকম বিস্বাদ ঘটে — জান তো?

পম্পাবতী। (অপেক্ষাকৃত কোমলস্বরে) বাজে দুষ্টুমি কবো না, চম্পা, আমি সত্যিই বল্‌ছি। আব আমি চাই — তুমিও এখন হ'তে সোজা পথেই চলো। তুমি সত্যিই ভাল মেযে, বাহিবে যা দেখাও সেটা তোমাব অভিনয—ছল। কিন্তু আব ছল নয, চম্পা। ডক্টর চ্যাটার্জ্জি যদি সত্যিই তোমার মনেব মতো হ'ন্, তবেই তাঁকে বিয়ে কর্‌বে — ন'য তো নয়, তাঁকে নিযে খেলা কবো না।

চম্পাবতী। তাঁকে পছন্দ করি অনেকখানিই। কিন্তু পছন্দ অপছন্দ কি? আমি তাঁকে বিয়ে কর্‌বোই — I am determined (আই অ্যাম্ ডিটাব্‌মিন্‌ড্)।

পম্পাবতী। বুঝ্‌লাম না। ...... তোমাকে তো চিনি ভাল-রকমই।

চম্পাবতী। চেনো? (হাসিয়া) আচ্ছা তুমি তো মিষ্টার গাঙ্গুলীকে বিয়ে করতে — যদি তাঁর পয়সা থাকতো?

পম্পাবতী। (ঘৃণায়) That (দ্যাট্) গাঙ্গুলী! ওঃ—ভাল মনে করে' দিলে। (Calling Bell বাজাইল ও ফিরিয়া আসিয়া চম্পাবতীর সোফার পাশে একখানি বই দেখিয়া বলিল) একি!—এ যে রবীন্দ্রনাথ!—

"কি দেখিছ বঁধু মরমমাঝারে
রাখিয়া নয়ন দুটী?
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটি?"

(কিছুক্ষণ ভাবিয়া বহি যথাস্থানে রাখিয়া দিতে উদ্যতা হইল)

চম্পাবতী। শেষটা পড়ো — আরো চমৎকার।

"ভেঙ্গে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নবরূপ, আনো নবশোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার
চিরপুরাতন মোরে,
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন-জীবন-ডোরে।"

পম্পাবতী। তুমি কবিতা পড়্ছো!— প্রেমের কবিতা!— এ নতুন বটে!

চম্পাবতী। ভৈরবের তুষ্টি তো যা'তে তা'তে হয় না দিদি, কাজে-কাজেই এ মন্ত্রের আসল স্রষ্টা ঋষিবরকেও টেনে আন্তে হয়েছে।

পম্পাবতী (স্বস্তি বোধ করিয়া) তা বেশ, পড়ো

(ইতোমধ্যে বেহারা আসিল)

পম্পাবতী। (বেহারার প্রতি) গাঙ্গুলী সা'ব হিঁযা আয়ে তো বোল দেনা চাহিয়ে কি লেডী সা'বকা সাথ উনকো interview (ইন্টারভিউ) কভী নহী মিলেগা।

বেহারা। রহ্ তো মৈঁ জানতে হুঁ লেডী সা'ব।

পম্পাবতী। (সবিস্ময়ে) ক্যা — ?

বেহারা। কাল রোজ হুজুর সা'ব হমকো বোল দিযা থা।

পম্পাবতী। ও —তব তো ঠিক হৈ, আচ্ছা রহী তো বাত হী হৈ, ঠিক হৈ। (বেহারার প্রস্থান)

চম্পাবতী। আবার কি নতুন ফ্যাঁসাদ ? — বল্‌বে না ?

পম্পাবতী। এ সব বিষয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তুমি যা নিযেছ, ঐ নিযেই থাকো।

চম্পাবতী। মিষ্টার গাঙ্গুলীই বা তোমার শ্রীমুখের আলাপ থেকে বঞ্চিত থাক্‌বেন কেন ? আর মুখার্জি সাহেবই বা —

পম্পাবতী। (দৃঢ়স্বরে) তোমার ওসব শুনে কাজ নেই, চম্পা।

চম্পাবতী। কেন ?

পম্পাবতী। আবার কেন ? — তুমি এখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করো, আমায একটু একা থাক্‌তে দাও।

চম্পাবতী। (ধীরে ধীরে উঠিযা পম্পাবতীর নিকটে গিযা দাঁড়াইল —তাহার চাহনিতে জানাইল —"তোমার হঠাৎ একি হ'ল ?" চম্পাবতীর মুখভঙ্গিমা দেখিযা পম্পাবতী অস্বস্তি বোধ করিযা মুখ ফিরাইল) — দিদি !

পম্পাবতী। (হঠাৎ হুড়মুড় করিযা উঠিযা) আমি nursery তে (নার্সারিতে) চল্‌লাম, দিলীপকে দেখ্‌তে।

চম্পাবতী। (ধীরসংযতস্বরে অথচ সহানুভূতিসহকারে) আমি কি তোমাকে সঙ্গে করে' নিয়ে যেতে পারি?

পম্পাবতী। (গম্ভীরভাবে) না।

(পম্পাবতী চলিয়া গেল, চম্পাবতী বিস্মিতভাবে সেইদিকে চাহিয়া রহিল, পরে সোফায় গিয়া বামহস্তে বামগণ্ড রাখিয়া অর্দ্ধশয়ানভাবে রহিল। ইতোমধ্যে বেহারার সহিত গৌরীশঙ্করের নিতান্ত ব্যস্তভাবে প্রবেশ)

গৌরীশঙ্কর। (ব্যস্তভাবে) এ — কে? চম্পা? — পম্পা কোথায়?

চম্পাবতী। (বেহারার প্রতি) লেডী সা'বকো খবর দেও, লেডী সা'ব খোকাসা'বকে ঘরমেঁ অভী গয়ীঁ হৈঁ। (বেহারার প্রস্থান)

(গৌরীশঙ্কর ক্রুদ্ধভাবে পায়চারি করিতে লাগিল)

চম্পাবতী। (সোফায় বসিয়া বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে) সোণার খনির সঙ্গে আমার বিশেষরকমই আলাপপরিচয় হ'য়ে গেছে, বাবা।

গৌরীশঙ্কর। সোণার খনি?—কে সে?

চম্পাবতী। আপনার যিনি নতুন জামাই হবেন — ডক্টর চ্যাটার্জ্জি।

গৌরীশঙ্কর। অ্যাঁ—সত্যি? এত শীগ্‌গীর?

চম্পাবতী। হাঁ—তিনি একটু বেশীরকম ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। আমি তাঁরই অপেক্ষায় বসে' —তিনি এখনই আস্‌বেন।

গৌরীশঙ্কর। তা হ'লে কি আমি এটা খুব পাকাপাকি বলে' ধরে নিতে পারি যে তিনি আজই propose—

চম্পাবতী। হাঁ তাই। দিদি বল্‌ছেন, প্রোপোজ্যাল্‌টা বড় তাড়াতাড়ি হ'য়ে পড়্‌ছে।

গৌরীগঙ্কর। মোটেই নয়—মোটেই নয়। শুভস্য শীঘ্রং — এই রকম তাড়াতাড়ি হওয়াই এখন দরকার। বাঃ! খুব চমৎকার! ... আমি লোক লাগিয়ে খবর নিয়েছি পাকা, লোকটি একটী দ্বিতীয় কুবের। ......বাঃ! এত দুঃখেও আমার সুখ তো নেহাৎ অল্প নয়। বেঁচে থাকো, সুখী হও মা। বাঃ! এই তো চাই — এই না হ'লে M. A. পাশের মতো বাহাদুরি।

চম্পাবতী। (বইয়ের দিকে মুখ রাখিয়া) দিদি বল্‌ছেন, রমণীরঞ্জনের কথা-সব ডক্টর চ্যাটার্জ্জিকে খোলাখুলি বলে' ফেলাই ভাল।

গৌরীশঙ্কর। (চটিয়া উঠিয়া) তোমার দিদি একটী আস্ত হাঁদী। ...রমণীরঞ্জন! ফুঃ! ...সে তো ছোট ছেলেমেয়ের বৌবাট্টী-খেলা —কাণামাছির যুগে। তাই নিয়ে একট শোর্‌-গোল বাধাতে হবে? হাঁদী আর কোথায়? সে হতভাগার কথা একেবারে চেপে যাও।

চম্পাবতী। বেচারী রমু কিন্তু এ খবরে বড়ই ঘা পা'বে।

গৌরীশঙ্কর। আহা — হা—সে একটু 'আহা উহু'। তা কর্‌লেই হবে। ...আর এ রকম হ'লে ঐ ছোঁড়াগুলোরও একটু শিক্ষা হয় — ওরা বুঝুক্ First deserve, then desire. . .আঃ! আজ বড় আনন্দ দিলে মা! তোমার সঙ্গে পাকাপাকি হ'য়ে গেলে একবার আমার ওখানে পাঠিয়ে দিও—ভুলো না। ... আহা, আমার সংসারটা যদি এই রকম গণ্ডালে-গণ্ডালে মেয়েতেই ভরে' যেতো!

চম্পাবতী। চিতুদা'কে নিয়ে আবার কোন নতুন গোলমাল বেধেছে না কি, বাবা?

গৌরীশঙ্কর। (সহসা ক্রুদ্ধভাবে) চিতু ? — সেই অকাল-কুষ্মাণ্ড বেটা ? আমার বংশধর ? — My heir to the title ? অরুচি ! অরুচি ! ছেলেয় অরুচি, বংশধরে অরুচি !

(পম্পাবতীর প্রবেশ)

গৌরীশঙ্কর। পম্পা ! এ সবের মানে কি ?

পম্পাবতী। কি সবের বাবা ?

গৌরীশঙ্কর। তুমি জানো না ?

পম্পাবতী। জান্‌বো কি — সেইটাই খুলে বলুন।

গৌরীশঙ্কর। সে তা হ'লে তোমায় বলেনি ? ... এ কি সম্ভব ? ......তুমি জানো না — চিতু একেবারে চালান ?

পম্পাবতী। চালান ? ...কোথায় ?

গৌরীশঙ্কর। জাহান্নমে — যমপুরীতে। ....জেনো আমি বাপের বেটা, আমার কথা কাজ এক। আমি তা'কে ত্যাজ্য পুত্র কর্‌লাম — আর ছেলে বলে' মান্‌বো না।

চম্পাবতী। কেন বাবা, কি-অপরাধ তিনি করেছেন ?

গৌরীশঙ্কর। বেটার ভদ্রতা খুব বেশী কি না, তাই বিনীত নিবেদন করেছেন একছত্তর চিঠিতে তিনি যা মহৎ কাজ করেছেন। ...শুন্‌বে ? — বেটা সেই নোংরা মেয়েটাকে বিয়ে করেছে। (চম্পাবতীর প্রতি) —তোমার dear অশোকা গো। (চম্পাবতী মৃদুহাস্যে মুখ ফিরাইল)

পম্পাবতী। চিতু বিয়ে করেছে ?

গৌরীশঙ্কর। আকাশ থেকে পড়্‌ছো যে ? ...তবে কি বিশ্বাস কর্‌তে হ'বে তুমি এর বিন্দুবাষ্পও জানো না ? ...হায় রে !

চম্পাবতী। (সরিয়া গিয়া বসিল, অসাবধানতায় হাত হইতে

পুস্তকখানি মেঝেতে পড়িয়া গেল। পুস্তকখানি কুড়াইতে কুড়াইতে)
মুখার্জ্জি সাহেবের সঙ্গে দিদির দেখাই হয়নি এখনও—

গৌরীশঙ্কর। দেখা হয়নি এখনও? —তা'র মানে?

চম্পাবতী। মুখার্জ্জি সাহেব কাল রাত্রে ক্লাবে শুয়েছিলেন। (এই বলিয়া পম্পাবতীর মুখের দিকে চাহিয়া যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল — সে যেন নিজেকে অপরাধিনী মনে করিল)

গৌরীশঙ্কর। ক্লা-বে শু-য়ে-ছি-লে-ন! কবে থেকে তুমি স্বামীকে ক্লাবে শুতে দিচ্ছো, পম্পা?

পম্পাবতী। (সঙ্কুচিতভাবে) উনি ক্লাবে যাবার সময় চম্পাকে বলে' যান — চম্পা ছিল বাড়ীতে।

গৌরীশঙ্কর। তুমি?

পম্পাবতী। আমাদের কাল ব্রিজ্ পার্টি ছিল রায়বাহাদুরের ওখানে।

গৌরীশঙ্কর। ও — তা হ'লে দেখ্‌ছি আমাকে আরও অনেক বিষয় নিয়ে তোমাদের knighthoodএর সঙ্গে বোঝা-পড়া কর্‌তে হবে।

পম্পাবতী। তাঁর সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা আপনার না করাই উচিত।

গৌরীশঙ্কর। বটে? কেন বলো তো?

পম্পাবতী। অবশ্য চিতুর জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনার জামাই যা করেছেন ভাল বুঝেই করেছেন।

গৌরীশঙ্কর। বটে না কি? — ভাল বুঝেই করেছেন? বাঃ! .... মুখার্জ্জি সাহেব তোমাদের মূর্ত্তিমান্ chivalry, তিনি যা বুঝ্‌বেন সেটা ভালই, আর তিনি যা কর্‌বেন সেটা ভালই। .... .

তা হ'লে এখন হ'তে জেনে নিলাম — সি. পি.র জঙ্গলের এই ভুঁইফোড় হুজুর সাহেবের চোখের ইশারায় আমাদের সমস্ত বালীগঞ্জটাকে ওঠ-বোস্ করতে হবে। বাঃ! বাঃ! চমৎকার!

পম্পাবতী। বাবা, আমার স্বামীর সম্বন্ধে আপনার যা বল্‌বার তা অন্য অনেকরকমেই বল্‌তে পারেন —কিন্তু মানা কর্‌ছি, এ ভাবে নয়।

গৌরীশঙ্কর। বটে? — এ ভাবে নয়? — তবে? ...... আচ্ছা, কি ভাব হ'লে ঠিক মতো হয়, দেখাবো — তাঁকেই দেখাবো। .. তোমার উদার স্বামী আমার একমাত্র বংশধরকে একটা ল্যাংড়া জীবের জোয়ালে বেঁধে চালান করলেন তাঁর কাপাস-বনে লাঙ্গল ঠেলতে, আর তুমি সহধর্ম্মিণী কোমর বেঁধে দাঁড়াচ্ছো সেই আড়্‌কাটী স্বামীটার পশু-আচরণকেই সাধু-গিরি বলে' জাহির করতে! বাহবা! বাহবা! যেমন দ্যাবা তেমনি দেবী!

পম্পাবতী। আপনি ভুল বুঝ্‌ছেন। আমার যা কর্‌বার করেছি — যথাসাধ্য করেছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্যর্ মুখার্জ্জির আগ্রহ ও উদ্যোগের এত বেশী জোর ... ..

গৌরীশঙ্কর। বাঃ! বাঃ! বাঃ! ......যেহেতু ভীমবল দুর্দ্ধর্ষ ভীমের আগ্রহ ও উদ্যোগ খুবই প্রবল সেহেতু রাজা গৌরীশঙ্করের একমাত্র পুত্রকে বংশের মুখে — পিতৃপুরুষের মুখে — নিজের মুখে বেশ করে' চূণকালি মাখিয়ে দিতে হবে! — এই তো?

পম্পাবতী। চিতু ছেলেমানুষটী নয় — বয়স পঁচিশ বৎসর।

গৌরীশঙ্কর। কিন্তু পঁচিশটা পয়সাও ছিল না তা'র — জানো? ...খোঁটার জোরে মেড়া লড়ে! ...সেটা আগে হ'তে এঁচেই মোকদ্দমাটী তুলে দিয়েছিলাম তোমারই আগ্রহে তোমারই হাতে। স্ত্রী যদি স্বামীর

উপরে একটুও আধিপত্য কর্বার শক্তি না রাখে, তবে সে গৃহের কর্ত্রী নয় — বাঁদী, বাঁদী।

পম্পাবতী। বাবা, আমাকে এরকমভাবে আর যন্ত্রণা দেবেন না .. হাঁ, আমি আপনাকে বলেছিলাম — 'আমি চেষ্টা কর্বো।' আর আমি সে-চেষ্টা করেওছি যথেষ্ট। কিন্তু ভীম তো আর ছেলেমানুষ নয—

গৌরীশঙ্কর। (ক্ষিপ্তভাবে) না, — সে একটা পাগল, গাধা, না-মর্দ্দ।

পম্পাবতী। আপনাকে আবার মানা কর্ছি — এ রকম নোংরা কথা বল্বেন না। ...আপনি আমার স্বামীকে এইরকমভাবে যা-ইচ্ছে-তাই বল্বেন আমারই সাম্নে? ...আমি আপনার কোন কথা আর শুনতে চাই না — আপনি যা ভাল বোঝেন করুন, আমি খোকার কাছে যাই। (প্রস্থান)

গৌরীশঙ্কর। (অপেক্ষাকৃত নরম সুরে) এ সব হ'লো কি?

চম্পাবতী। আমি তো জানি না। নিশ্চয় কিছু দাঁড়িয়েছে ভিতরে-ভিতরে।

গৌরীশঙ্কর। ভিতরে-ভিতরে! তা'র মানে?

চম্পাবতী। তা ঠিক বল্তে পারি না, কিন্তু দিদির চাল-চলন সব যেন বদ্লে গেছে।

গৌরীশঙ্কর। সে কি! তা হ'লে নিশ্চযই ওকে কোন তুক্-তাক্ করেছে। সি. পি.-জঙ্গলে ভূতের মন্তর এখনো চলে শুনেছি — হাসি নয। স্ত্রীর কথায় যে উঠ্তো বস্তো, সে আজ আমলই দেয় না, — এতে তুক্-তাক্ আছেই আছে। কিন্তু আমি যদি গৌরীশঙ্কর হই—এ ভূত ছাড়াবোই। তবে আমি সেই ভুঁইফোড়টাকে

একবার সাম্না-সাম্নি চাই। বাছাধনকে এমন বোঝান্ বোঝাবো যে বুঝ্বেন তাঁর জন্ম নেওয়াটাই হয়েছে অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারা। চাটুজ্জি সা'ব মূলাকাৎ মাঙ্গ্তে হৈঁ, লেডী সা'ব।

চম্পাবতী। সা'ব কো লে আরো। (বেহারার প্রস্থান)

গৌরীশঙ্কর। আমি তা হ'লে উঠি, কি বলো? আমাকে তোমার কাছে দেখ্লে হয় তো গোড়া থেকেই ভেব্ড়ে যাবে। আমি ঐ বিলিয়ার্ড রুম্ দিয়ে নার্সারিতে যাই—কেমন? যেতে পার্বো না?

চম্পাবতী। হাঁ পার্বেন।

গৌরীশঙ্কর। বেশ, তা হ'লে আমি এখন পম্পার কাছেই রইলাম। তোমাদের মুখার্জ্জি সাহেব এলে আমি আস্ছি একবার তাঁর hoodটী ভাং করে' নেড়ে দিতে। ...... (ফিরিয়া আসিয়া) কথাবার্ত্তা পাকা করেই ফেলো—দেখো মা! হুঁশিয়ার। (প্রস্থান)

(ভৈরবচন্দ্রকে লইয়া বেহারার প্রবেশ)

বেহারা। চাটুজ্জি সা'ব। (নিষ্ক্রমণ)

(চম্পাবতী বহি হাতে লইয়া অগ্রসর হইল, উভয়ের অভিবাদন)

চম্পাবতী। আসুন। ...ভাল আছেন তো? —বস্বেন না?

ভৈরবচন্দ্র। ধন্যবাদ! ......আপনাকে নিশ্চয়ই একটু জ্বালাতন কর্লাম। ...একি! আপনি পড়্ছিলেন?

চম্পাবতী। হাঁ! রবীন্দ্রনাথের বই—

ভৈরবচন্দ্র। ও—রবীন্দ্রনাথ! হাঁ—নাম জানা আছে; তিনি মস্তবড় কবি না?

চম্পাবতী। হাঁ — বিশ্বকবি।

ভৈরবচন্দ্র। ওরে ব্যস! বিশ্বকবি! ... আপনি বুঝি কবিতা পড়্‌তে ভালবাসেন?

চম্পাবতী। হাঁ, বড্ডই ভালবাসি।

ভৈরবচন্দ্র। সময় এলে আমিও ভালবাস্‌বো আপনার মতো কবিতা পড়্‌তে, কারণ ওদিকে ঝোঁক আমার খুবই। তবে এখন আমি ও সব বিষয়ে বড্ড কাঁচা। বোধ হয় সে জন্য আপনি আমাকে অপছন্দ কর্‌বেন না।

চম্পাবতী। অপছন্দ আপনাকে? আপনি নিজেকে এতই ছোট মনে করেন?

ভৈরবচন্দ্র। এই দেখুন, এই কল্‌কাতার লোকে যা বলে কয — আমি তা'র বিশেষ কিছুই জানি না। সত্যি বল্‌তে কি আমি নাটক-নভেল কবিতা-টবিতা এ সব তেমন কিছু পড়িই নি। এখানে সকলে এত রকম কথা বলে যে শুনে আমার তাক্ লেগে যায়। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে যারা লেখাপড়ার ধার দিয়েও যায় নি তারা পর্য্যন্ত Film worldএর শিল্পীদের নাম সব এক নিশ্বাসে আউড়ে যায়। Parliament, Congressএর কথা যেন তারা বিস্কুটের মত গিল্‌তে থাকে। আমি এ সব কিছুই জানি না, কুমারী ব্যানার্জ্জি। আমি জানি শুধু বসুমতী।

চম্পাবতী। বসুমতী? আপনি কি বসুমতী—ঐ বাংলা কাগজখানাই শুধু পড়েন?

ভৈরবচন্দ্র। (অপ্রতিভভাবে) বসুমতী কাগজ হয় না কি? তা তো জানি না। . .না—না, কুমারী ব্যানার্জ্জি, আমার বসুমতী

হ'লেন — The Earth we live in — Mother Earth — মা বসুন্ধরা। আমি Geologyর student ছিলাম বোধ হয শুনে থাক্‌বেন। ......আপনি যখন খোলা হাওযায় বসে' — আমি যেমন এই ক'বছব ছিলাম — আপনি যখন সেই খোলা হাওয়ায বসে' মাটী খুঁড়্‌বেন আর বসুমতী-দেবীব চবণে আপনার প্রার্থনা জানাবেন, তখন মনে হবে যেন বসুমতীদেবী সত্যই আপনাব সম্মুখে দাঁড়িয়ে আপনাব মাথায তাঁর প্রসন্ন হাত-দুখানি বুলিয়ে দিচ্ছেন।

চম্পাবতী। এই তো ধবা পড়েছেন।

ভৈববচন্দ্র। (সশঙ্কভাবে) কি বকম ?

চম্পাবতী। আপনি একটা original (ওবিজিন্যাল্) — খাঁটী কবি। Mother Earthএব (মাদার আর্থের) আপনি গুণী সন্তান। নইলে সাদা কথা এমন ভাবে গুছিযে বলেন ?

ভৈরবচন্দ্র। আমি কি খুব গুছিযে কথা বলি ? কই, আমায় তো এ পর্য্যন্ত কেউ ঘুণাক্ষবেও এ কথা জানিয়ে দেয়নি।

চম্পাবতী। জানাবার লোক ছিল না। সকলেই কি সকলকে appreciate (এপ্রিসিয়েট্) কবে ?— না — কব্‌তে পারে ?

ভৈরবচন্দ্র। তা হ'লে আপনাব সঙ্গে আলাপ-সালাপ করেই বোধ হয় আমার অনেকটা progress হচ্ছে। আপনাব মতো বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা।

চম্পাবতী। পাওয়া বল্‌ছেন কি ? — পেয়েছেন। আমরা দুজনে এখন দুজনের বন্ধু—প্রাণেব বন্ধু, সেটা আমারও বল্‌তে কোন বাধা নেই।

ভৈরবচন্দ্র। সত্যি ? আপনি আমায় এতটা গৌরব দেবেন ?

চম্পাবতী। কেন দেবো না ? আপত্তি কিসে বলুন ? আপনি

একটী সবল খাঁটী মানুষ — আপনাকে দেখেই আমি চিনেছি। কথায় আছে — সবল দেখ্‌লেই বন্ধু বলে' গলায় মালা দেবে আর খল দেখ্‌লেই খাঁড়া নিয়ে তাড়া করবে।

ভৈরবচন্দ্র। আমি কিন্তু এখনও দস্তুর মতো পাড়াগেঁয়ে —আদব-কায়দা আমায় শিখ্‌তে হবে৷ যত্ন করে'।— কি বলেন? তা শিখ্‌বো — যত্ন করেই শিখ্‌বো, আপনি শিখিয়ে নেবেন। স্যর্ মুখার্জ্জিও তো গোড়ায়-গোড়ায় আমার মতোই ছিলেন।— তাই না?

চম্পাবতী। হাঁ, নিশ্চয়।

ভৈরবচন্দ্র। কিন্তু ভারী intelligent, চট্‌পট্‌ সব দুরস্ত করে' ফেলেছেন। আদব কায়দা — চলন বলন — সবই। কি grand stand-offish চাল্! . আমারও দেখ্‌বেন, কুমারী ব্যানার্জ্জি।

(ইতোমধ্যে ভীমচন্দ্র দ্বারদেশে উপস্থিত হইল)

চম্পাবতী। এই যে — মুখার্জ্জি সাহেব।

ভৈরবচন্দ্র। এঃ — গেল রে!

ভীমচন্দ্র। (গৃহের ভিতর আসিয়া) চম্পা দিদি! খবর ভাল?— (ভৈরবচন্দ্রের প্রতি ইশারায়) — ভাল তো?

চম্পাবতী। এই আপনার কথাই হ চ্ছিল, মুখার্জ্জি সাহেব! ভাল কথা, বাবা আছেন এখানেই আপনার অপেক্ষায়। তিনি আপনার ওপর রেগে আগুন।

ভীমচন্দ্র। সত্যি!।

চম্পাবতী। হাঁ — চিতুদা'র ব্যাপার নিয়ে। আমি এতে আপনার ওপর বড় খুসী, মুখার্জ্জি সাহেব। বাবা কিন্তু যা' বলেছেন তা' বড় ভয়ানক।

ভীমচন্দ্র। কি রকম?

চম্পাবতী। আপনার সঙ্গে তাঁর কথাবার্ত্তা শেষ হয়েছে কি আপনাকে কাঁদ্‌বার জন্য ready (রেডী) হ'তে হবে।—

ভীমচন্দ্র। তাই না কি?—কেন?

চম্পাবতী। মনুষ্য-জন্ম নিয়ে আপনার এই পৃথিবীতে আসার জন্য।......বুঝে সুঝে চল্‌বেন। আমি দিদিকে বলে' আসি — আপনার কথা।

ভৈরবচন্দ্র। আপনার সঙ্গে কি আর একবার দেখা হ'বার সম্ভাবনা আছে, কুমারী ব্যানার্জ্জি?

চম্পাবতী। নিশ্চয়—নিশ্চয়, আমি ঐ দক্ষিণের বারাণ্ডায় বসে' থাক্‌বো আপনারই অপেক্ষায়। (নিষ্ক্রমণ)

ভৈরবচন্দ্র। (আনন্দে) বন্ধ! বোধ হয় সব ঠিক হ'য়ে যায় বা।

ভীমচন্দ্র। ঠিক? — কি ঠিক?

ভৈরবচন্দ্র। যা ঠিক হ'বার - বুঝ্‌লে? .....একটা মিষ্টি কথা বলো, এত খাট্‌লাম খুট্‌লাম। ......নাঃ — তুমি বড় গম্ভীর হ'য়ে পড়্‌ছো। শোন, কুমারী ব্যানার্জ্জি আমাকেই গ্রহণ কর্‌বেন, এ আমার ষোল-আনা বিশ্বাস। ঠিক আসল ওখানটাতেই তুমি হুম্‌ করে' ঝড়ের মতো ঢুকে সব ভেস্তে দিলে—

ভীমচন্দ্র। তা' না হ'লে তুমি propose করে বস্‌তে?

ভৈরবচন্দ্র। নিশ্চয়। আর আমি তা করবো — আজই — যেন তেন প্রকারেণ, নইলে এ বাড়ী আজ ছাড়্‌ছি না। হাঁ — ঠিক জেনো।

ভীমচন্দ্র। ভৈঁরু খেপেছে — খেপেছে।

ভৈরবচন্দ্র। খেপেছে! এখনো বলছো খেপেছে?

ভীমচন্দ্র। তোমার সঙ্গে আলাপ তো মোটে দুদিনের হে!

ভৈরবচন্দ্র। তাতে কি? জানবার যা, জেনেছি ঐ দুটী দিনেই — বুঝলে? বিশবছরের আলাপ হ'লেই কি বেশী জানতাম?...... দেখ, আমরা খনির জীব, হাতে তুলেই বুঝতে পারি খাদ কি খাঁটী।

ভীমচন্দ্র। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিল পরে উঠিল) তবে শোন। ......সি পি. তে আমি দু-দু'বার অসুখে মরতে মরতে বেঁচেছি। সে সময়ে তুমি আমার যথেষ্ট করেছ — সেবা-শুশ্রূষা, সারা-রাত জাগা, ওষুধ খাওয়ান, পথ্যি তৈরী করা — অনেক-কিছুই। আমি তা' ভুলিনি — ভুলতে পারবো না। ...এ ছাড়া, তুমি আমার ছেলে-বেলার বন্ধু — মুখের নয়, বন্ধু বলতে যা' — তুমি তাই। এখন আমার কথা হচ্ছে — তোমার প্রতি আমার যা' কর্ত্তব্য তা' যথাসাধ্য পালন করা।

ভৈরবচন্দ্র। কর্ত্তব্যপালন! (উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল)

ভীমচন্দ্র। হাঁ। .... .চম্পাকে তুমি ভালবেসে ফেলেছ, না?

ভৈরবচন্দ্র। (দৃঢ়তার সহিত) হাঁ — সত্যি বলছি।

ভীমচন্দ্র। তোমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস — সেও তোমায় ভালবেসে ফেলেছে।

ভৈরবচন্দ্র। তিনি আমায় পছন্দ করেন — এটা আমি বলতে পারি। তবে ...ভালবাসা? —ঘর করতে করতেই হয়। কারুর হয় আগে, কারুর হয় পরে। আমার ভাগ্যে ন'য় পরেই হবে। আমি তো ভালবাসি — তা' হ'লেই সব আপনিই হবে। তুমি দেখে নিও — আমি তাঁর মন জুগিয়ে ঘর করবো এমন শান্ত-শিষ্টভাবে — যে

একেবারে superlative good. আর খ্যাপামি ট্যাপামি নয় — ও সব যা' হ'য়ে গেছে — হ'য়ে গেছে।

ভীমচন্দ্র। ঠিক-ঠাক মিলে যাচ্ছে। আমিও যা' করেছি তুমিও তাই — দাদার ভাই তো! ......আসল কথাটাই ধর্‌তে পার্‌ছো না, ভৈঁরু। অপর কেউ হ'লে এত বল্‌বার দরকারই ছিল না — কারণ হাঁড়ী কিন্‌বে যে, বাজিয়ে নেবে সে। কিন্তু তুমি আমার বন্ধু — অতি-পুরোণো বন্ধু।

ভৈরবচন্দ্র। (চঞ্চল হইয়া) ও সব হেঁয়ালী রাখো — সোজাসুজি এসো। এর মধ্যে যদি কোন ভয়ানক-রকম গলদ থাকে, চট্‌পট্ বলে' ফেলো। ভয় নেই — বুক আমার খুব হাল্কা নয়।

ভীমচন্দ্র। দস্তুরমতো ভোগবিলাসের শেষে শুয়ে যে মেয়ে মানুষ, সে যদি পছন্দ করে অসভ্য খনি-গোঁড়া পুরুষ, তা'তে কি বুঝ্‌তে হবে না যে টাকার মোটটাকেই তা'র আসল পছন্দ — মানুষটাকে নয়?

ভৈরবচন্দ্র। কিন্তু কুমারী ব্যানার্জ্জি নিশ্চয় সে-প্রকৃতির মেয়ে ন'ন — এ আমি শপথ করে' বল্‌তে পারি।

ভীমচন্দ্র। বাঃ — তাই তো — ঠিকই তো—

ভৈরবচন্দ্র। তুমিও তো ঠিক এই রকমই গঁরাইয়া ছিলে হে যখন তাঁর ভগ্নীকে বিয়ে করেছিলে?

ভীমচন্দ্র। হাঁ — ছিলাম, সত্যি। আর সেইজন্যই তোমাকে সাবধান কর্‌তে সাহস পাচ্ছি। ......কেউ ঠেকে শেখে, কেউ দেখে শেখে।— তুমি না হয় শেষটাই হও। .. ...আরও শোন, — চম্পার বয়স নয়-নয় করেও কুড়ির পীঠে দুই — বাইশ।

ভৈরবচন্দ্র। তা'তে কি? ...... অবশ্য sweet seventeen

হ'লে সব দিকেই ভাল হ'তো, কিন্তু তা দেখ্‌তে গেলে এমন M. A. পাশটীও তো মিল্‌তো না।

ভীমচন্দ্র। ওহে মূর্খ ডাক্তার—তা নয় তা নয়। ...... কারুকে অর্থাৎ কোন যুবাপুরুষকে না ভালবেসেই নির্ব্বিকারভাবে বাইশের কোটায় পা দেওয়া যে আইবুড়ো মেয়ের পক্ষে একটা মস্ত বড় trial—এটা বোঝাও যেমন শক্ত—বোঝানও তেমনি আরও শক্ত। তুমি কি ভাবো চম্পা ভালবাস্‌তে শিখ্‌লো এই প্রথম—তোমাকে দিয়েই?

ভৈরবচন্দ্র। (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) ...... দ্যাখো, আলাপ-সালাপ—flirting এর-তার সঙ্গে, হাঁ, তা হওয়া বিচিত্র নয়।

• ভীমচন্দ্র। ছোঃ! Flirting! ও-সব এ দলের মধ্যে অত্যন্ত ছোটখাটো ব্যাপার—ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। ... আসল কথা—তোমার কুমারী ব্যানার্জ্জির একটু ভালবাসা জন্মেছে অনেক আগে হ'তেই।—হাঁ, ...একথা আমি আমার স্ত্রীর মুখেও শুনেছি অনেকবার।

ভৈরবচন্দ্র। ভালবাসা জন্মেছে? ...না—ওসব বাজে গুজব।

ভীমচন্দ্র। তা হ'লেই ভাল। কিন্তু গুজব কি বলে জানো?—ভালবাসাটা তাঁর একটু-দূর সম্পর্কের এক মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে। পাত্রটীর নাম রমণীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। ছেলেটীর চেহারা রমণীরঞ্জনই বটে—তবে বিষয়বুদ্ধিতে তিনি গর্দ্দভগঞ্জন। কিন্তু তা'তে বড় যায় আসে না। আমার বিশ্বাস—আজ যদি সেই গর্দ্দভটা একটা বড় রকমের ডার্ব্বি টার্ব্বি মেরে বরাত্‌ ফেরাতে পারে, কালই চম্পা মালা-হাতে তারই উদ্দেশে ছুটে যাবে। এ দলের এই একটা বদ্‌ অভ্যেস। এ সব তোমার জেনে রাখা ভাল—বুঝেছ?

ভৈরবচন্দ্র। মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে?

ভীমচন্দ্র। সামান্য-একটু-দূর সম্পর্ক এই যা। অবশ্য আমি ঠিক জানি না, সে ভালবাসার দৌড় কতটা। কারণ এ দলের এই অদ্ভুত জীব-গুলিতে হৃদয় বলে' কোন পদার্থ আছে কি না তাও ঠিক বুঝ্তে পারি না। যাই হোক্ —পাঁচ জনে যা বলে, আমি সেই মতো বলে' খালাস।

ভৈরবচন্দ্র। ওঃ!—তা হ'লে তো আমি একটা আস্ত গাড়ল।—যতই হোক্ পাড়াগেঁয়ে তো।

ভীমচন্দ্র। আমিও আর একটী গাড়ল, ভৈঁরু। তবে আমায় সাবধান কর্‌বার কোন বন্ধু-বান্ধব ছিল না, এই যা দুঃখ। ...... এরা জানে তুমি একটী ধনকুবের, মস্ত-বড় মুরুব্বি, গাঁথবার মতো মাছ। আর মেয়ের রাজা বাপটীও পাত্র খোঁজেন ঠিক এইরকমই, কারণ খেতাবটাই তাঁর সর্ব্বস্ব — আসলে তিনি অত্যন্ত ভুয়ো, দিন-ভিখিরী বল্লেই হয়। ...অবশ্য এরকম হাঁড়ীর খবর দেওয়া আমার পক্ষে অন্যায় — নিষ্ঠুরতা, যতই হোক্ আমার শ্যালী তো। কিন্তু তুমি চেষ্টা করলে সব খবরই পেতে পারো, কারণ বাজারে এটা চাউর হ'য়ে গেছে অনেক মুখেই।

ভৈরবচন্দ্র। আচ্ছা, রাজার কথা ন'য় আলাদা। তোমার কি বিশ্বাস কুমারী ব্যানার্জ্জি আমায় বিয়ে কর্‌তে চা'ন আমার শুধু টাকা দেখেই?

ভীমচন্দ্র। তাই তো বোধ হয়।

ভৈরবচন্দ্র। কিন্তু ওঁর ভগ্নীতো তোমাকে ভালবেসেই বিয়ে করেছিলেন?

ভীমচন্দ্র। হাঁ —সেইটাই ছিল আমার ধারণা। সে ধারণাটা হয় তো থাকতো আমার চিরকালই — যদি-না আমার গৃহস্থালীর অবস্থায় কোন গোলযোগ ঘট্‌তো। ...আমিও একটী আস্ত গর্দ্দভ। ...আমার

সে-ভুল কিন্তু ভেঙ্গেছে। ...যাক্ —ভগবান্ যা করেন, ভালর জন্যেই।

ভৈরবচন্দ্র। মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে? ...... অ্যাঁ!

ভীমচন্দ্র। তা'কে নিজেই সব জিজ্ঞাসা করে' দ্যাখো না। সমস্ত খোলাখুলি হওয়া ভাল — পরে কেন আঙ্গুল কাম্‌ড়ে পস্তানো? ..... হাঁ, তবে একটা কথা বলি — আর এটা আমার নিজস্ব ধারণা —চম্পার মেজাজটা বড় ভাল, — যদিও ফষ্টি-নষ্টি রং-তামাশা নিয়েই থাকে। আর আমার বিশ্বাস ওর ওপরটাই লোকে দেখ্‌তে পায় আর তাই নিয়ে কাণাকাণি করে। তা'কে কোন জিনিষ এখনও পর্য্যন্ত seriously নিতে দেখিনি, কাজেই সন্দেহ হয় রমণীরঞ্জনের প্রতি তা'র যে ভালবাসা সেটাও খুব serious কি না। ......যাই হোক্, বাজারে যা রটে, তা'র কতক তো বটে — আর তোমার তা জানা উচিত। কারণ এসব জেনে-শুনেও তুমি যা কর্‌তে এগোবে — সেটা তুমি নিজের ভালমন্দ ভেবেই, নিজের ইচ্ছেতেই — at owner's risk.

(ভৈরবচন্দ্র ভীমচন্দ্রের কথাগুলি শুনিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব রহিল। ভীমচন্দ্র ভৈরবচন্দ্রের নিকটে আসিল। ভৈরবচন্দ্র ভীমচন্দ্রের মুখের দিকে উদ্দেশ্যহীনদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।)

(ইতোমধ্যে বেহারার প্রবেশ।)

বেহারা। (ভীমচন্দ্রের কাণে কাণে বলিতে লাগিল) গাঙ্গুলী সা'ব আয়ে হৈঁ, হুজুর সা'ব। বাহির বারাণ্ডামেঁ বৈঠ কর্ কোঈ চিট্‌ঠি-উট্‌ঠি লিখতে হৈঁ। মালূম হোতা—বহ্ চিট্‌ঠি লেডী সা'বকো বাস্তে লিখতে হৈঁ।

ভীমচন্দ্র। বহুত আচ্ছা। জব্ সাহেবকা লিখা খতম হো জায়, তব্ উন্‌কো হমারা পাশ ভেজ দেনা। ঔর বহ্ চিট্‌ঠি ভী তুম লে আও। সমঝ লিয়া?

বেহারা। জী, হুজুর সা'ব। (প্রস্থান)

ভৈরবচন্দ্র। মিষ্টার গাঙ্গুলী? মিসেস্ রায়ের ভাই?

ভীমচন্দ্র। হাঁ! ওর পরিচয়ের ভাল যা — তা ঐটুকুই। ...... আছে তো সম্পূর্ণরূপে ভগ্নীর হাত-তোলায়, অথচ ভগ্নীর নিন্দে কর্‌তে ওরই জিভ্ বেরিয়ে আসে সকলের আগে — বদমায়েস সয়তান। ...... ভৈঁরু, আজ আমায় একটু সাম্‌লে রেখো। আজ আমার ভিতরে যেন একটা দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য হুটোপাটি কর্‌ছে -- রক্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, আমার অন্তর-দেবতা মোটেই চায় না ঐ অপদার্থ জঞ্জালটাকে গলা টিপে মেরে হাত অপবিত্র কর্‌তে। তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও।

ভৈরবচন্দ্র। লোকটা করেছে কি?

ভীমচন্দ্র। এখনি জান্‌তে পার্‌বে — ও নিজেই তা' বল্‌বে — বল্‌তে বাধ্য হবে। কিন্তু হুঁশিয়ার!

(উভয়ে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। অন্য এক বেহারার সহিত চঞ্চলকুমারের প্রবেশ।)

বেহারা। গাঙ্গুলী সা'ব, হুজুর সা'ব! (বেহারার প্রস্থান)

চঞ্চলকুমার। নমস্কার! আমার সঙ্গে আপনার কোন কাজ আছে না কি?

ভীমচন্দ্র। হাঁ—ছোট্ট একটু কাজ। আগে এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি Dr. B. C. Chatterji — ইনি Mr. C. K. Ganguli.

(উভয়ের নমস্কার ও প্রতিনমস্কার। ইতোমধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রথম বেহারা একটী চিঠি লইয়া প্রবেশ করিল)

চঞ্চলকুমার। (বেহারাকে চিঠি-হস্তে গৃহে প্রবেশ করিতে

দেখিযা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ কবিল) বড়ই দুঃখিত যে লেডী মুখার্জ্জিব দেখা পেলাম না, তিনি বাহিবে না কোথায় গেছেন। তাঁব নামে এই চিঠি-টুক্ বেখে গেলাম।

ভীমচন্দ্র। ও —

চঞ্চলকুমাব। আপনি অনুগ্রহ কবে' বলে' দিন্ তিনি আস্‌তেই যেন চিঠিখানা দেওযা হয।

ভীমচন্দ্র। এ আর কি — নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি নিজেই দেবো।

(বেহাবাব হাত হইতে চিঠি লইল, বেহাবাব প্রস্থান।)

চঞ্চলকুমাব। আপনাব অনুগ্রহ। (কিয়ৎক্ষণ পবে) আপনার শবীব এখন কেমন ?

ভীমচন্দ্র। মন্দ কি ! — আপনার ?

চঞ্চলকুমার। একটু খাবাপ চলেইছে। আপনি এবাবে একবাব উটাকামণ্ড ঘুবে আস্‌বেন না কি ?

ভীমচন্দ্র। না — তেমন তো কিছু ঠিক নেই। .. হাঁ — ভাল একটা কথা আছে — এই চিঠিখানা নিযে —

চঞ্চলকুমাব। চিঠিখানা নিযে ?

ভীমচন্দ্র। হাঁ। . .. এ চিঠিতে কি লিখেছেন তাই জান্‌তে আমাব বড কৌতূহল জেগে উঠেছে।

চঞ্চলকুমার। বলেন কি ? — আপনি চিঠিখানা খুল্‌বেন ?

ভীমচন্দ্র। না — নিশ্চয না। তবে আপনাকে খুল্‌তে হবে।

চঞ্চলকুমাব। কি বকম ?

ভীমচন্দ্র। আপনি অনুগ্রহ কবে' চিঠিখানি খুলে আমাকে পড়ে' শোনাবেন।

চঞ্চলকুমার। (কাষ্ঠহাসি হাসিয়া) বলেন কি ? আপনি অনুগ্রহ করে' আমাকে তা হ'লে সন্দেহের চোখেই দেখ্‌ছেন ?

ভীমচন্দ্র। হাঁ — আর সে সন্দেহটা কর্‌ছিও একটু তাড়াতাড়ি — বিশেষ না ভেবে-চিন্তেই।

চঞ্চলকুমার। বাঃ! — বেশ তো!

ভীমচন্দ্র। হাঁ — তাই তো। এখন আস্তে আস্তে চিঠিখানি খুল্‌তে ইচ্ছে করুন তো।

(চঞ্চলকুমারের হাতে চিঠিখানি দিতে গেল। চঞ্চলকুমার ঝটকা দিয়া চিঠিখানি লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেই ভীমচন্দ্র বজ্রমুষ্টিতে তাহার কব্জি-দুটী ধরিল। ভৈরবচন্দ্র অগ্রসর হইল।)

ভীমচন্দ্র। বহুত আচ্ছা, ঠিক্‌, ঠিক হৈ। ... ... দেখ্‌তেই পাচ্ছেন, মিষ্টার গাঙ্গুলী, আমি এখন C. P.র জঙ্গলে বাঘ? ভাল-মানুষের মতো চিঠিখানি খুলে পড়ুন

চঞ্চলকুমার। .. ... বেশ, তবে তাই। (ভৈরবচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া) এঁর সামনে চিঠি পড়ায় আপনার কোন আপত্তি নেই তো? ...... না আপনি এঁকে কাছে রাখ্‌ছেন আপনাকে আগ্‌লাবার জন্য?

ভীমচন্দ্র। না, মোটেই না — আপনাকে আগ্‌লাবার জন্য।

চঞ্চলকুমার। ভাল — এটা আপনার অতিমাত্র ভদ্রতা। (চিঠি পড়িতে আরম্ভ করিল) "ডিয়ার লেডী মুখার্জ্জি —

ভৈরবচন্দ্র। কই, আমি তো চিঠিতে "লেডী মুখার্জ্জি" দেখ্‌ছি না, "ডিয়ার পম্পা" লেখা রয়েছে।

(এই কথা শুনিয়া ভীমচন্দ্র উগ্রভাবে চঞ্চলকুমারের প্রতি চাহিল, চঞ্চলকুমারও তীব্রদৃষ্টিতে ভৈরবচন্দ্রের প্রতি চাহিল।)

ভীমচন্দ্র। পড়ুন — পড়ুন, পড়ে যান্।

চঞ্চলকুমার। "আমরা দুজনেই অতি-পুরাতন বন্ধু। আমি আশা করি আপনি —

ভৈরবচন্দ্র। 'আপনি' নেই — 'তুমি'। — পড়ুন, 'তুমি' —

ভীমচন্দ্র। ভৈঁক, তুমিই পড়ো — ভাল করে'।

ভৈরবচন্দ্র। "আমি আশা করি, তুমি আমায় নিজগুণে ক্ষমা কর্বে। কাল তোমায় যা-যা বলেছিলাম, সত্যই সে-সব আমার পাগলামি। আমার এখন এই পরম স্বস্তি যে তুমি আমার সে সব কথা পাগলামি বলেই ধরে' নিয়ে আমাকে তিরস্কার করেছিলে। ইতি— তোমার গুণমুগ্ধ চঞ্চল।"

ভীমচন্দ্র। বাঃ — বেশ পড়েছ, ভৈঁরু। চিঠিখানা টেবিলের ওপরেই রাখো। মিষ্টার গাঙ্গুলী, আপনার সঙ্গে আমার কাজ হ'যে গেছে। এবার আপনি বিদায় নিতে পারেন।

চঞ্চলকুমার। (উগ্রভাবে) কিন্তু যাবার আগে আমি জান্‌তে চাই আমাকে এরকমভাবে —

ভীমচন্দ্র। আপনি গুটী গুটী সরে' পড়ুন। আপনি আমার বাড়ীতে এসেছেন, এইটে মনে করেই আমি পঙ্গু হ'যে পড়্‌ছি।

(উভয়ে কিছুক্ষণ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে চঞ্চলকুমার মুখ ফিরাইয়া দৃঢ়পদক্ষেপে বাহিরে চলিয়া গেল।)

ভৈরবচন্দ্র। লোকটার বরাত্ ভাল — ভাবি বেঁচে গেছে। আমার মনে হ'চ্ছিল — দু-এক ঘা বসান্ দিলে মন্দ হয না।

ভীমচন্দ্র। হাঁ, C P.তে হ'লে তাই হ'তো, ভৈঁরু।

ভৈরবচন্দ্র। যাই হোক্ ওর চিঠিখানাই তোমার স্ত্রীর পক্ষে যথেষ্ট সাফাই।

ভীমচন্দ্র। যথেষ্ট সাফাই! ...... তুমি কি মনে করো, আমি আমার স্ত্রীর চরিত্রে কখনও সন্দেহ করেছি বা এখনও করি? না—না—না, মোটেই না। আমি তাঁর এই জঘন্য সঙ্গী-সহচরগুলোকেই সন্দেহের চক্ষে দেখি। আর সন্দেহ যে অমূলক নয় তা দেখ্‌তেই পাচ্ছো। ... ... এই নরাকৃতি কামান্ধ জানোয়ারটা মহিলা-সমাজে বন্ধুবেশে মিশে ন্যাকা-ন্যাকা-ভাবে ঠাট্টা-তামাশা জমিয়ে তোলে, শেষে সুযোগ বুঝে পশু-প্রকৃতির পরিচয় দিয়ে বসে। ...... এই সব গলা পচা মড়া-মাসের ছোঁয়াচ হ'তে গৃহ-আশ্রমকে পবিত্র রাখ্‌বার জন্য গৃহস্বামীর যে সৎচেষ্টা সেটা এই অদ্ভুত সমাজের চক্ষে tyranny — অত্যাচার! বুঝ্‌লে? ..... অদ্ভুত সমাজ! অদ্ভুত এর mentality, অদ্ভুত এর কার্য্যকলাপ!

(টেবিলের নিকটে গিয়া বসিল। গৌরীশঙ্করের প্রবেশ।)

গৌরীশঙ্কর। এই যে আমাদের ডক্টর চ্যাটার্জ্জি! আপনাকে দেখে বড়ই খুসী। কেমন আছেন? ভাল তো? ...... উঠে পড়্‌লেন না কি? আমার আসাতে আপনার অসুবিধা হ'ল নিশ্চয়?

ভৈরবচন্দ্র। আজ্ঞে না, আমি উঠেই ছিলাম —

গৌরীশঙ্কর। যাবার সময় একবার দক্ষিণের বারাণ্ডাটা ঘুরে যাবেন। মেয়েদের সঙ্গে একবার দেখা-সাক্ষাৎ কর্‌তে ভুলবেন না।

ভৈরবচন্দ্র। আজ্ঞে না। তাঁদের সঙ্গেই আমার দুটো একটা কথা কইবার আছে। আসি তা হ'লে — নমস্কার।

(নিষ্ক্রমণ)

গৌরীশঙ্কর। তোমার সঙ্গেই আমার আসল দরকার শেষটা কি দাঁড়ালো?

ভীমচন্দ্র। বসুন—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? (চেয়ার এগিয়ে দিল)

গৌরীশঙ্কর। (রুক্ষ ও তিক্তভাবে) না — যা হবার দাঁড়িয়েই হোক্, বসে' আর কাজ কি ?

ভীমচন্দ্র। তবুও বসুন।

গৌরীশঙ্কর। না, আমি জানতে বড় ব্যস্ত, খবরটা পাকা কি না?

ভীমচন্দ্র। কোন্ খবরটা?

গৌরীশঙ্কর। খবরটা এই যে আমি বাপ রইলাম ঘরের পাঁচীলে বদ্ধ, আর আমার ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলে কি পাড়াপড়্শী মিলে — বাইরে বাইরে —আমাকে একেবারে go to hell করে'?

ভীমচন্দ্র। (গম্ভীরভাবে) হাঁ, বিয়ে হ'য়ে গেছে — স্পেশ্যাল লাইসেন্স্ নিয়ে। বরবধূ আজই রওনা হয়েছে Chhindwaraয় Honeymoon enjoy করতে। একখানা first class compartment reserve করে' দেওয়া হয়েছে।

গৌরীশঙ্কর। বটে!!

ভীমচন্দ্র। বিবাহসভায় সাক্ষী ছিলাম আমি আর মিসেস্ করুণা রায়, এবং শুনে বোধ হয় সুখী হবেন যে এ বিবাহে বরকন্যা দু'জনেই খুব খুসী হয়েছে।

গৌরীশঙ্কর। তাদের পক্ষে এটা খুবই সুখের বিষয়, কিন্তু মহাশয়। ছেলের মা না-হয় তীর্থে তীর্থে ঘুরে মরছেন, বাপ তো এখনও এখানে সশরীরে বর্ত্তমান। তার অনুমতি বা সম্মতি নেওটাও কি আপনার হিসেবে অতি নগণ্য—ক্ষুদ্র— বাজে কাজ বলে' মনে হয়েছিল?

ভীমচন্দ্র। অবস্থা যে-রকম দাঁড়িয়েছিল তা'তে আমাকে সেই-রকম হিসেবেই কাজ করতে হয়েছে, জানবেন।

গৌরীশঙ্কর। বাঃ — চমৎকার — Super-excellent! ...... স্যার্ মুখার্জ্জি, আপনার বোধ হয় মনে মনে খুবই ভমঃ যে দু'চার-বার আমাকে কিছু কিছু টাকা ধার দিয়ে আমার কাছ থেকে একরকম দাসখৎ লিখেই নিয়েছেন — না? ভাল! ...কিন্তু আপনাকে জানাচ্ছি যে আপনার টাকা আমি অতিশীঘ্রই কড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ করছি—'

ভীমচন্দ্র। করতে পারেন। — অবশ্য আপনার সুবিধা মতো অতি শীঘ্র।

গৌরীশঙ্কর। আর এও জানাতে চাই, কারণ জানানো আমার অবশ্য কর্ত্তব্য — যে আপনার এই চোরা গুপ্ত আচরণ এটা অতি ঘৃণ্য, ক্লীবেরই আচরণ — পুরুষের নয়। এ শঠতার আসল নাম বোকামো — উল্লুক-বাঁদরেও যা' শোভা পায় না। আমি আপনাকে বলে' রাখছি—

ভীমচন্দ্র। আপনার বলবার শক্তি যে খুব প্রচণ্ড তা মেনে নিচ্ছি, আর আমাকে অনেক ক্ষেত্রে অনেক কথা বলেই খুসী হয়েছেন—সেটাও খুব মেনে নিচ্ছি। তবুও আজ আপনারই অনুমতি নিয়ে আপনাকে দু'একটা কথা চাই বলতে — বোধ হয়, তা'তে আপনার বিচারশক্তির উন্নতিই হ'তে পারে।

গৌরীশঙ্কর। কি! তোমার এত তেজ? আমরা দশ-পুরুষে, আর তুমি এক-পুরুষে, তুমি শিক্ষা দিতে চাও আমাকে? — বটে?

ভীমচন্দ্র। ভুঁইফোড়—ভুঁইফোড়—upstart, সবই মেনে নিচ্ছি। তবুও বলতে সাহস করছি যে ব্যক্তিগত স্বার্থ আর বৃথা বংশমর্য্যাদার

অছিলায় প্রকৃত অপরাধী পুত্রটীকে নিজের বুকের মধ্যে আগ্‌লে রাখবার নীচ উদ্যোগ আর সেই সঙ্গে ভদ্রবংশীয়া একটী বালিকাকে অনাথা অবস্থায় হাটে বাজারে দাঁড় করাবার ঘৃণিত চেষ্টা — এ সব রাজোচিত গুণের পরিচয় নয়। — এ সব ভীষণ crime, রাজদণ্ডের যোগ্য।

গৌরীশঙ্কর। কি! — এত দূর স্পর্দ্ধা!

ভীমচন্দ্র। এবং আপনার বংশের দুলাল ঐ বালিকাকে বিবাহ করে' যে একটা ভয়ানক নীচ কাজ করেছে, তা মনে ভাব্‌বেন না। সে যা'কে ভালবাসে, আর সেই ভালবাসার মোহে সে যা'র প্রতি অন্যায় আচরণ করেছে, তা'কেই সে বিবাহ করে' সমাজ সম্ভ্রম দিয়েছে— পুরুষের মতো কাজ করেছে, সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছে।

গৌরীশঙ্কর। হাঁ — পরিচয় দিয়েছে তা'র বংশমর্য্যাদার গালে বেশ করে' চূণকালি মাখিয়ে।

ভীমচন্দ্র। বংশমর্য্যাদার আলোচনা এ ক্ষেত্রে না করাই ভাল — সর্ব্বরকমে

গৌরীশঙ্কর। বটেই তো — আপনি যখন বল্‌ছেন।

ভীমচন্দ্র। বংশের মর্য্যাদা ভদ্রতায়, সাধুতায়, —— শঠতায় নয়। আর সেই বংশের ভদ্রতা-সাধুতার গৌরব বাড়িয়েছে জান্‌বেন রাজেশ্বরী কটনমিলের জয়েণ্ট ম্যানেজার মিষ্টার সি ব্যানার্জ্জির আইন-সঙ্গত বিবাহ।

গৌরীশঙ্কর। কটন মিলের ম্যানেজার।

ভীমচন্দ্র। বিশ্বাস করুন, রাজা গৌরীশঙ্কর! আপনার বংশধর এখন হ'তে চেষ্টা করবেন সাধুভাবেই জীবিকা অর্জ্জন কর্‌তে, তাঁর শক্তির বৃথা অপব্যয় হবে না বাড়ীতে বসে' আরাম করে' যত ভুঁইফোড় ভগ্নীপতির পকেট কর্ত্তন কর্‌তে।

(বেহারার প্রবেশ)

খানসামা। মাফ কীজিয়ে হুজুর সা'ব। এটর্নী বাবু তো খাড়া হৈঁ, আপ্ তো উনকো জরুর মাঙ্গা থা।

ভীমচন্দ্র। থোড়া সবুর কর্‌নে বোলো, মৈঁ জাতে হুঁ।

গৌরীশঙ্কর। সবুর কর্‌তে হবে না, তাঁকে আস্‌তে বলো — আমি চল্‌লাম। (বেহারার প্রস্থান)

গৌরীশঙ্কর। (কিছু নরম সুরে) তোমার সঙ্গে আমার সকল সম্বন্ধের এইখানেই শেষ জেনো।

ভীমচন্দ্র। শেষ করা, না করা — আপনারই ইচ্ছে।

গৌরীশঙ্কর। মেনে নিচ্ছি — আমরা অত্যন্ত অভদ্র, অসাধু, গাঁটকাটা — কেন না আমরা কিছু টাকা ধার নিয়ে মাথা বিকিয়েছি। কিন্তু আমার শেষ কথা — তোমাব রক্তে যদি ভদ্রয়ানার একটা কণাও থাক্‌তো—

ভীমচন্দ্র। তা হ'লে আমি নিশ্চয়ই খুসী হ'তাম—ঐ অপমানিতা অনাথা বালিকাটীকে ইতর ভিখিরীর মতো হাটে বাজারে দাঁড়াতে দেখে — কেমন ? — এই তো ? ......ভগবানের দয়া যে আমাতে সে ভদ্রয়ানার লেশও নেই, ভগবানের দয়া যে আমার এই অভদ্রয়ানার জন্য অন্ততঃ সে বালিকার লাভ হয়েছে ভদ্রভাবেই অনেকখানি।

(গৌরীশঙ্করের ধীরে ধীরে নিষ্ক্রমণ। এটর্নী মিষ্টার গোকুলচন্দ্র চন্দ্রের প্রবেশ)

. গোকুলচন্দ্র। নমস্কার, স্যর্ মুখার্জ্জি। আমার একটু দেরী হ'য়ে গেছে — পথে, কিন্তু আপনি phone করা-মাত্রই আমি মোটর নিয়ে ছুটেছি।

ভীমচন্দ্র। না, দেবী এমন কি? ঠিক সময়েই এসেছেন।......
এখানকার বসবাস তুলে ফেল্‌ছি, C P তেই আবার বওনা।—

গোকুলচন্দ্র। বলেন কি? — অ্যাঁ!

ভীমচন্দ্র। হাঁ — খুবই ঠিক। আর আপনাকে আমি instruction দিচ্ছি, আমার এখানকার যা বিষয়-সম্পত্তি — বাড়ী, বাগান, গুদাম, টকি হাউস্ — যা কিছু সবই স-সাজ বিক্রীর জন্য buyer জোগাড় কর্‌তে। — বুঝ্‌তে পেরেছেন?

(পম্পাবতীর প্রবেশ)

গোকুলচন্দ্র। Calcutta property সমস্তই? এমন কি— (পম্পাবতীকে দেখিয়া) নমস্কার, লেডী মুখার্জ্জি।

পম্পাবতী। নমস্কার, ভাল তো?

গোকুলচন্দ্র। হাঁ — আপনি ভাল আছেন? (ভীমচন্দ্রের প্রতি) আচ্ছা, আমি আজ থেকেই সন্ধান সুরু করবো। ভাল কথা, বিক্রী হ'লে খদ্দেরকে possession দিতে আপনি সময় নেবেন কতদিন?

ভীমচন্দ্র। কতদিন আবার? বেশী নয় — বড় জোর পনেরো দিন। তার মধ্যেই সব possession পেয়ে যাবে।

গোকুলচন্দ্র। পনেরো দিনেই?

ভীমচন্দ্র। নিশ্চয়। কিন্তু একটী দিনও না বাজে যায় — উঠে পড়ে' লাগুন। আসুন, নমস্কার।

(গোকুলচন্দ্র পম্পাবতীকে নমস্কার করিয়া ১০।১৫ সেকেণ্ড অনুসন্ধিৎসুভাবে পম্পাবতীর দিকে চাহিয়া রহিল — পরে চলিয়া গেল)

পম্পাবতী। একি ভীম? এ সবের অর্থ কি?

ভীমচন্দ্র। এর অর্থ আমরা যত শীঘ্র পারি C. P.তেই আবার রওনা হচ্ছি।

পম্পাবতী। সি. পি তে?

ভীমচন্দ্র। হঁ্যা। —তুমি, আমি আর দিলীপ -

পম্পাবতী। তোমার কথা ভাল বুঝ্‌তে পারছি না।

ভীমচন্দ্র। এতে বোঝবার মতো কঠিন কিছু নেই—অতি সোজা কথা। ... হঁ্যা—ভাল কথা, তোমার একখানা চিঠি রয়েছে ঐ টেবিলে।

পম্পাবতী। আমার চিঠি?

ভীমচন্দ্র। হঁ্যা — মিষ্টার গাঙ্গুলী চিঠিখানি লিখেছেন।

পম্পাবতী। (চিঠি লইয়া) চিঠিখানা কিন্তু খোলা হয়েছে --

ভীমচন্দ্র। হঁ্যা, মিষ্টার গাঙ্গুলীই দয়া করে' নিজে হাতেই খুলেছেন, নিজেই পড়েছেন, আমাকে শুনিয়েছেন।

পম্পাবতী। (ভীমের মুখের দিকে চকিতের মতো একবার চাহিয়া) ও!— (চিঠি পড়িয়া ঘৃণায় টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিল); ভীম, কাল যখন তুমি ঘরে এলে—

ভীমচন্দ্র। থাক্ সে কথা।

পম্পাবতী। থাক্‌বে কেন? তারই বোঝা-পড়া আগে দরকার। ......আমার মনে হয়, তুমি মনে-মনে তখন ধারণা করেছিলে — অবশ্য এও আমি ঠিক জানি না তুমি মনে-মনে ঠিক সেই ধারণাই করেছিলে কি না, তবুও আজ এখন আমি ষোল-আনাই মেনে নিচ্ছি আমি তোমার চোখে অপরাধিনী হ'য়ে দাঁড়িয়েছি — শুধু ঐ হতভাগা লোকটার অপরাধের জন্যই। আর এ'ও বলছি — এটা খুব সত্যি বলেই জেনো — ঐ লোকটার মুখ দেখ্‌তেও আমার আর তিলমাত্র রুচি নেই।

..... কিন্তু বুঝ্‌তে পারি না, তুমি এই নোংরা ব্যাপার নিয়ে পরামর্শ করবার আর দ্বিতীয় লোক পেলে না—এক বাড়ীর বেহারা-খানসামা ছাড়া ? আমার অপরাধ খুবই বেশী স্বীকার করছি, কিন্তু খানসামা-বেহারাকে অন্তরঙ্গ করার যে অপরাধ সেটাও নেহাৎ কম নয়।

ভীমচন্দ্র। আশা করি তুমি আমার এ অপরাধ ক্ষমা করবে — যখন বুঝ্‌বে তোমার অপরাধের ভিতেই আমার অপরাধের গাঁথনি।

পম্পাবতী। কেন—গাঙ্গুলী জানোয়ারটার প্রতি আমার ব্যবহার পরে কি রকম দাঁড়ায় সেটা দেখ্‌বার জন্য কি একটু অপেক্ষাও করতে পারতে না ? ঐ হতভাগাটা কাল পর্য্যন্ত স্বপ্নেও কখনো ভাবে নি যে তার এই দুঃসাহসের জন্য তা'কে আমি কুকুরের মতো—

ভীমচন্দ্র। (বিরক্তভাবে) কুকুরের মতো কি কিসের মতো — আজ আর সে সব নোংরা আলোচনায় কাজ কি ? ...আমি তো অনেকদিনই তোমায় বলেছি — অনেক রকমে, ও লোকটার কি-রকম প্রকৃতি। —কিন্তু তুমি তো আমার কথায় কাণ দাও নি।

পম্পাবতী। আমি ভুল করেছি, স্বীকার কর্‌ছি। ভবিষ্যতে—

ভীমচন্দ্র। ভবিষ্যতের কথায় আর কাজ কি ? C. P.তে এ-রকম প্রকৃতির জীবের সম্ভাবনা নেই। সেখানকার জননীরা এ-রকম চঞ্চল গাঙ্গুলী প্রসব করে' সংসারের আবর্জ্জনা বাড়ায় না।

পম্পাবতী। তুমি বার বার ঐ সি.-পি., সি.-পি. করছো কেন ? তুমি কি সত্যিই আমাকে সি. পি.র জঙ্গলে টেনে নিয়ে যেতে চাও ?

ভীমচন্দ্র। হাঁ — এটা সত্যি। ভবিষ্যতে সত্যি যদি কিছু থাকে তো জেনো এইটাই খুব সত্যি।

পম্পাবতী। এ তোমার অত্যন্ত অন্যায় জেদ। ......জেনো,

তোমার মতো আমিও কাল রেগেছিলাম। রাগ্‌লে তুমি যেমন তুষের আগুন হও আমিও প্রায় ততটাই হয়েছিলাম। কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, সেই আগুনেই আমার অনেক-কিছু পুড়ে গেছে, আমি অনেক-কিছুই শিখ্‌তে পেরেছি। ভবিষ্যতে—

ভীমচন্দ্র। আবার ভবিষ্যৎ! ভবিষ্যতের কথা দূর ভবিষ্যতে। তোমার এ শিক্ষাটাই হ'ল এতই দেরীতে যে —

পম্পাবতী। এতই দেরীতে। ...আমি এতই অপরাধ করেছি যে শোধরাবার আর উপায় নেই? ...তাই তুমি চাও আমাকে টেনে-হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলের ঝোপে চেপে রাখ্‌তে?—

ভীমচন্দ্র। ঠিক তা নয়। স্ত্রীকে স্বামীর পথই অনুসরণ কর্‌তে হয়।

(গৃহের অন্য প্রান্তে গমন)

পম্পাবতী। কিন্তু স্ত্রী স্বামীর তৈজসপত্রের সামিল নয় — এটাও মনে ক'রো।

ভীমচন্দ্র। হাঁ, একথা তুমি এর আগে অনেকবারই শুনিয়েছ। আর আমিও বল্‌ছি, স্ত্রী স্বামীর তৈজসপত্র নয় — স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী, স্বামীর উদ্দেশ্যেই সহায় হওয়া স্ত্রীর ধর্ম্ম। আমার উদ্দেশ্য — আমি C. P.তে যাবো, তোমার ধর্ম্ম আমাকে অনুসরণ করা।

পম্পাবতী। (অপেক্ষাকৃত নরমস্বরে, স্বামীকে অনেকটা স্বীয় মতে লওয়াইবার উদ্দেশ্যে) আমি বুঝ্‌ছি, ভীম, তুমি বিরক্ত হয়েছ। কিন্তু বুঝে দ্যাখো, তোমার এতটা বিরক্ত হ'বার মতো অপরাধ আমি এখনও করি নি। তুমি ভেবো না যে ঐ অপদার্থ গাঙ্গুলীটাকে আমি এখনও পছন্দ করি বা তা'র মুখ দেখ্‌তে চাই। ......কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছো? — লক্ষ্মীটী, আর রাগ নয় — ঠাণ্ডা হও।

(ভীমচন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিতে গেল, ভীমচন্দ্র সরিয়া দূরস্থ চেয়ারে বসিল)

পম্পাবতী। পড়্বার মতো রাগ নয়? রাগ্লে তুমি এতই অন্ধ হ'য়ে পড়ো? ছি!! ...ভেবে দেখো, গাঙ্গুলীর সঙ্গে ঐ রকমটা হ'বার পর থেকেই তোমার অত্যন্ত ছাড়ো-ছাড়ো ভাব। কাল রাত্রে তুমি ক্লাবে শুয়েছিলে — কেন বলো তো? সেটা তোমার পক্ষে ভাল হয় নি, দশের চক্ষেও ভাল দেখায় নি। আমি ভাব্তেই পারি নি যে তুমি রাত্রে আর ফির্বে না। আমি সারা রাত জেগে বসে' কাটিয়েছি — তুমি এলেই তোমাকে সব কথা খুলে বল্বার জন্য। ...ওঃ — তুমি এত নিষ্ঠুরও হ'তে পারো! ...মনে করো কি গাঙ্গুলীর ব্যবহারে আমার রাগটাই কিছু কম হয়েছিল? আমি নিজেই আজ বেহারাকে হুকুম দিয়েছিলাম ঐ জানোয়ারটাকে ঘরে ঢুক্তে না দিতে। .....ওঃ — তুমি যে রকম উগ্রভাবে চাইছ — ভয় হয়, পাছে একটা নিষ্ঠুর কাজ করে' বসো। এস, লক্ষ্মীটী, মাথা ঠাণ্ডা করো। বলো, আমাকে আর কি কর্তে হবে? বলো, পায়ে ধরে' ক্ষমা চাইবো? বলো — বলো—

ভীমচন্দ্র। (গম্ভীরভাবে) আমি তা'র কিছুই বলি না — বল্তে চাই না।

পম্পাবতী। (অভিমান ও ক্ষোভের সুরে) তোমার কাছে আমি যতটা আশা করি, তা'র কিছুই তা হ'লে পাচ্ছি না?

ভীমচন্দ্র। না — আর আমিও তা বুঝ্ছে পার্ছি। এর কারণ, আমরা দু'জনেই আর আগেকার মতো নই — বদল হয়েছে আমাদের অনেক। তুমিও তা' বুঝ্তে পার্ছো নিশ্চয়। দিনের পর দিন —

এমন কত শত দিন আমি অত্যাচার সয়ে' এসেছি — কতই, আজ কিন্তু তার শে—ষ।

পম্পাবতী। আজ তার শেষ?

ভীমচন্দ্র। হাঁ।

পম্পাবতী। বুঝ্‌তে পারছি না, তুমি কি বল্‌ছো।

ভীমচন্দ্র। আর অধিক বলাও আমি ইচ্ছা করি না।

পম্পাবতী। কিন্তু তোমায় বল্‌তেই হবে। বলো — আমার দিব্যি! — বলো। ...তুমি এই মাত্র এটর্ণীকে কি বল্‌লে?

ভীমচন্দ্র। সমস্ত Calcutta property saleএ চড়াতে।

পম্পাবতী। কি বল্‌ছো। — এ কি পাগ্‌লামি? অ্যাঁ — ? মিষ্টার চন্দ্র এখনও বোধ হয় যান নি—এখনও তাঁকে ফেরানো যায়।

(ঘণ্টা বাজাইল, ভীম উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল)

পম্পাবতী। (ফিরিয়া চাহিয়া বলিল) তুমি হাস্‌ছো?

ভীমচন্দ্র। যেহেতু চেষ্টাটা হ'চ্ছে অত্যন্ত বিলম্বে — অত্যন্ত অসময়ে। আমি পা বাড়িয়েছি — অনেক দূর—অনেক দূর—

পম্পাবতী। গাঙ্গুলীর ব্যাপার নিয়েই তা হ'লে এত দূর দাঁড়াচ্ছে!

ভীমচন্দ্র। না—না—না, একা গাঙ্গুলী নয়। সে আর একা এমন কি ভয়ানক? তোমাদের সমাজে অলক্ষ্মীর ছানা-পোনা প্রায় অগুন্‌তি, গাঙ্গুলী নয় তাদেরই শেষ-গুন্‌তি — এই যা। তা নয়— গাঙ্গুলী নয় —একা গাঙ্গুলী নয়। ...তোমার সঙ্গী-সহচরী যা, তোমার জীবনের ধারা যা, তোমার এই আব্‌হাওয়ায় পড়ে' শিক্ষা-সংস্কার যা — সে সবের আমূল পরিবর্ত্তন চাই, আর এই তা'র উপযুক্ত সময়!

পম্পাবতী। তোমার মনের ভাব কি সেইটাই বুঝ্‌তে পারছি না!

ভীমচন্দ্র। তবে সেই কথাটাই শোন — একটু মন দিয়ে। হয় তো অপ্রিয় বল্‌বো অনেক কিন্তু কি কর্‌বো, অপ্রিয় হ'লেও এ সব সত্য —খাঁটী সত্য। ...তোমার এই সঙ্গী-সহচরীদের পরিচয় যা পেয়েছি, তা আমার পক্ষে যথেষ্টই। ..... এই সব হতভাগিনী মাতৃত্ব-বোধ হীনা অলক্ষীর পোষ্যপুত্রী ঘৃণ্য জুয়াড়িনী — এরা জানে শুধু পরপুরুষের সঙ্গে নীচ হাস্য-পরিহাস, নর্ত্তকীদের রঙ্গবিলাস। এরা বন্ধ্যা-জীবনকেই স্বেচ্ছায় বরণ কর্‌তে চায়, সুগৃহিণী হ'য়ে স্বামীর ক্রোড়ে পুত্রকন্যারূপ ঈশ্বরের প্রসাদ দেওয়াটাকে অমূল্য সময়ের অযথা অপব্যয় বলে'ই প্রচার করে' যায়। এদেরই অন্যায় চাহিদার জোরে আজ রাস্তার মোড়ে মোড়ে যত হাতুড়ে হাকিম কবিরাজের সৃষ্টি, তা রা কাঁড়ি-কাঁড়ি বিষের বৃষ্টি করে ভীষণ কদাচারের বন্যায় জাতিকে ধ্বংসের মুখে টেনে নিয়ে চলেছে।

পম্পাবতী। (বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে) অঁ্যা — কি বল্‌ছো?

ভীমচন্দ্র। হঁ্যা —সত্যি সত্যি সতি। — নোংরা আলাপ, নোংরা আচরণ — নোংরা সব-কিছুরই প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছি যথেষ্ট। এই আব্‌হাওয়ার মধ্যে আমাদের জীবনযাত্রা হ য়ে গেছে অনেক দূর। আর এ আবহাওয়ায় নয়। এখানে সহায় সুযোগ বলে' কিছু নেই, এটা অনাত্মীয়ের দেশ—ভয়ানক শত্রুভূমি। এখানে জীবন-**ধারণ** নয়, জ্যান্তে **মরণ**। এখানে সহায় সুহৃৎ বলতে তিনিই, যিনি সুহৃদের স্ত্রীকে কুপরামর্শ দিয়ে কুপথে আন্‌তে সুপটু। এখানকার পালা শেষ করেছি, একেবারে শেষ-পর্দ্দা টেনে দিয়েছি — চাই, তুমিও তাই কর্‌বে যদি তুমি বাস্তবিকই সহধর্ম্মিণী হও।

পম্পাবতী। (উঠিয়া ক্ষীণকরুণকণ্ঠে — বিবর্ণবদনে) এ তোমার অত্যন্ত নোংরা-রকম বাড়াবাড়ি। ছি! ছি!

ভীমচন্দ্র। নোংরা-রকম বাড়াবাড়ি? আমি পাঁচ-পাঁচ বছর ঠায় দাঁড়িয়ে তোমাদের সমাজের রীত্ নীত্ দেখি নি? .. এ সমাজ অতি শিক্ষিত, অতি মার্জ্জিত, অতি ভদ্র, অতি চতুর — কেমন? হয়েছে? অথচ এই সমাজে প্রত্যেক স্বামীই প্রত্যেক স্ত্রীর সকল-রকম অবহেলা হাঁসের মতো হজম কর্‌তে বাধ্য — এবং তা করে' সন্তুষ্ট, কারণ স্ত্রীর সেই অবহেলার অছিলায় স্বামী পা'ন যথেষ্ট অবসর তাঁর বান্ধবী-প্রণয়িনীর দলে অবাধভাবে চলা-ফেরা কর্‌তে। আর ঠিক এই কারণেই স্ত্রীরা গৃহিণী হওয়া বড়ই অপছন্দ কবেন, কারণ রাজমন্ত্রীর সময়ের চেয়েও তাঁদের সময়ের দাম বেশী। এত মহামূল্য সময় অতিতুচ্ছ সন্তানের পালনে — না না, জানোয়ারের পবিপোষণে — মিছে নষ্ট করা ছাড়া আর কি? কি বলো?

পম্পাবতী। (ক্রুদ্ধভাবে) মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা—

ভীমচন্দ্র। মিথ্যা কথা?

পম্পাবতী। নিছক মিথ্যা — বিশ্বাস কর্‌তে পারি না।

ভীমচন্দ্র। মিথ্যা কথা? — বিশ্বাস কর্‌তে পারো না? বটে? ঐ দোতলায় nurseryতে আমাদের শিশুসন্তানটী এক মাইনে-করা মাই-পোষাণীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে' — অসহায় অবস্থায় — কেন? ......যেহেতু তার গর্ভধারিণীর সময় খুব কম, তাস-খেলা আর নাচ-তামাশার মধ্যে তাঁর অবসর মেলা দায়। ...চকিতের মতো মিনিট কয়েকের জন্য তুমি তা'কে চোখের দেখা দেখে আস্‌ছো—কারণ কাজের কাজ যে হাতে তোমার অনেক।

পম্পাবতী। তুমি কি বল্‌তে চাও আমি ছেলেকে ভালবাসি না?

ভীমচন্দ্র। ভালবাসো যেমন তুমি আমাকে, তাকেও ঠিক তেমনি।

...চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হয় তো সিকি ঘণ্টা। বাকী সময়টার সম্বন্ধে ধারণা বিশেষ নেই — কারণ অঙ্কে আমি কাঁচা।

পম্পাবতী। ওঃ — তুমি কতই না জানো — কতই না বল্‌ছো! এত বল্‌তে পারো — কেমন করে'? — ওঃ — এইটাই আশ্চর্য্য!

ভীমচন্দ্র। আশ্চর্য্যের কিছু নেই। এ সব কথা মনে ছিল অনেক দিনই চাপা, আজ তোমরাই আমার মুখ খুলে দিয়েছ। আমি গরীবের ছেলে, গরীবভাবেই মানুষ; বড়র দলের আদব-কায়দার কি বুঝি? না বুঝি তোমাদের জুয়াড়ীর ব্যবসা, না জানি তোমাদের নাচ-তামাশা; কাজে-কাজেই আমি বদ্‌-মেজাজী, বদ্‌-ইয়ার, বদ্‌-রসিক। ঠিক এই জন্যই আমার সঙ্গে তোমার মিশ খায় নি, আর এই সুযোগে ফ'তোর দলের যিনিই এসেছেন কার্ত্তিকটীর মতো তোমার বৈঠকে বন্ধুবেশে, দু'বার ফাঁকা-হাসি হেসে ইশারায় ইঙ্গিতে দু'টো মজার গল্প করে' তোমার সঙ্গে রসালাপ জমাতে, তিনিই হয়েছেন তোমার প্রাণের ইয়ার্ — দিল্‌বাহার। ......এরা জেনেছে, তুমি কপিলে-গাই, দোহন কর্‌তে ছাড়্‌বে কেন? এদের জুয়োর বৈঠকে তুমি বাজীর পর বাজী হেরেছ, তহ্‌বিলের পর তহ্‌বিল খুইয়েছ; এদের ফ্যাশনের ঠমকে তুমি ঘণ্টায় ঘণ্টায় পোষাক বদ্‌লেছ, টাকার শ্রাদ্ধ করেছ — সর্ব্বোপরি এই অলক্ষ্মীদের অলীক আমোদের আয়োজনে মেতে ভগবানের দেওয়া অমূল্য সময়ের অত্যন্ত অপব্যবহার করেছ। ......তোমার ভাব্‌বার শক্তি নেই, হৃদয়ও নেই। (মুখ ফিরাইল) তোমার ভাই একটী ভদ্রবালিকার সর্ব্বনাশ করে' বস্‌লো, তুমি আমার প্রতি অগ্নিশর্ম্মা — কেন না আমি সে গরীব অনাথাকে পাঁক থেকে টেনে তুলে তা'র আশ্রয়ের যোগাড় কর্‌ছি বলে'। ......তোমার পল্লীর আশে-পাশে

যে গরীব দুঃখী অসহায় আতুর, তাদের প্রতি তোমার নজর মোটেই চলে না। কারণ, তুমি যে রাজার মেয়ে, পৃথিবীতে এসেছ সুখ-ভোগ করতে, আমোদে মস্‌গুল থাকতে, সকাল হ'তে রাত্রি দুপুর পর্য্যন্ত কেবল আমোদ-রঙ্গ — ফ্লার্টিং করতে। এ সবের উপকরণ যোগাবার লোক তো চাই, কাজে-কাজেই গাঙ্গুলী সে আস্‌বে না কেন? কেনই বা সে তোমার পিছনে-পিছনে ঘুরবে না?—তারই কি যত দোষ? ...ধর্ম্ম বলতে যা, তা তোমাদের নেই। তুমি বা তোমার সঙ্গী-সহচরী ভগবান্‌ বলে' কোন কিছুই মানো না, ভগবান্‌ বলে' কখনও কাউকে ডাকো না — কারণ তোমরা জড় প্রাণহীন রঙীন টুক্‌টুকে খেলার পুতুল, রঙীন টুক্‌টুকে সেজে থাক্‌লেই খুব খুসী। ...তোমরা ভাব্‌তে চাও না, বুঝ্‌তে চাও না, জান্‌তে চাও না তোমাদের পৃথিবীতে আসার কোন গুরু উদ্দেশ্য আছে কি না। আমি সত্যি — খুব seriously বল্‌ছি, আজ হ'তে এ রঙ্গনাটের শেষ। একে জাহান্নমে পাঠিয়ে তবে আমার স্বস্তি। ...তুমি আমার স্ত্রী সহধর্ম্মিণী — আমার বান্ধবী-প্রণয়িনী নও। তোমায় আমি ধর্ম্মসাক্ষী করে' বিয়ে করেছি, গৃহ-আশ্রমের সুখ পাবো বলে', গৃহিণীর পবিত্র সঙ্গে গৃহধর্ম্ম পালন করবো বলে'। কিন্তু আমরা এ পর্য্যন্ত যে-ভাবে গৃহাশ্রমে বাস কর্‌ছি তা'তে ধর্ম্ম বিশেষ করি নি —অধর্ম্মই করেছি প্রায় ষোল-আনা। আর নয়— আর—আর আমাদের এখানে নয়। আমরা যাবো — দুজনেই; —এই অন্তঃসারশূন্য রঙ্গের নাটঘর ছেড়ে প্রকৃতির সেই সহজ-সুন্দর আশ্রয়-বাসে ফিরে যাবো—যেখানে লোকে সহজ কথাই কয়, মোটা-ভাত আর মোটা-কাপড়েই সন্তুষ্ট রয়, সরল ব্যবহারেই আমোদ পায়, কাজকেই দেবতা বলে' পূজো দেয়, সর্ব্বোপরি ভগবানে ভক্তি রেখে জীবনের

পথে অনাবিল আনন্দে চলা-ফেবা কবে ; — সেই মুক্তবাতাসে, প্রকৃত সবুজদলেব প্রকৃত-ঐশ্বর্য্য বিলাসে — প্রকৃতিব প্রিয় পবম শ্রেযঃ আবাসে।

পম্পাবতী। (সগর্ব্বে) আমি যাবো না।

ভীমচন্দ্র। তুমি যাবে না? ......তুমি এ সব চাও না?

পম্পাবতী। (অতি উগ্রভাবে) না — আমি চাই না। তুমি আমায যা বলেছ, যা বল্‌ছো তা আমি কখনই ভুল্‌বো না, ভুল্‌তে পাব্‌বো না। (মুখ ফিবাইযা দূরে সবিযা গেল, পুনবায় ফিরিয়া দাঁড়াইল) আচ্ছা বলো, সত্যি বলো, আমি তোমায় কেন বিযে কবেছি। — তোমাব মুখেই ন'য আজ সেটা ভাল করেই শুনি।

ভীমচন্দ্র। কেন — তুমি কি তা জান না? তুমি আমাব টাকা দেখে বিয়ে কবেছ।

পম্পাবতী। টাকা দেখে বিযে করেছি — ওঃ!!

(সোফায বসিযা পড়িয়া বোদন)

ভীমচন্দ্র। গাঙ্গুলীব সঙ্গে তোমাব আলাপ-পবিচয় অনেক দিনেব। তা'কে বিযে কব্‌তে নিশ্চযই কোন আপত্তি হ'তো না, যদি তা'ব তহ্‌বিল ভর্ত্তি থাক্‌তো মনেব মতো। ......অত কথা কি? আমি যদি আজ চোখ বুঁজি — সেই হয তো কালই তোমাব দ্বিতীয-পক্ষ হবে। —বিচিত্র নয।

পম্পাবতী। ও — এই বিশ্বাস? ওঃ—!

ভীমচন্দ্র। সে না হোক্‌, তা'রই মতো অপর কেউ বটে তো? মেয়েদেব দ্বিতীয-পক্ষ তো এখন প্রায ঘরে-ঘবে।

পম্পাবতী। আমার প্রতি তা হ'লে তোমার এই বকমই ধারণা?

ভীমচন্দ্র। হাঁ — এ মিছে ধারণা নয়। গোড়ায় গোড়ায় তুমি ভালবাসা দেখিয়েছ, সেটা সত্যি কি না তা' জানেন এক ভগবান্ আর জানো তুমি। আশ্চর্য্য ! বিয়ের দু'দিন বাদেই সে চেহারার একদম বদল। ...তুমি যদি আমাকেই বিয়ে কর্‌তে তা হ'লে নিশ্চয় এতটা বদ্‌লাতে পার্‌তে না। তুমি আমার **টাকাকেই** যে বিয়ে করেছ ! — ভগবান্ সাক্ষী, তোমার মূল্য আমি কিছু কম দিই নি।

পম্পাবতী। (উগ্রভাবে) বেশ—তাই, তাই, তাই , তোমার যা ধারণা আমি তাই। ......তুমি যদি সি. পি তে ফিরে যেতে চাও, যাও—তুমি একাই যাও।

ভীমচন্দ্র। তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও না ?

পম্পাবতী। (ক্ষিপ্তভাবে) না — না — চাই না। ...চম্পা ! চম্পা ! কোথায় চম্পা ? আমি যাবো — বাপের বাড়ী যাবো, আমি চম্পাকে নিয়ে এখনি চলে' যাবো, তোমার সঙ্গে আমি আর এক মুহূর্ত্তও বাস কর্‌বো না — কর্‌তে পারি না। —অসম্ভব !

ভীমচন্দ্র। তুমি তা হ'লে আমার সঙ্গে যাবে না ?

পম্পাবতী। (ক্ষিপ্তভাবে) না — না — না, আমি কি **তোমাকে** বিয়ে করেছি ? চম্পা ! — (ভৈরবচন্দ্র ও চম্পাবতীর হাত-ধরাধরি করিয়া প্রবেশ) চম্পা ! আয় চলে' আয় — আর এখানে নয়। চল্ চল্ — শীগ্‌গীর চল্।—

চম্পাবতী। কি, ব্যাপার কি ?

পম্পাবতী। সর্ব্বনাশ করেছি — তুই চলে' আয়, শীগ্‌গীর চলে' আয়। আর এক মুহূর্ত্তও এখানে নয়। (চম্পাবতীকে লইয়া পম্পাবতীর দ্রুত নিষ্ক্রমণ। ভৈরবচন্দ্র সবিস্ময়ে চম্পাবতী ও পম্পাবতীর দিকে

চাহিয়া রহিল, তাহারা চক্ষুর অন্তরালে যাইলে ভীমচন্দ্রের প্রতি পূর্ববৎ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। ভীমচন্দ্র স্থাণুবৎ বসিয়া রহিল)

ভীমচন্দ্র। (কিয়ৎক্ষণ পরে গম্ভীরভাবে) তোমাদের সব ঠিক হ'য়ে গেল ?

ভৈরবচন্দ্র। হাঁ। — চম্পাবতী আমাকে সবই খুলে বলেছে—

ভীমচন্দ্র। বেশ, ভাল কথা। ...আমার মনে হচ্ছে তুমি যেন এইরকম একখানা বাড়ী আর এরই মতো সব-কিছু চেয়েছিলে না ? Seriously নিশ্চয়। তুমিই তা হ'লে এগুলো কিনে নাও না ? ভালই তো— (উঠিল)

ভৈরবচন্দ্র। (শঙ্কাকুলভাবে ও উদ্বেগে) কেন—তোমার হ'লো কি ?

ভীমচন্দ্র। (একটী কাগজের তাড়া লইয়া) আমি আবার C P তেই ফিরে যাচ্ছি।

ভৈরবচন্দ্র। তোমার স্ত্রী ?

ভীমচন্দ্র। (সহজ ও শান্তভাবে) আমার স্ত্রী এখানেই থাকবেন।

(টেবিলে গিয়া বসিল, ভৈরবচন্দ্র টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভীমচন্দ্রের মুখের দিকে অতিমাত্রবিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল। ভীমচন্দ্র নির্ব্বিকারভাবে কাগজের তাড়াটী খুলিয়া বেহারার উদ্দেশে Calling Bell বাজাইল)

ধীর-যবনিকা

চতুর্থ অঙ্ক।

—؛•◇•—

মিসেস্ করুণা রায়ের ড্রয়িং রুম।

তৃতীয় অঙ্কের ঘটনার পর দশদিন অতীত হইয়াছে।

(মিসেস্ রায় টেবিলে চিঠিপত্রাদি লেখা কাজ করিতেছিল। সীমন্তিনী ও শেফালিকা চায়ের টেবিলে বসিয়াছিল তড়িৎমোহন চায়ের টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়াছিল।)

তড়িৎমোহন। আপনারা যা-ই বলুন, আমার চক্ষে এটা কিন্তু ভালই বোধ হ'চ্ছে।

শেফালিকা। তাই না কি?

তড়িৎমোহন। হাঁ, নিশ্চয়। অবশ্য আপনারা যে levelএ দাঁড়িয়ে এর photoটা নিচ্ছেন, আমি তা'র একটু ওপর থেকেই angle কস্‌ছি।

শেফালিকা। তা'র কারণ — কবি, কপোত আর খপোত সব একই বর্গ, উঁচুতে না উঠ্‌লে নজর চলে না।

তড়িৎমোহন। ধন্যবাদ, মিস্ ভট্টাচার্য্য, আপনার এই টিপ্পনীর জন্য। ......তবে এইটাই বড় দুঃখের বিষয় যে আপনারা কিছুতেই বুঝ্‌তে চাইছেন না — এই বিয়োগান্ত নাটকের মধ্যেই সুখের সুরটী কেমন মৃদুভাবে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ছে। Out of evil cometh good.

সীমন্তিনী। সত্যি কি তাই?

তড়িৎমোহন। আপনারা ভেবেই আকুল, C. P র মালগুজার C. P.তে চল্লেন বলে'। — চল্লেন তো চল্লেন। বুঝ্তে হবে, Calcutta Cotton Figure আর সুবিধের নয়, তাই তোড্ জোড্ তুলছেন। লেডী মুখার্জ্জি সুখে থাকুন! তিনি তো রইলেন আমাদের চক্ষুর তৃপ্তি দিতে।—যদিও তাঁ'কে ব্রিজে বসানো এখন একটু কঠিন হ'য়েই পড়ছে — তা হ'লেও 'প্রচেষ্টা' চাই। ...আর এদিকেও তো প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই রাজা জনকটী এক প্রকাণ্ড সোণার খনির ইজারদারী হাতিয়ে বসছেন। Nature abhors vacuum

শেফালিকা। Well (ওয়েল্) মিষ্টার কপিরাজ! আপনার এই উদ্ভট রচনাটুকুর সঙ্গে এই সোণালী চা টুকুর সঙ্গে পরমানন্দে গলাধঃকরণ কর্‌ছি, কিন্তু তা ব'লে' কিছুতেই মেনে নিতে পার্‌ছি না —ঐ সোণার খনিতে রাজা জনকের ইজারদারীর claimটাই (ক্লেমটাই) সম্পূর্ণ lawful (ল ফুল)। —ও সোণার খনি আমারই ন্যায্য প্রাপ্য, যেহেতু সোণাই my dearest desire (মাই ডিয়ারেষ্ট্ ডিজায়ার্) — আম চরম পরম প্রিয়। (চা পান)

তড়িৎমোহন। মিস্ ভট্টাচার্য্য! আপনার এই মন্তব্য স্থানে অস্থানে সময়ে-অসময়ে আমাকে বড় দুঃখের সঙ্গেই মনে করিয়ে দেয় — হায়! আমার যদি বছরকা বিশ হাজারের ব্যবস্থাও থাক্‌তো। .. . হায়! আপনাকে আশা, আমার পক্ষে নিতান্ত দুরাশা!

শেফালিকা। আর এটাও আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে মনে করিয়ে দিচ্ছি — আপনার মতো উদ্ভটী খুদে কবির ঘরে শেফালি-হাসি ফুটিয়ে তুল্‌তে ঐ বিশ হাজার রূপচাঁদও আলো হারিয়ে মর্‌তো।

তড়িৎমোহন। আচ্ছা, বিশ্বাস করবেন কি, মিস্ ভট্টাচার্য্য, আমি

যদি ঐ আকাশের চাঁদের মতোই রূপচাঁদ হ'তাম, তা হ'লে ঐ C. P.র মতোই কি আমি বোধশোধহীন বদ্-রসিক জড় হ'য়েই থাক্‌তাম না ?

আমি গরীব একটি ছোট্ট তারা—ক্ষীণ আমার আলো,

তবু সে আমার আলো—প্রাণের আলো, আঁধারেই তা ভালো।

সীমন্তিনী। শেফালি, গাঁট্‌ছড়ায় বেঁধে নে — তোরই ভাল। রাত্-বিরেতে অন্ধকারে অলিগলিতে torchএর (টর্চ্চের) কাজ করবে।

তড়িৎমোহন। (সীমন্তিনীকে অপ্রতিভ করিবার উদ্দেশ্যে) ভাল কথা, মিসেস্ চক্রবর্ত্তী! কাল সন্ধ্যাবেলা রায় মিষ্টার চক্রবর্ত্তী বাহাদুর অব্ দেওঘর অনাথ-আশ্রমের সঙ্গে আমার প্রায় এক রকম ঠোকাঠুকি — বৌবাজারের মোড়ে।

সীমন্তিনী। কি রকম? মিথ্যে কথা! আজ সকালেই তাঁর চিঠি পেয়েছি দেওঘর থেকে।

তড়িৎমোহন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তিনি তো কাল সন্ধ্যে-বেলাই বেরুচ্ছেন বৌবাজারে একটা জুয়েলারের দোকান থেকে।— হাতে একটা নেক্‌লেসের কেস্। আমি ভাব্‌লাম বুঝি আপনার জন্যই।

সীমন্তিনী। (অনেকটা সাম্‌লাইয়া) ও— তা হ'তে পারে। আমার এক মাসতুতো বোনের বিয়ে হ'বার কথা আছে আজকালের মধ্যেই। বোধ হয় তারই বাজার কর্‌তে তাঁকে কল্‌কাতায় আস্‌তে হয়েছে।

তড়িৎমোহন। তা হবে — হ'তেই পারে। আপনার যখন মাস্‌তুতো বোন্, তখন তাঁর বিয়ের বাজার তো রায়বাহাদুরকেই করতে হবে। আমি তো অত জানি না—ভেবেই আকুল। একে বৌবাজার, তায় সন্ধ্যে-বাজার, তা'র মাঝে হঠাৎ আচম্‌কা রায়বাহাদুর, — একে ভাল-মানুষ তায় ধর্ম্মভীরু, সঙ্গে হয় তো টাকাকড়িও ঐ আশ্রমের দরুণ —

আর তা থাকাই সম্ভব। যাক্, আমার একটা দুশ্চিন্তা দূর হ'লো। ধন্যবাদ! ও। তাই আপনার সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি মাসতুতো বোনের বিয়ের বাজারেই ব্যস্ত আছেন নিশ্চয়!

সীমন্তিনী। (অন্তরে অন্তরে তড়িৎমোহনের প্রতি অত্যন্ত চটিয়া গেল, রুক্ষস্বরে বলিল) হাঁ — তাই। যাক্ ও সব কথা। এখন পম্পার খবরটা নিয়ে উঠ্‌তে চাই। (মিসেস রায়কে লক্ষ্য করিয়া) অবশ্য পম্পার বিশেষ যে কিছু খারাপ হয়েছে তা মনে হয় না। আমার তো ভালই মনে হয়, মিসেস রায়।

তড়িৎমোহন। (মিস্ ভট্টাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া) এটা কিন্তু আমি আগেই বলেছি, মিস্ ভট্টাচার্য্য। — এটা আমারই মৌলিক গবেষণা, note করতে ভুল্‌বেন না।

সীমন্তিনী। (মিসেস্ রায়ের প্রতি) স্তর্ মুখার্জ্জি পম্পার জন্য বেশ মোটা রকমের বন্দোবস্তই করেছেন — না?

তড়িৎমোহন। (শেফালিকাকে লক্ষ্য করিয়া) শুনি নি — তবে গবেষণায় খবরটা যেন পাচ্ছি — পাচ্ছি—

মিসেস্ চক্রবর্ত্তী। মিসেস্ রায় নিশ্চয়ই জানেন। (মৃদুহাস্যে মিসেস্ রায়ের প্রতি) বল্‌বেন না, — না? অবশ্য আজ ন'য় কাল দু'দিন বাদেই সেটা বেরিয়ে পড়্‌বে। .... যাই হোক্, পম্পা খুব কপালে মেয়ে।

তড়িৎমোহন। (মিস্ ভট্টাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া) এটাও খুব মৌলিক গবেষণা বলা যায় না। আমার মনে হয় কপালে হ'লেন ঐ রাজা জনকটা।

সীমন্তিনী। কিন্তু পম্পার কোল থেকে দুধের ছেলেটাকে

ছিনিয়ে নিয়ে যাবার জন্য স্তর্ মুখার্জ্জির যে নিষ্ঠুর আগ্রহ—তা'তে কোন মৌলিকত্বই নেই, সেটা মোটেই প্রশংসার ব্যাপার নয়।

তড়িৎমোহন। কিন্তু কি করা যায় বলুন? সত্যযুগের নৃসিংহ অবতারের স্মৃতিটুকু জাগিয়ে রেখেছে এখনও এই পুরুষজাতির নিষ্ঠুরতাই।

সীমন্তিনী। মিসেস্ রায়, এ নিষ্ঠুরতা অসহ্য — মা'র কোল থেকে ছেলে ছিনিয়ে নেওয়া—

তড়িৎমোহন। যদিও Sunny Parkএ ছেলে মানুষ করায় হাঙ্গামা অনেক।

সীমন্তিনী। তা হোক। Calcutta Property সব কায়েম রাখ্‌তে হ'লে পম্পার উচিত ছেলে আট্‌কানো।

তড়িৎমোহন। ভেবেছি - ভেবেছি। (সেলাম ঠুকিয়া) এ আপনার অতি মৌলিক গবেষণা —আমি মেনে নিচ্ছি হাজার বার। কিন্তু দুঃখের বিষয় এত দামী legal advice দেবার সুযোগ আমাদের বড্ডই কম।

সীমন্তিনী। সত্যিই তো — পম্পার এ রকম একলাটী দরজা বন্ধ করে' চুপচাপ থাকা ভাল নয়।

তড়িৎমোহন। বন্ধুবান্ধবীদেরও এতে অসুবিধা বড় কম না।

শেফালিকা। আচ্ছা, মিসেস্ রায়, তিনি আমার সঙ্গেই বা দেখা করেন না কেন?

সীমন্তিনী। অন্ততঃ আমার সঙ্গেও তার দেখা করা উচিত ছিল—যতই হোক্ তা'র চেয়ে আমি বয়সে বড়, দেখেছি শুনেছি অনেক।

তড়িৎমোহন। এখনও অনেকরকম দেখ্‌ছেন—শুনছেন।

সীমন্তিনী। আচ্ছা, এটা বোধ হয় সত্যি খবর? — আপনি

না হয় এই খবরটাই দিন — শুনে উঠে পড়ি। ওঃ — আপনার চিঠি যে এখনও শেষ হ'ল না।

মিসেস্ রায়। মাফ করবেন,—এই হ'য়ে এল—কি খবর চান ?

সীমন্তিনী। ডক্টর চ্যাটার্জ্জি না কি স্যর্ মুখার্জ্জির বাগান বাড়ী সব কিনে নেবেন ?

মিসেস রায়। হাঁ — কিনে তো নিয়েইছেন।

তড়িৎমোহন। এঃ —তা হ'লে তো অত দামী legal adviceটা অসময়ে বাজে-ফসলের সামিল হ'য়ে দাঁড়ায় বা।

শেফালিকা। যাই হোক্, মিসেস্ রায়, ব্যাপারটা বড় ভাল দাঁড়াচ্ছে না। বিশ্রী না হোক্ — কুশ্রী।

তড়িৎমোহন। যেহেতু আমি গোড়ায় বলেছি 'ভাল', সেহেতু আপনার প্রতিবাদ করা চাইই।

শেফালিকা। (রুক্ষভাবে) তা তো বটেই। নিশ্চয় ! ...... মিসেস্ রায়, যদিও আমি অত্যন্ত একেলে—ultra-modern (আল্‌ট্রা-মডার্ন) — নারীপ্রগতির মস্ত পাণ্ডা, আমার fatherএর (ফাদারএর) মতোই — তবুও মুখার্জ্জি-দম্পতির এই ছাড়া-ছাড়ি ব্যাপারটা সম্মানের চোখে দেখ্‌তে সাহস পাচ্ছি না মোটেই। (মাথা নাড়িল)

তড়িৎমোহন। আপনার এই সাহসের অভাব দেখে আমি কিন্তু বড় খুসী, মিস্ ভট্টাচার্য্য। কারণ যদি কখনও আমরা দু'জনে মিলি — আর মেলাও খুব সম্ভব—যেহেতু opposites must meet, তা হ'লে আমাদের separation—ছাড়া-ছাড়ির সম্ভাবনা খুবই কম। হা—হা—হা (হাস্য)...তবে একটা কথা, আপনি এই সাহসের অভাব দেখিয়ে আপনার রেভাবেণ্ড্ পিতৃদেবকে খুসী কর্‌তে পার্‌ছেন না নিশ্চয়।

বরং ভয়ানক পিতৃদ্রোহই কর্‌ছেন — লেডী মুখার্জ্জি যা এখনো কর্‌তে সাহস পা'ন নি।

সীমন্তিনী। (সবিস্ময়ে) তা'র মানে ?

তড়িৎমোহন। আজ Morning Paperটা পড়ে' দেখ্‌বেন— বিবাহবিচ্ছেদের আবশ্যকতা নিয়ে মিস্ ভট্টাচার্য্যের Reverend Father কি রকম মাকড়সার জাল বুনেছেন।

শেফালিকা। খবরের কাগজ চালাতে গেলে ও-রকম লিখ্‌তে হয়, কপীশ্বর! জানেন ? Controversy (কণ্ট্রোভার্সী) চালানই কাগজের আয়ুর লক্ষণ। ...... সত্যি বল্‌ছি, মিসেস্ রায়, যদিও আমি ultra-modern (আল্‌ট্রা-মডার্ন), কিন্তু স্যর্ মুখার্জ্জির প্রতি শ্রদ্ধা আমার এত বেশী, যে আমি যদি তাঁর ওয়াইফ্ হতাম, তিনি চুলোয় টেনে নিয়ে যেতে চাইলে, আমি সেই চুলোতেই যা'বার জন্য ready (রেডী) হ'তাম —দ্বিরুক্তি না করে'।

তড়িৎমোহন। সেটা আর কি-এমন কঠিন কাজ, মিস্ ভট্টাচার্য্য ? সে চুলো তো ঘরের কোণেই।

মিসেস্ রায়। (লেখা শেষ করিয়া সকলের দিকে ফিরিয়া) আচ্ছা, মিষ্টার রায়চৌধুরী, 'কবি' কি আপনার শূন্য খেতাব ? দরদ কই ? আমার মনে হয়, আপনার ভিতরে যে বাঁশী বাজে সেটা শুধু ফষ্টি-নষ্টিরই বেলুন-বাঁশী, দরদ তা'তে মোটেই নেই।

তড়িৎমোহন। দরদ নেই ? —কি বলেন ? ......জানেন কি, মিসেস্ রায়, আমি মানুষ হয়েছি Lakeএর তীরে কেবল দরদের ভিতর দিয়ে ? ঊর্দ্ধ, অধঃ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ — সর্ব্বদিকে কেবল হৃদয়—দরদীর হৃদয় ; শিউলী-ফুল, ঝরা-বকুল, দখিন-হাওয়া,

ফিরে চাওয়া—স্রেফ এই সব দরদীদের আবহাওয়ায় আমার culture আমি নামে তড়িৎ হলেও, হৃদয়টা আমার শীতল সবিৎ—তাই আমি সুহৃৎ করি। ভাল কথা, লেডী মুখার্জ্জি আমায় সার্টিফিকেট দিয়েছেন আমার "দগ্ধহৃদয়' কাব্য পড়ে, বলেন তো আমি তার true copy আপনাকে পাঠিয়ে দেবো। ... জানেন—এই দরদের ঝোঁকেই আমি শত কাজ ফেলে ছুটে এসেছি লেডী মুখাজ্জির প্রতি আমার হৃদয় ভরা দরদ জানাতে। আমার বিনীত নিবেদন, মিসেস্ রায়, তিনি যেন এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাকে দেখা করতে অনুমতি দেন

মিসেস রায় আপনার প্রতি তাঁর স্নেহ তো খুব-বেশী—আপনার কথা আমি বিশেষভাবেই বল্‌বো। কিন্তু ঠিক আজকেই হয় তো না হ'তে—

সীমন্তিনী। চম্পাকে আমার হয়ে শুধু এইটুকু বলবেন, মিসেস রায় সে যেন এই সব নিয়ে যে সে পাঁচজনের সঙ্গে খুব বেশী হৈ চৈ না করে। পারে তো আমার সঙ্গে একটীবার দেখা সাক্ষাতের সুবিধে করে যেন . এইটেই আমাদের বড় দুর্ভাগ্য, মিসেস্ রায়, যে টাকার জন্যই আমাদের অনেক সময় বিয়ে করতে হয়। .তবে স্বামীর হ'য়েও দ'কথা না বল্‌লে চলে না। যতই হোক্ সি পি তো, ভূত-প্রেতের দেশ — অজ্ পাড়া-গাঁ, ভুলভ্রান্তি হ'তেই হবে —

তড়িৎমোহন। আর স্ত্রীকে তা ক্ষমা কর্‌তেই হবে, কেন না তিনি অত্যন্ত শহুরে — একেবারে Sunny Park. কেমন, মিসেস্ চক্রবর্ত্তী, — এই না? তবে স্বামী যতক্ষণ থাকেন পাড়াগাঁয়ে, ক্ষমা করা যায় ততক্ষণই তাঁর ভুলভ্রান্তি। কিন্তু তিনি যদি পল্লী-আশ্রম ছেড়ে চুপি-সাড়ে কল্‌কাতার বাজারে এসে জোটেন কাউকে না জানিয়ে—

সীমন্তিনী। (উঠিয়া) মিষ্টার রায় চৌধুরী, আপনাকে আমি সাবধান করছি — ঐ নোংরা আলোচনা কর্‌বার আপনার কোন অধিকার নাই।

তড়িৎমোহন। হাজার বার মাফ চাচ্ছি, মিসেস চক্রবর্ত্তী। আমি মোটেই বুঝিনি — আপনি এই বড় তামাশা নিয়ে এত চটে' উঠ্‌বেন! সত্যি বল্‌ছি — রায়বাহাদুরের সঙ্গে যে একমেই হোক্ আমি দেখা করছি আজই, আর এই নিয়ে আপনার হ'য়ে বেশ দু কথা শুনিয়ে দিচ্ছি।

সীমন্তিনী। সেটা আপনার অনধিকার চর্চ্চা and at your own risk (এণ্ড অ্যাট্ ইওর ওন রিস্ক) — এটা মনে রাখ্‌বেন। আমি চল্‌লাম তবে, মিসেস্ রায়। পম্পাকে অনুগ্রহ করে' আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানাবেন আর বল্‌বেন আমি তার জন্য সব-কিছুই করতে প্রস্তুত। নমস্কার! (নিষ্ক্রমণ)

তড়িৎমোহন। (মিসেস্ চক্রবর্ত্তীকে উদ্দেশ করিয়া) হাজার সেলাম আপনার মতো স্ত্রীজাতিকে। .. কে জানে উনি আজ এত চটে উঠ্‌বেন? রায়বাহাদুরের দেওঘরের আশ্রম নিয়ে উনি নিজে কত ঠাট্টাই না করেন, এমন কি গুরু মুখার্জ্জিকে তা হ'তে বাদ দেন না। আজ আমি অভাগা বলেছি — তা'তেই ঝাল লেগেছে। হায় রে! .. আমি চল্‌লাম, মিসেস্ রায়, ওঁর মাথা ঠাণ্ডা করতে, নইলে উনি বৃদ্ধ রায় বাহাদুরকে নিয়ে একটা কেলেঙ্কারী করে' বস্‌বেন। ..... আসি তা হ'লে মিস্ ভট্টাচার্য্য! কথা রইলো — আমার এক পিসে আছেন ইণ্ডো-চায়নায়, তিনি চক্ষু বুঁজ্‌লেই একটা মস্ত খনি আমার হাতে এসে পড়্‌বে।

শেফালিকা। আমিও তখন আপনার গলায় মালা দেবো — কিন্তু একটী সর্ত্তে—

তড়িৎমোহন। এততেও আবাব সর্ত্ত ?

শেফালিকা। হাঁ — নিশ্চয়। ......তখন আপনি থাক্‌বেন শহব ছেড়ে দূর-পাড়াগাঁয়ে স্যর্ মুখার্জ্জির মতো, আর আমি থাক্‌বো এই Sunny Parkএ (স্যনি পার্কে) লেডী মুখার্জ্জির মতো।

তড়িৎমোহন। বেশ — এই সত্তই বইল। নমস্কার ! (প্রস্থান)

শেফালিকা। লোকটা এইবাবেই হেবে গেল। ......ও ভাবে ও মস্ত-বড় রসিক। ...দেখ্‌লে গা জ্বলে' যায়।

মিসেস্ রায়। এটা একটা সুলক্ষণ, মিস্ ভট্টাচার্য্য। সত্যিই যদি জ্বলে' ওঠে তো বুঝ্‌তে হবে ঠাণ্ডাব অবস্থাটা আস্‌ছে বা আস্‌বে খুব শীগ্‌গীর।

শেফালিকা। যাক্, ওসব কথা ছেড়ে দিন, মিসেস্ রায়। আমায এখন সত্যি বলুন, এখন তো সব চলে গেছে — বলুন, লেডী মুখার্জ্জিব এখনকাব যা অবস্থা।

মিসেস্ রায়। কি বল্‌বো, মিস্ ভট্টাচার্য্য, বল্‌বার তো কিছুই নেই।

শেফালিকা। লেডী মুখার্জ্জি স্বামীকে এত পছন্দ কর্‌তেন, অথচ স্বামীর সঙ্গে যেতে চা'ন না কেন ?

মিসেস্ রায়। রাজা গৌবীশঙ্কব তো একথা বলেছেন একরকম ঢাক-পিটিয়ে।

শেফালিকা। তিনি তো বলেছেন — "তাঁর মেজাজী জামাইয়ের ঘড়িকে ঘোড়া ছোটে। হঠাৎ তাঁর খেয়াল চেপেছে মাথায — সি. পি.তে ফিরে যেতে। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে বচসা। তার পর স্ত্রী ছাড়্‌লেন স্বামীব ঘব, — দু'জনের আর দেখা-সাক্ষাৎ নেই।" —এ কি সত্যি ?

মিসেস্ রায়। হাঁ এই-ই। — এই আর কি!

শেফালিকা। স্তর্ মুখার্জ্জি তা হ'লে রওনা হ'চ্ছেন কবে?

মিসেস্ রায়। কাল।

শেফালিকা। কাল? লেডী মুখার্জ্জি এখানে আসেন নি?

মিসেস্ রায় হাঁ, আসেন — প্রতিদিনই আসেন।

শেফালিকা আপনি কিছু কর্‌তে পার্‌লেন না?

মিসেস্ রায়। না। রাজা চেষ্টা কর্‌ছেন — দু'জনকে বেশ একটু তফাতে তফাতে রাখ্‌তে, আর সেই সঙ্গে মেয়ের মনটাকে ভাল করে' তাতাতে। আমি কি কর্‌বো বলুন? — নিরুপায়।

(ভৈরবচন্দ্রকে লইয়া একটী পবিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। ডাক্তার সা'ব, হুজুরাইন্! (প্রস্থান)

(ভৈরবচন্দ্র ও মিসেস্ রায়ের পরস্পর নমস্কার ও প্রতিনমস্কার)

ভৈরবচন্দ্র। (মিসেস্ রায়েব প্রতি) আপনার খবর সব ভাল? ......একি! মিস্ ভট্টাচার্য্য! নমস্কার।

শেফালিকা। নমস্কার, ডক্টর চ্যাটার্জ্জি! আপনার প্রশংসা না করে' থাকতে পার্‌ছি না — জগতের মধ্যে আপনিই এখন সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। আপনি চম্পাকে সঙ্গে করে' আন্‌লেন না এই যা দুঃখ।

ভৈরবচন্দ্র। কি কর্‌বো বলুন? তিনি এখন ড্রেস্‌মেকার্‌দের নিয়ে বড় বেশীরকম ব্যস্ত। তা'রাও তাঁকে পেয়ে বসেছে — পোষাক-পরিচ্ছদ তাঁর আর পছন্দ-সই হচ্ছেই না।

শেফালিকা চম্পার পছন্দ-সই হচ্ছে না? ...কিন্তু আমি তো তা'র দিদি, আমার পছন্দটা তো সে ধার কর্‌তে পার্‌তো? খুব বেশী দামী শাড়ীর কথা যদি বলেন, জান্‌বেন — আমি তা খুবই ভালবাসি।

বলে' পাঠান বেহারাকে দিয়ে — হয় Aurora Borealis (অরোরা বোরিয়ালিস্) নয় — কাঞ্চনজঙ্ঘা, — এই দুটোর মধ্যে একটা শাড়ী তা'কে পছন্দ কর্‌তেই হবে। একেবারে latest fashion (লেটেষ্ট্ ফ্যাশন)। ঐ সঙ্গে আমার জন্যও একখানা with (উইথ্) ব্লাউজ্-পিস্ কিনতে যেন না ভোলে. কারণ আমিই তা'র self-chosen bridesmaid (সেল্‌ফ্ চোজেন্ ব্রাইড্‌স্-মেড্), — এটা আপনি জানেন নিশ্চয় ?

ভৈরবচন্দ্র। (শেফালিকার ভাবভঙ্গী দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত ও অপ্রতিভভাবে) হাঁ — তা শুনেছি বোধ হয়।

শেফালিকা। বোধ-হয় টোধ-হয় নয় — Be cocksure (বি কক্‌শিওর্)। আপনি ঢোক গিল্‌ছেন কেন ? আমাকে একটা দামী জড়োয়ার নেক্‌লেস্ দিতে হ'বে কিন্তু, তবেই আমি ক'নেটীর হাত ধরে' নিয়ে যাবো। বুঝুন — আমি হ'লাম ক'নের আসল pilot (পাইলট্)। ..তবে উঠ্‌লাম, মিসেস্ রায়। লেডী মুখার্জ্জিকে আমাব কথা ভাল করে' জানাবেন — আমি তাঁর জন্য ভেবে আকুল।

মিসেস্ রায়। নিশ্চয় — নিশ্চয়।

শেফালিকা। তিনি যে আমার কতখানি তা এক আমিই জানি। তাঁর জন্য আমার যে কি ব্যাকুলতা, তা কোন মহাকবিই বল্‌তে পার্‌বেন না — ঐ অপদার্থ রায়চৌধুরীর কথা তো থোড়াই। ... চম্পাকে শাড়ীর কথাটা জানাতে ভুল্‌বেন না, ডক্টর চ্যাটার্জ্জি ! ...ভাল কথা, আপনি ব্রিজ্ খেল্‌তে শিখ্‌ছেন তো ?

ভৈরবচন্দ্র। কুমারী ব্যানার্জ্জি হয় তো শিখ্‌ছেন।

শেফালিকা। আপনি ?

ভৈরবচন্দ্র। আমার এখন অনেক-কিছুই শিখ্‌তে বাকী।

শেফালিকা। তা সত্যি। কিন্তু জান্‌বেন, আমি যদি ডক্টর চ্যাটার্জ্জি হ'তাম আমার কিছুই শিখ্‌তে বাকী থাক্‌তো না, উল্টে আমিই সকলকে শিখিয়ে দিতাম। অবশ্য শেখাবার একটা মন্তর আছে, ভারী মজার মন্তর, ডক্টর চ্যাটার্জ্জি। যা'কে বলে 'গুপ্ত-মন্ত্র' — যে জানে, জান্‌বেন, সেই সকল যুদ্ধে জিনে। (মৃদুহাস্য) আসি — নমস্কার। (প্রস্থান)

ভৈরবচন্দ্র। ইনি কি বল্‌লেন — বুঝ্‌তে পার্‌লেন ?

মিসেস্‌ রায়। এদের কথা অনেক সময় বুঝ্‌তে হয় অনেক ভেবে।

ভৈরবচন্দ্র। অদ্ভুত মহিলা কিন্তু।

মিসেস্‌ রায়। পাগল বল্‌লেই হয়।

ভৈরবচন্দ্র। পাগল ! !

মিসেস্‌ রায়। ঐ এক রকম ! ...ওর ভারি দুঃখ ওর রূপ গুণ থাক্‌তেও ওর একটা ভাল বিয়ে হ'লো না। ওকে আজকে দেখ্‌বেন — অতি-একেলে, যা'কে বলে Ultra-modern, (আলট্রা মডার্ন), কাল্‌কে দেখ্‌বেন অত্যন্ত সেকেলে। ও কখনো চায় অবাধ স্বাধীনতায় উড়্‌তে, কখনো চায় ক্রীতদাসী হ'য়ে বেড়ী পর্‌তে। আশ্চর্য্য-রকমের জীব ! না আছে কথার মাথা-মুণ্ড, না আছে দায়িত্ব-জ্ঞান। কি ভাবে কি বলে —কিছুই বোঝা যায় না।

ভৈরবচন্দ্র। আমার বোধ হয় উনি চা'ন আসলে টাকা, আর দু'হাতে তা প্রাণ ভরে' ওড়াতে। হাতে টাকার ঘাট্‌তি বাড়তি নিয়েই ওঁর এখন-তখন রুচির বদল !

মিসেস্‌ রায়। আপনি তো বাস কর্‌বেন এই আব্‌হাওয়ায় ? এরকম জীবগুলির মুখ চিনে রাখা দরকার। তবে এ-ও বলি, এদের

সংখ্যাও বড় অল্প নয় — মুখ চেনা দু-এক দিনে হবে না। ... আপনি যদি একটু আগে এসে পড়্‌তেন, কি মজার ছবিই না দেখ্‌তেন! Cup (কাপ্‌) কতক চা খরচ করে' ঘরে বসে' দিব্যি-আরামে Zoo (জু) দেখার আমোদ উপভোগ করেছি আজ। ...এসেছিলেন সব লেডী মুখার্জ্জির দুঃখে 'গভীর সহানুভূতি' জানাতে — লেগে গেলেন জনে জনে যুদ্ধ কর্‌তে — কাম্‌ড়াতে — পরস্পরকে অপদস্থ করে' নাস্তানাবুদ কর্‌তে। অদ্ভুত! ...... যাক্, এখন খবর কি বলুন।

ভৈরবচন্দ্র। কিছুই নেই।

মিসেস্ রায়। স্যর্ মুখার্জ্জি আমার বাড়ীতে না আসাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত—একথা তাঁকে জানিয়েছেন নিশ্চয়?

ভৈরবচন্দ্র। হাঁ। ...কিন্তু সি. পি.র সব নতুন বন্দোবস্ত নিয়ে কর্ম্মচারীদের সঙ্গে সে এতই ব্যস্ত—

মিসেস্ রায়। আপনি বলেছেন, আমি তাঁকে ডেকেছি বিশেষ কাজে?

ভৈরবচন্দ্র। হাঁ, বলেছি। সে'ও বলেছে ফুর্‌সুৎ পেলেই আস্‌বে। আমার বিশ্বাস সে আস্‌বে না।

মিসেস্ রায়। কেন?

ভৈরবচন্দ্র। সে আগে হ'তেই এঁচে নিয়েছে, আপনি তা'কে কি কি বল্‌বেন।

মিসেস্ রায়। তা হ'লে কি করা যায়?

ভৈরবচন্দ্র। ঐ তো মুস্কিল — আমাকেই কিছু বল্‌তে দেয় না। একটা কথা পাড়্‌লেই পাঁচটা দাব্‌ড়ি দিয়ে ওঠে। ভগবান্ জানেন, আমি কতবারই না চেষ্টা করেছি।

মিসেস্ রায়। তাঁর শরীর-গতিক ভাল তো ?

ভৈরবচন্দ্র। সে সব ঠিক আছে। কিন্তু মেজাজটা ঠিক সেই সি. পি র লড়ায়ে ভীম — কথা কইতেই ভয় হয়।

মিসেস্ রায়। আপনারা ছেলেবেলার বন্ধু — অথচ—

ভৈরবচন্দ্র। আপনি বিশ্বাস করুন ! আমার চেষ্টার ত্রুটী নেই। কিন্তু ভীমচন্দ্রের গোঁ-টী যে কি তা তো জানেন না — বড় ভয়ানক। ধর্‌বে যা তা মোক্ষম্।

মিসেস্ রায়। পুরুষজাতির স্বভাবই এই। কোন কিছু গ্রাহ্য না কর্‌ছি তো না-ই কর্‌ছি, কর্‌তে সুরু কর্‌লাম তো চরমেই উঠ্‌লাম, বিশ্রীরকম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়ে ব'স্‌লাম। ......আপনারা স্ত্রীলোকদের বল্‌লেন – "আজ হ'তে তোমরা স্বাধীন, যা-খুসী তাই করো।" ...চল্‌লো এইভাবে বছরের পর বছর। তার পর যেমনি মাথায় সেঁধুলো "না, ছেড়ে দেওয়া ভাল হয় নি," – অমনি উঠে দাঁড়ালেন নিজের গণ্ডীতে আন্‌তে — তা সে জোর-করে' টেনে-হিঁচ্‌ড়ে চুলের মুঠি ধরে', যেরকমেই হোক্।

ভৈরবচন্দ্র। আমার মনে হয়, ভীমের এতে বিশেষ দোষ নেই।

মিসেস্ রায়। হাঁ, আপনার তাই মনে হওয়াই উচিত — আর কোন্ পুরুষেই বা তা না মনে কর্‌বে ? অবশ্য আমিও তাঁকে খুব দুষ্‌ছি না। তবে তাঁর এই ভয়ানক নিষ্ঠুর আচরণ দেখে আমার অন্তরটা বড় কেঁদে উঠ্‌ছে।

ভৈরবচন্দ্র। অবশ্য আমিও লেডী মুখার্জ্জিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। .... তাঁর এখন যা মনের অবস্থা তা'তে তিনি আমাদের বিবাহসভায় উপস্থিত থাক্‌বেন কি না সন্দেহ।

মিসেস্ রায়। আহা! আমরা যদি চেষ্টা করে' দুজনকে একবার এখানে এনে দেখা-সাক্ষাৎও করিয়ে দিতে পার্তাম —

ভৈরবচন্দ্র। তা'তে বিশেষ কি ফল হ'তো, মিসেস্ রায়? লেডী মুখার্জ্জি ভীমের নাম শুনেই আগুন হ'য়ে উঠ্ছেন। তিনি ভীমকে ঘৃণা করেন অত্যন্ত, তিনি নিজমুখেই তা স্বীকার কর্ছেন।

মিসেস্ রায়। তাতেই বা কি যায়-আসে, ডক্টর্ চ্যাটার্জ্জি? মেয়েমানুষ যখন চটে, মনে হয়, স্বামীর নামটাও বুঝি আঁষ-বঁটিতে কাটে। আসলে কিন্তু তা নয় — তা নয়। .. হায় রে!

ভৈরবচন্দ্র। ভীমের বিরক্তিও যে খুব কম তাও তো দেখি না। নার্স্ প্রত্যহ দিলীপকে নিয়ে আপনার বাড়ীতে আসে বেড়াতে, আর লেডী মুখার্জ্জিও এখানে আসেন প্রত্যহই দিলীপকে দেখ্তে — একথা আমি ভীমকে বল্লাম — ন'য় ন'য় তিনবার, কিন্তু সে এমন ভাব দেখালো যেন এসবের কিছুই সে জানে না, জানতে চায় না।

মিসেস্ রায়। কি রকম হ'লো? — নার্স্ তাঁকে এসব কথা বলে নি?

ভৈরবচন্দ্র। তা জানি না। কিন্তু আমার কথা যেন সে শুনেও শুন্লো না। সে অদ্ভুত মুখভঙ্গী আপনাকে বোঝাতে পার্বো না কিছুতেই।

মিসেস্ রায়। আশ্চর্য্য! ......এই দেখুন, আজ প্রায় পাঁচ বছর এঁদের বিয়ে হয়েছে, এখনো এঁরা দুজনে দু'জনকে চিন্তেই পারেন নি। হায় — হায় —হায়! ...ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ডক্টর চ্যাটার্জ্জি, আপনাদের বিয়ে যেন সুখের হয়; যেন দুজনে দুজনকেই গোড়া থেকে চিন্তে শেখেন, দুজনে দুজনের সুখেই সুখী হ'য়ে ঘরকন্না করেন। ......

বেচারী পম্পা! বড় কষ্ট হয়! ......অভিমান বড় মধুর আবার বড় ভয়ানক, ডক্টর চ্যাটার্জ্জি। অন্তর পুড়ে' ছারখার হয় — তবু নিজের অভিমানকে খাটো করা যায় না। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই — দুজনেই নিজের নিজের অভিমানকেই বড় করে' বসে' রয়েছেন।

ভৈরবচন্দ্র। তাই — তাই হবে। কিন্তু তবুও আমার মনে হয়, লেডী মুখার্জ্জি স্বামীকে ঠিক মতো ভালবাসেন না।

মিসেস্ রায়। এইখানেই আপনার বোঝ্বার অভাব। পম্পা শুধু ভালবাসে না — পূজো করে, স্যর্ মুখার্জ্জিকে পূজো করে।

ভৈরবচন্দ্র। তবে কেন তা হ'লে এ রকম —

মিসেস্ রায়। তার কারণ সে পূজো করে বলে'। স্যর্ মুখার্জ্জি যদি একটু নরম হ'য়ে আদর করে' মাত্র একটী ইঙ্গিত কর্তেন তো দেখ্তেন — পম্পা ছুটে এসে তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়্তো। কিন্তু অভিমান — ওই যা বল্লাম। ...... তার উপর এ তরফে বাড়্তির ভাগ আছেন — রাজা গৌরীশঙ্কর। তাঁর মত্লব — তিনি হবেন এখন হ'তে মেয়ের মুরুব্বি। কাজে-কাজেই তিনিই যোগাচ্ছেন অতি যত্ন করে' এ আগুনের জ্বালানি। পম্পা এখানে আসে প্রত্যহই। আমি প্রত্যহই তা'কে শোনাই — "তার স্বামী পুত্র সবই দেশ ছেড়ে চলে' যাবে, তা'কে থাকৃতে হবে একলা।" শুনে সে কাঁদে, একটী কথাও বলে না — কেবল কাঁদে। আমি যখন তা'র হাত দুটী ধরে' বলি — "লক্ষীটী, স্বামীর সঙ্গে দেখা করো, ন'য় তাঁকে একখানা চিঠিই লেখো"— তখনি বাধে যত গোলযোগ—সে চায় না কিছুতেই ছোট হ'তে, চায় না খোয়াতে কিছুতেই তার মান। দুর্জ্জয় মান! হায় হায়! কেঁদে সারা — তবুও মান! অদ্ভুত এই মান! ...... ও-তরফেও জান্বেন ঠিক

এইরকম যুদ্ধই চল্‌ছে বুকের মধ্যে। ওঃ !—ডক্টর চ্যাটার্জ্জি, এদের দুর্দ্দশা দেখে আমার মন এক এক সময়— (রুমাল দিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিল)

(সহসা দরজা খুলিয়া পরিচারিকা ভীমচন্দ্রকে লইয়া প্রবেশ করিল)

পরিচারিকা। মুখার্জ্জি সা'ব ! (প্রস্থান)

(মিসেস্‌ রায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দৌড়িয়া যাইয়া ভীমচন্দ্রের প্রত্যুদ্‌গমন করিল)

মিসেস্‌ রায়। (উৎফুল্লভাবে) গুর্‌ মুখার্জ্জি ! কি সৌভাগ্য ! আসুন, আসুন ! (ভৈরবচন্দ্র উঠিয়া ভীমচন্দ্রের পার্শ্বে দাঁড়াইল)

ভীমচন্দ্র। (নমস্কার ও প্রতি-নমস্কারের পর) ভাল আছেন তো ? আমি ঠিক আঁচ্‌ করেছি, ভৈঁরু, এইখানেই তোমাকে পাবো। আমার একটু কাজ তোমায় করে' দিতে হবে যে — তোমার অসুবিধা হবে না তো ?

ভৈরবচন্দ্র। (আনন্দে) মোটেই না, কাজটা কি ? বলো—

ভীমচন্দ্র। আমি যে ডাক্তারকে engage করেছিলাম, তিনি এই-মাত্র ফোন্‌ করে' বল্‌লেন তিনি আস্‌তে পার্‌বেন না — তাঁর স্ত্রী হঠাৎ ব্যারামে পড়েছেন। আর একটা ডাক্তারকে যোগাড় করেছি — কিন্তু লোকটীর সম্বন্ধে একটু খোঁজ-খবর নিতে হবে। তিনি তাঁর সম্বন্ধে refer কর্‌তে বল্‌লেন Dr. C. Moitraর কাছে — ঠিকানা 5, Harrington Street. তুমি কি ভাই যেতে পার্‌বে একবারটী সেখানে ? তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌বার এই হ'ল best time.

ভৈরবচন্দ্র। এখনই চল্লাম। এ ডাক্তারটীর নাম কি ?

ভীমচন্দ্র। D. Bhattacharyya—এই তাঁর চিঠি। ওঃ—তুমি আমার বড্ড উপকার কর্‌লে।

ভৈরবচন্দ্র। মস্তবড় উপকারই বটে। —যত বাজে কথা।...আসি মিসেস্ রায়, নমস্কার। ভীম, তোমার সঙ্গে খানিক পরে এসে দেখা কর্‌ছি—এইখানেই।

(ভৈরবচন্দ্রের প্রস্থান)

মিসেস্ রায়। আপনি ডাক্তার engage (এন্‌গেজ্) কর্‌লেন ?

ভীমচন্দ্র। হাঁ। —কি করি বলুন? পথে যদি দিলীপের হঠাৎ কোন অসুখ হ'য়ে পড়ে। পথটা তো নেহাৎ কম নয় — বিশেষ ঐ বাচ্ছার পক্ষে।

মিসেস্ রায়। হুঁ — তা বটে। ......

ভীমচন্দ্র। (উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর) মিসেস্ রায়, আমি মনে মনে বেশ বুঝ্‌ছি — আপনাকে কৈফিয়ৎ দেবার কিছু আছে, আর সেই সঙ্গে আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌বারও কিছু আছে। আপনি আমার বাড়ীতে গিয়েছিলেন দেখাসাক্ষাৎ কর্‌তে — খোঁজ-খবর নিতে, আর ঠিক এই কারণেই আপনি আমাকে অভদ্র ঠাওরাতে পারেন —যেহেতু আমি return visit দিতে পারি নি।

মিসেস্ রায়। হাঁ, এজন্য বিশেষ দুঃখিত না হ'লেও...দুঃখিত হয়েছি অন্য অনেক কারণে।

ভীমচন্দ্র। কিন্তু আপনাকে অবস্থাটা ভাল করে' বুঝ্‌তে হবে। —এইটা আমার বিশেষ অনুরোধ। ...ব্যাপারটা এমনই জটিল যে এর বিচার-কাজ আমার নিজের হাতেই নিতে হয়েছে, নিজের মতেই আইন গড়্‌তে হয়েছে—নিজের মঙ্গলের জন্য। এতে সালিশীর বিচার সম্ভবপর নয়—এমন কি আপনার মত সালিশীরও নয়।

মিসেস্ রায়। কিন্তু আমি যদি সামান্য একটা পরামর্শ দিই ?

......পাবি কি ? (উভযে কিছুক্ষণ নীবব) আপনার এ ভাব দেখে আমি বড় নিবাশ হ'যেই পড়্ছি।

ভীমচন্দ্র। হ'তেই পারেন, এটা খুব ঠিক ;—আমিও তা বুঝ্ছি। কিন্তু আপনাব পবামর্শ নিতে পার্ছি না বলে' আমিও বড় কম দুঃখিত নই, কাবণ আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আমাব খুবই বেশী।

মিসেস্ রায়। তবে আর কথাই নেই। ......একটা কথা, মুব্ মুখার্জ্জি, আপনার মতো পুরুষসিংহের কি এটা উচিত হ'চ্ছে ? — এই রকম ভাবে পালানো ? —এদেরই ভযে ?

ভীমচন্দ্র। হাঁ, আমাব এই আচরণের ঐ ভাবেই ব্যাখ্যা কব্‌তে পারেন। ......আপনাদেব ধারণায় সি. পি.ব জঙ্গল যেন একটা দ্বিতীয় আণ্ডামান —এই তো ? কিন্তু আমার পক্ষে সে আদবেব আলয, সুখের বাস্তু-ভিটে। এখানে আমি ভবঘুরে নিষ্কর্ম্মা ছাড়া আব কিছুই নই— সেখানে আমি কর্ম্মপটু কর্ম্মের পূজাবি। এ ছাড়া আরও আছে, খুলে বলি — বুঝ্‌তে পার্‌বেন।..যখন আমি আমার স্ত্রীকে বলি আমাব সঙ্গে যেতে, তখন আমি মুখে যা-ই বলি, আসলে এমন দৃঢ় পণ ছিল না যে চিরদিনই ঐ সি. পি.তেই বাস করি। আমরা হয় তো দু-পাঁচ বছব সেখানে থাক্‌বো, আসল —সরল—খাঁটী মানুষের সঙ্গে মিশ্‌বো, স্ত্রীকে বোঝাতে পার্‌বো, শেখাতে পার্‌বো — জীবন বল্‌তে জিনিষ কি, তার উদ্দেশ্য কি, তার কাজ কি, আর কাজেরই বা পুরস্কার কি। এ শিক্ষার শেষ করে' আমরা হয় তো ফিরে আস্‌বো আবার এই নিষ্ঠুর সহবের নিষ্ঠুর সমাজে। কিন্তু তখন আমরা আস্‌বো আমাদের শিক্ষা নিয়ে শক্তি নিয়ে এখানে কর্ম্মদেবতার মন্দির গড়্তে, কর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার কর্‌তে। —বুঝুন আমি কেন যেতে চাই।...এখন অন্যদিক্‌টাও বুঝুন।...আমি

যদি না চলে' যাই — অর্থাৎ না পালাই — তা হ'লে দেখ্‌বেন দু-এক মাসের মধ্যেই আবার যথা পূর্ব্বং তথা পরং। পম্পা ঠাণ্ডা হবে, ফিরে আসবে, আবার ঘর করবে, — সবই মেনে নিচ্ছি, — কিন্তু জীবনের সেই চির পুরোণো পথ ধরে' আবার সেইরকম চলা-ফেরার সুরু হবে, কারণ পুরোণো সঙ্গী-সহচরীর দল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে এসেই আসর জমিয়ে তুল্‌বেন। এ পাপের কবল হ'তে উদ্ধার পেতে হ'লে চাই একেবারে ঝেড়ে-মুছে গোড়া-পত্তন — আর হাওয়ার বদল, জীবনের ধারা বদল। কিন্তু তা আর হ'লো না —আমি একাই চল্‌লাম।

মিসেস্ রায়। তা হ লে ······ ছেলেকে কি সঙ্গে নিয়ে যাবেন ?

ভীমচন্দ্র। হাঁ, তা তো নিতেই হবে। বাপের কর্ত্তব্য ছেলেকে 'মানুষ' করে' গড়ে' তোলা। বলুন, আমি কি ছেলেটাকে এখানে ছেড়ে যাবো তার দাদাম'শায়ের হাতে ? সে জ্ঞান হলেই বলতে শিখ্‌বে 'আদর্শপুরুষ' মানে তার অদ্ভুত দাদাম'শায়টী। — এই তো ?

মিসেস্ রায়। কিন্তু—

ভীমচন্দ্র। কিন্তু কি বলুন ? ছেলেটী অতি শিশু — বাচ্চা — মায়ের কোল থেকে নিয়ে যাওয়া উচিত হ'চ্ছে না, — এই তো ? কিন্তু এটা বিশ্বাস করে' রাখুন — আমি কর্ত্তব্য বলে' যা' ধরি, আমি তা' করি, আর আমি সেটা করতে বাধ্য এই মনে করেই করি। ছেলেকে মানুষ করতে হবে — এটা আমার কর্ত্তব্য। কাজে-কাজেই আমাকে নিয়ে যেতে হবে। তবে এটা মনে করবেন না, আমি ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, পম্পার প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখাবো বলে', আর এটাও কখনো মনে করবেন না যে পম্পাকে আমি আর ভালবাসি না, যদিও সে আমার কথার অবাধ্য। আমি তা'কে ভালবাসি এবং ভালবাস্‌বো, তা সে

যেখানেই থাকুক্। সে আমার কাজে সহায় হোক্ বা নাই হোক্—তা'র প্রতি আমার কর্ত্তব্যের কোন ক্রুটীই হবে না। এ মুখের কথা নয়—অন্তরের কথা, যদিও আমি অনেককাল হ'তে দেখে আস্‌ছি সে আমার ভালবাসার প্রতি কোন শ্রদ্ধাই রাখে না।

মিসেস রায়। আপনার ভালবাসার প্রতি শ্রদ্ধা রাখে না!! ওঃ—স্তর্ মুখার্জ্জি, এইখানেই আপনি মস্ত ভুল কর্‌ছেন।

ভীমচন্দ্র। ভুল কর্‌ছি? যাঁর সঙ্গে এতকাল বসবাস কর্‌লাম, তাঁকে আমি চিন্‌তে পারি নি?

মিসেস্ রায়। বোধ হয় পারেন নি। ...পম্পা প্রতিদিনই এখানে আসে,—সকালে বিকেলে ছেলেকে দেখ্‌তে। সে ছেলে বল্‌তে অজ্ঞান—কোন মা'রই বুঝি এত টান দেখিনি। তার সঙ্গে যতক্ষণ থাকি—আর আমায় থাক্‌তেও হয় অনেকক্ষণ—তা'তে দেখি তার পূর্ব্বের যা, তা সব ধুয়ে মুছে গেছে, আসল দরদ যা, তা বুক জুড়ে বসেছে। আগের মতো সে হাসিঠাট্টা নেই, তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব নেই, বাজে গল্পগুজবও নেই—মানুষ যেন বদ্‌লে গেছে।

ভীমচন্দ্র। কিন্তু আমি তো তাঁর কাছ থেকে এখন পর্য্যন্তও অতি-সামান্য একছত্রও চিঠি পাইনি। ...তাঁর পূজনীয় পিতৃদেব উকীল পাঠিয়েছিলেন কন্যার মাস-হরা সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত কর্‌তে। ......শুন্‌লাম আমার বন্দোবস্তে পম্পাবতী খুশীই হয়েছেন।

মিসেস্ রায়। খুসী! ...আর আপনি তা শুনেছেন লোকের মুখে—এই তো? ..হায়! ...মনে করুন, আপনাদের মধ্যে যা যা ঘটেছিল।... কেন আপনি তা'কে সে-সব নিষ্ঠুর কথা বলেছিলেন? ...আপনার মতো লোকের কি ভাল হয়েছে—সে সব বলা?

ভীমচন্দ্র। আমি যা বলেছিলাম তা সবই সত্যি।

মিসেস্ রায়। সবই সত্যি!...স্যর্ মুখার্জ্জি, সত্যি মনে' করে' যদি কেউ কিছু জোর-গলায় বল্‌তে পারে, তা বুঝি একমাত্র ভগবান্। আর মানুষ পারে অনুভব কর্‌তে কতকটা—অন্তর দিয়ে, দরদ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে;—অভিমানের বশেও নয়, রাগ করেও নয়। অভিমানে বা রাগের মাথায় আমরা যা বলি তা হয় তো সত্যি—কিন্তু সে সত্যি রাগ-অভিমানের ছাঁচে ঢালাই-করা সত্যি,—নকল সত্যি, আসল নয়। সবই অভিমানের খেলা—নয় কি? ...আপনি ন'য় তা'র সঙ্গে দেখা করুন।—একটু নরম হ'য়ে দুটী মিষ্টি কথা—সাড়া পা'ন কি না দেখুন। আপনার একটী মিষ্টি কথা—

ভীমচন্দ্র। মিষ্টি কথা! ...মিষ্টি কথা—মন যোগানো হ'য়ে গেছে যথেষ্ট, আর সে দিন নেই, মিসেস্ রায়! এখন সময় এসেছে নিজেকে নিজে বুঝে কর্ত্তব্যের পথ ধর্‌বার।

মিসেস্ রায়। তবে আর কি বল্‌তে পারি? (দীর্ঘনিশ্বাস)... ... তা হ'লে আপনি কালই রওনা হ'চ্ছেন? ...ফির্‌বেন আবার কবে?

ভীমচন্দ্র। ফির্‌বো?—যখন একা, তখন ফের্‌বার সম্ভাবনা খুবই কম। —না, ফির্‌বো না, শহরের জীবনের এইখানেই শেষ।

(দুইজনে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে দরজা খুলিল। ভৈরবচন্দ্র ও পম্পাবতীর প্রবেশ। ভৈরবচন্দ্র সংক্ষেপে অভিবাদন-কার্য্য সারিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। পম্পাবতী ভীমচন্দ্রকে দেখিয়া অনেকটা বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল)

পম্পাবতী। একি! তুমি! (ভৈরবচন্দ্রের প্রতি) আপনি বললেন দিলীপ এসেছে এখানে, তাই তো আমি ··· না, এ অন্যায়! (ফিরিবার উপক্রম, সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ রায় দৌড়িয়া গিয়া পথ অবরোধ করিল)

মিসেস্ রায়। পম্পা! পম্পা! লক্ষ্মীটী! ...স্যর্ মুখার্জ্জি, দোহাই!

ভীমচন্দ্র। (দু-চার সেকেণ্ড নিস্তব্ধ থাকিবার পর অতিকোমল-স্বরে) পম্পা। তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?

পম্পাবতী। (দৃঢ়ভাবে) না।

ভীমচন্দ্র। এটা তোমার নিজের ইচ্ছেয় বল্‌ছো? —বলো!

পম্পাবতী। হাঁ, আমারই ইচ্ছে — আমি যাবো না।

ভীমচন্দ্র। ভাল কথা। ...এখন এখানে তোমার বাবা নেই, যে তিনি তোমার মুখ দিয়ে 'হাঁ'-কে 'না' বলাবেন, আমার প্রতি তোমার মনটী বেশ করে' বিষিয়ে তুল্‌বেন। তুমি যা বল্‌বে, আশা করি, তুমি ভাল করে' ভেবে-চিন্তেই বল্‌বে —নিজের ইচ্ছেয় বল্‌বে। ......শোন, — আমি সি. পি.তে চল্‌লাম, কারণ এখানকার বসবাস আর আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। আমার ঘর-ঠাঁই যেখানে, তোমারও ঘর-ঠাঁই সেইখানে; আমার পাশেই তোমার স্থান—তুমি আমার স্ত্রী সহধর্ম্মিণী।

পম্পাবতী। হাঁ,—লোকের চক্ষে আমি তোমার স্ত্রী—এই পর্য্যন্ত, কিন্তু সংসারের কাজে আমি তোমার কেউ নই —সহধর্ম্মিণী তো নই-ই। ...তুমি আমায় যা যা বলেছ মনে করো, আমার প্রতি যে রকম ব্যবহার করেছ মনে করো — সে সবের পর আর স্ত্রী নই, সহধর্ম্মিণী নই—কিছুই নই। আমার স্থান তোমার পাশে তো নয়-ই—তোমার কোন-কিছুতে নয়।

মিসেস্ রায়। পম্পা! পম্পা! লক্ষ্মী দিদি আমার!

ভীমচন্দ্র। তুমি পাঁচ-পাঁচ বছর আমাকে তুষ'-আগুনে তিলে-তিলে পুড়িয়েছ, আমি ন'য় এক-আধ ঘণ্টার জন্য দাউ-দাউ করে' জ্বলে' উঠেছি। আমার ক্ষণিকের জ্বালায় তোমার মন যদি এতই বিষিয়ে থাকে—

পম্পাবতী। (কম্পিতস্বরে) বিষ! বিষে ভরেছে, আকণ্ঠ ভরে'

উঠেছে—রাখ্‌তে পারছি না। আমি তোমার ছায়া ছুঁতেও চাই না।

মিসেস্ রায়। পম্পা! পম্পা! (উৎকণ্ঠায় আকুল হইল)

ভীমচন্দ্র। বেশ, তাই হোক্—আমার ছায়ামাত্রও ছুঁয়ো না। ... তবে এক বিষয়ে আমি মহা ভুল করেছি অন্যায়রকমে—এই দিলীপের প্রতি তোমার ব্যবহার নিয়ে। আজ কিন্তু তা ভুল বুঝ্‌তে পেরে আমার পরম আনন্দ।

পম্পাবতী। আর আনন্দের মাত্রাটা এতই বেশী যে তা'কে মা'র কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাও! ওঃ। এ তোমারই যোগ্য কাজ। তুমি মত্‌লব করেছ—ছেলের টানে তোমার সঙ্গ আমাকে নিতেই হবে—এই না? কিন্তু বল্‌ছি—আমি যাবো না—যাবো না—কোন ক্রমেই না। আর আমি এ'ও বল্‌ছি আমার ছেলেকে আমার কোল থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত নীচ নিষ্ঠুর রাক্ষসের কাজ।

ভীমচন্দ্র। কেন?

পম্পাবতী। কেন? —কেন? —কেন? —আমি যে তা'কে চাই আমার বুকে — আমি যে তা'কে বুক-ছাড়া করতে পারি না — সে যে আমার সব—(উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, রোদনের আকুলতায় দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্যার মতো অত্যন্ত এলোমেলো-ভাবে সোফায় বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ সকলে নীরব রহিল)

ভীমচন্দ্র। তা'কে যদি আমি তোমার কাছে রেখে যাই—বলো, তা'কে মানুষ কর্‌বে তুমি, মা'র যেমন ভাবে ছেলে মানুষ করা উচিত —ঠিক সেইরকম ভাবে, তা'কে সৎশিক্ষা দিয়ে সুসন্তান তৈরী কর্‌বে —'প্রকৃত মানুষ' করে' গড়ে' তুল্‌বে?

পম্পাবতী। হাঁ—আমি কর্‌বো—আমি কর্‌বো—

প্রকৃতির জয়।

ভীমচন্দ্র। বেশ, সুখী হ'লাম। তা হ'লে সে এইখানেই রইল—তোমার কাছে।—আমি একাই চল্‌লাম। (পম্পাবতী নীরব রহিল) মনে রেখো সে আমারও ছেলে, আর যদি পারো ভবিষ্যতে চেষ্টা ক'রো ছেলের বাপের সম্বন্ধে বিচার কর্‌তে একটু সুবিচারের মন নিয়ে—একটু হৃদয় নিয়ে। জেনো, আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌বো দূরদেশে—সি. পি তে—তোমাদেরই পথ চেয়ে – তোমার আর দিলীপের – একা ঘরে একলাটী তোমাদেরই স্মৃতিটুকু নিয়ে। ......(দীনভাবে) তবে আসি।

পম্পাবতী। (অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া কম্পিতস্বরে) না —না – না, তা হ'বে না, তুমি একা থাক্‌তে পাবে না। আমি যাবো – যাবো—সত্যি ভীম, আমি তোমার সঙ্গেই যাবো — যেমন করেই হোক্ — আমায় যা কর্‌তে বল্‌বে আমি তাই কর্‌বো।

ভীমচন্দ্র। পম্পা ! পম্পা ! (পম্পাবতীকে আলিঙ্গন করিল – ঠিক এই অবসরে রাজা গৌরীশঙ্কর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে প্রবেশ করিল, ভৈরবচন্দ্র তাহাকে নিরস্ত হইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল)

গৌরীশঙ্কর। (প্রবেশ করিয়া ক্ষিপ্তভাবে) পম্পা ! —অঁ্যা— ! বাঃ ! ......(ঘৃণায়) এর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, মিসেস্ রায় !

(পম্পাবতী তখনও ভীমচন্দ্রের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ, গৌরীশঙ্করের কথা তাহার কাণে গেল না)

মিসেস্ রায়। না, রাজা গৌরীশঙ্কর, সর্ব্ব-কর্ম্মের নিয়ন্তা সেই ভগবান্‌কে ধন্যবাদ। (ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম)

ধীর-যবনিকা